২০২৬
জুলাই – সেপ্টেম্বর
খণ্ড ১০২, সংখ্যা ৩
বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ
সিনিয়র বিভাগ

যীশুর সাথে হাটার

ঈশ্বরের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ পথচলা
খ্রিস্টের পথে পদক্ষেপ

বিষয়বস্তু

১. মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ৫
২. পাপীর জন্য খ্রীষ্টের প্রয়োজন ১০
৩. অনুশোচনা ১৫
৪. স্বীকারোক্তি ২০
৫. উৎসর্গীকরণ ২৬
৬. বিশ্বাস ও স্বীকৃতি ৩১
৭. শিষ্যত্বের পরীক্ষা ৩৬
৮. খ্রীষ্টে বেড়ে ওঠা ৪১
৯. কর্ম ও জীবন ৪৬
১০. ঈশ্বরের জ্ঞান ৫২
১১. প্রার্থনার বিশেষ অধিকার ৫৭
১২. সন্দেহ হলে কী করবেন ৬২
১৩. প্রভুতে আনন্দ করা ৬৭

বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ এই দৈনিক অধ্যয়ন কর্মসূচিটি কোনো অতিরিক্ত ভাষ্য ছাড়াই শুধুমাত্র বাইবেল এবং 'স্পিরিট অফ প্রফেসি'-র উপর ভিত্তি করে তৈরি। সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি চিন্তাভাবনা তুলে ধরার জন্য উদ্ধৃতিগুলো যথাসম্ভব ছোট রাখা হয়েছে। স্বচ্ছতা, সঠিক প্রেক্ষাপট এবং সাবলীল পাঠযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য কিছু ক্ষেত্রে বন্ধনী [ ] দেওয়া হয়েছে। মূল উৎসগুলোতে আরও অধ্যয়ন করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে।

চিত্রাবলী : প্রচ্ছদ :আইস্টকফটো, চেন্নাই চার্চ, শিক্ষা বিভাগ, ফিলিপাইন ইউনিয়ন।

কপিরাইট © ২০২৬, সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট রিফর্ম মুভমেন্ট জেনারেল কনফারেন্স, সাবাথ স্কুল ডিপার্টমেন্ট, ৫২৪০ হলিন্স রোড, রোনোক, ভার্জিনিয়া ২৪০১৯, ইউএসএ। টেলিফোন: ১-৫৪০-৩৬২-১৮০০ • ওয়েব: www.sdarm.org • ই-মেইল: info@sdarm.org

বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ(ইউএসপিএস ০০৫-১১৮), খণ্ড ১০২, সংখ্যা ৩, জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৬। সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট রিফর্ম মুভমেন্ট জেনারেল কনফারেন্সের সাবাথ স্কুল বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিকভাবে প্রকাশিত। রিফর্মেশন হেরাল্ড পাবলিশিং অ্যাসোসিয়েশন, ৫২৪০ হলিন্স রোড, রোনোক, ভার্জিনিয়া ২৪০১৯–৫০৪৮, ইউ.এস.এ. কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত। রোনোক, ভার্জিনিয়া ২৪০২২–৯৯৯৩ ঠিকানায় সাময়িকী ডাক মাশুল পরিশোধিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
যোগাযোগ: টেলিফোন ১-৫৪০-৩৬৬-৯৪০০ • ওয়েবসাইট: www.reformationherald.com • ই-মেইল: info@reformationherald.org

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন: মার্কিন $২২.০০। বড় হরফ $৩৩.০০। আন্তর্জাতিক $২১.০০ (শিপিং খরচ সহ)। বড় হরফ আন্তর্জাতিক $৩১.০০ (শিপিং খরচ সহ)। একক কপি $৬.০০। বড় হরফ $৯.০০। অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রিপশনের অনুরোধ এবং পেমেন্ট (শুধুমাত্র মার্কিন মুদ্রায□) নিচের ঠিকানায় পাঠান। মূল্য পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ।

পোস্টমাস্টার, অনুগ্রহ করে ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য এই ঠিকানায় পাঠান: Sabbath Bible Lessons, P. O. Box 7240, Roanoke, VA 24019–0240।

অস্ট্রেলিয়া

যোগাযোগ: টেলিফোন ৬১-২-৯৬২৭-৭৫৫৩ • ওয়েবসাইট: www.sdarm.org.au
• ইমেইল: info@sdarm.org.au

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন: AU $34.00 (প্রতিটি কপি $8.50)। অন্যান্য দেশে, AU $34.00 সাথে শিপিং খরচ। অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রিপশনের অনুরোধ এবং পেমেন্ট (অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রায়) এই ঠিকানায় পাঠান: Sabbath Bible Lessons, P.O. Box 132, Riverstone NSW 2765, Australia।

দক্ষিণ আফ্রিকা

যোগাযোগ: টেলিফোন ২৭-০১১-৩৩৬-৭০৬৪ • ওয়েবসাইট: www.sdarmsa.org.za • ই-মেইল: admin@sdarmsa.org.za

দক্ষিণ আফ্রিকায় বার্ষিক চাঁদা: R120-00 (একক কপি R35-00)। অনুগ্রহ করে চাঁদার অনুরোধ এবং অর্থপ্রদান নিচের ঠিকানায় পাঠান।

পোস্টমাস্টার, অনুগ্রহ করে ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য এই ঠিকানায় পাঠান: সাবাথ বাইবেল লেসনস, পি. ও. বক্স ৭৯৫০, জোহানেসবার্গ ২০০০, দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভূমিকা

এই ত্রৈমাসিকের অধ্যয়নের জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম, "যিশুর সঙ্গে চলা", বইটি অবলম্বনে রচিত। *খ্রিস্টের পথে পদক্ষেপ*টিকে ধর্মগ্রন্থের শিক্ষার ভাষ্য হিসেবে অধ্যায় অনুযায়ী পড়া যেতে পারে।

সাবাথ স্কুলের কিছু ছাত্রছাত্রীর মনে থাকবে, ১৯৮০ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই বিষয়টি শেষবার আলোচনা করা হয়েছিল। একটি নতুন আঙ্গিক ও অতিরিক্ত উপাদানসহ এটিকে পুনরায় উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত, তবে সেই বহু আগে বলা গভীর সত্যগুলো অপরিবর্তিত থাকছে।

প্রায়শই লোকেরা তাদের স্বর্গীয় পিতাকে শীতল ও দূরবর্তী, একজন কঠোর ও কড়া বিচারক হিসেবে মনে করে। তারা তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা এবং তাঁর সকল সন্তানের জন্য তাঁর হৃদয়ে থাকা কোমল যত্নকে উপেক্ষা করে।

সর্বপ্রথম ঈশ্বরের প্রেম তুলে ধরা উচিত। এরপর এই সত্যটি আসা উচিত যে, পাপী অসহায় ও নিরাশ এবং তার একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন। খ্রীষ্টের জীবন, যিনি পাপীদের পরিত্রাণ করতে এসেছিলেন, তা দেখায় যে স্বর্গীয় পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার একটি নিশ্চিত পথ রয়েছে।

এই পাঠগুলোতে খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রধান অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলো বিশেষভাবে সেইসব নতুন বিশ্বাসীদের জন্য উপযোগী, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে চান। সকল বিশ্বাসীরই সময়ে সময়ে এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা উচিত—শুধু নিজেদের উপকারের জন্যই নয়, বরং অন্যদেরও খ্রীষ্টের কাছে আসতে সাহায্য করার সর্বোত্তম পথ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্যও।

মতবাদগত সত্যসমূহের একটি সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা সেগুলোর স্পষ্ট উপলব্ধি ও গ্রহণের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং একজন ব্যক্তিকে মণ্ডলীর সদস্যপদ লাভের যোগ্য করে তুলতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না এমন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, ততক্ষণ তার কোনো প্রকৃত জীবন—অনন্ত জীবন—থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, কেবল সেই ব্যক্তিই "যে পুত্রের উপর বিশ্বাস করে, তারই অনন্ত জীবন আছে" (যোহন ৩:৩৬)।

সাব্বাথ স্কুলের প্রত্যেক সদস্যের নিজ আত্মায় এই সাক্ষ্য থাকা উচিত যে, তারা সত্যিই ঈশ্বরের পরিবারে দত্তক গৃহীত হয়েছেন। প্রত্যেকেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, তাদের নিজেদের উদাহরণ, অর্থাৎ সর্বক্ষণ ও সর্ববিষয়ে স্বর্গীয় পিতার উপর তাদের নিজেদের অবিরাম নির্ভরতা অবশ্যই বাস্তব ও ব্যবহারিক হতে হবে। দুর্বল, মানবিক ভালোবাসার চেয়েও বেশি কিছুর প্রয়োজন। সকলেরই প্রয়োজন

ঈশ্বরের ভালোবাসা—ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা—তাদের হৃদয় ও আত্মায় রোপণ করা, যাতে তারা তাঁর মতো ভালোবাসতে পারে।

সাব্বাথ স্কুলের প্রত্যেক সদস্যের অভিজ্ঞতা যেন এমনই হয়।

জেনারেল কনফারেন্স সাবাথ স্কুল বিভাগ

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ
৫ জুলাই, ২০২৬
ভারতের চেন্নাইয়ে গির্জার সম্প্রসারণ

চেন্নাই, যা পূর্বে মাদ্রাজ নামে পরিচিত ছিল, ভারতের দক্ষিণতম রাজ্য তামিলনাড়ুর রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। এটি বঙ্গোপসাগরের করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত। ২০১১ সালের ভারতীয় আদমশুমারি অনুসারে, চেন্নাই ভারতের ষষ্ঠ-সর্বাধিক জনবহুল শহর এবং চতুর্থ-সর্বাধিক জনবহুল নগর সমষ্ট□। ১৬৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর চেন্নাই কর্পোরেশন ভারতের প্রাচীনতম পৌর কর্পোরেশন এবং লন্ডনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম। এটি প্রায় ১৫,০০০ শিল্পসহ বাণিজ্য ও ব্যবসার একটি কেন্দ্র এবং চিকিৎসা পর্যটনের একটি প্রধান কেন্দ্র, যাকে "ভারতের স্বাস্থ্য রাজধানী" বলা হয়। শহরটিতে ভারতের মোটরগাড়ি শিল্পের একটি বড় অংশও রয়েছে, তাই এর অন্য নাম "ভারতের ডেট্রয়েট"। চেন্নাই ছিল একমাত্র দক্ষিণ এশীয় শহর যা স্থান পেয়েছে *জাতীয় ভূ-চিত্র* ২০১৫ সালে "সেরা ১০টি খাদ্য শহর"-এর তালিকায় স্থান পায় এবং নবম স্থান অর্জন করে। লোনলি প্ল্যানেটের বিশ্বের সেরা বিশ্বজনীন শহরগুলো

বৃহত্তর চেন্নাইয়ের জনসংখ্যা এখন ১২ মিলিয়নেরও বেশি, যা বর্তমানে প্রতি বছর ২.৩৪% হারে স্থিরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শহরে বিভিন্ন জাতি-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, চেন্নাইয়ের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু (৮০.৭৩%), এরপর ৯.৪৫% মুসলিম, ৭.৭২% খ্রিস্টান, ১.২৭% অন্যান্য এবং ০.৮৩% কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় পছন্দ নেই এমন মানুষ।

২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, শহরের ১৭ লক্ষ ৮৮ হাজার পরিবারের ৪০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, শহরটিতে ২২ লক্ষ পরিবার ছিল, যাদের ৪০ শতাংশ বাসিন্দার নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না। শহরটিতে প্রায় ১,১৩১টি বস্তি রয়েছে, যেখানে ৩ লক্ষেরও

বেশি পরিবার বাস করে। এখানে সব ধরনের মানুষ বাস করে এবং এই শেষ দিনগুলিতে সকলেরই যিশু খ্রিস্টের চিরন্তন সুসমাচার শোনা প্রয়োজন।

প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমরা চেন্নাইয়ে একটি গির্জার নির্মাণকাজ প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারিনি। এখন, কাজ চলমান থাকায় আমরা যাজকের বাসস্থান, একটি সম্মেলন কক্ষ এবং শিশুদের জন্য সাবাথ স্কুলের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছি। এটি সম্পন্ন করার জন্য, আমাদের অবশ্যই বিশ্বজুড়ে থাকা প্রিয় গির্জাগুলোর উদারতার প্রতি আবেদন জানাতে হবে।

আমাদের ভাই, বোন ও যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই প্রকল্পের জন্য আপনারা উদারভাবে অনুদান প্রদান করুন।

আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ, এবং প্রভু আপনাদের সকলকে অশেষ আশীর্বাদ করুন।

চেন্নাইয়ে আপনার ভাই ও বোনেরা

বিশ্রামবার, ৪ জুলাই, ২০২৬ **পাঠ ১**

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা

মুখস্ত পদ :দেখ, পিতা আমাদের প্রতি কেমন প্রেম দেখিয়েছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হতে পারি; সেইজন্য জগৎ আমাদের চেনে না, কারণ সে তাঁকেও চিনত না (১ যোহন ৩:১)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ* ,অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ৯-১৫।

ঈশ্বরই প্রেম। সূর্যের আলোক রশ্মির মতো, তাঁর থেকে তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেম, আলো ও আনন্দ প্রবাহিত হয়। -----*Thoughts from the Mount of Blessing,,* পৃ. ৭৭।

১. ঈশ্বরই প্রেম রবিবার, ২৮ জুন

ক. মানবজাতিকে ঈশ্বরের প্রেমের কী প্রমাণ দেওয়া হয়েছে? যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬, ৭; যোনা ৪:২ (শেষ অংশ); যিরমিয় ৩১:৩।

ঈশ্বরের বাক্য তাঁর চরিত্র প্রকাশ করে। তিনি নিজেই তাঁর অসীম প্রেম ও করুণা ঘোষণা করেছেন। যখন মোশি প্রার্থনা করলেন, 'আমাকে তোমার মহিমা দেখাও,' তখন প্রভু উত্তর দিলেন, 'আমি আমার সমস্ত মঙ্গল তোমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাব।' যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮, ১৯। এটাই তাঁর মহিমা। প্রভু মোশির সামনে দিয়ে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, 'প্রভু, প্রভু ঈশ্বর, দয়ালু ও করুণাময়, সহনশীল এবং মঙ্গল ও সত্যে পরিপূর্ণ,---- *Steps to Christ*,পৃষ্ঠা ১০।

খ. ঈশ্বরের পুত্রকে পাঠানোর উদ্দেশ্য কী ছিল? মথি ১১:২৭; যোহন ১৪:৮, ৯।

শয়তান মানুষকে ঈশ্বরকে এমন এক সত্তা হিসেবে কল্পনা করতে প্ররোচিত করেছিল, যাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কঠোর ন্যায়বিচার—যিনি একজন কঠোর বিচারক, এক নির্মম ও দাবিদার ঋণদাতা। সে সৃষ্টিকর্তাকে এমন এক সত্তা হিসেবে চিত্রিত করেছিল, যিনি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে মানুষের ভুলত্রুটি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন, যেন তিনি তাদের উপর বিচার বর্ষণ করতে পারেন। ঈশ্বরের অসীম প্রেম জগতের কাছে প্রকাশ করে এই অন্ধকার ছায়া দূর করার জন্যই যিশু মানুষের মাঝে বাস করতে এসেছিলেন।---- Ibid পৃষ্ঠা ১১।

২. যিশুর মিশন

সোমবার, ২৯ জুন

ক. যীশু তাঁর পার্থিব উদ্দেশ্যকে কীভাবে বর্ণনা করেছিলেন? লূক ৪:১৬-১৮।

[লূক ৪:১৮ থেকে উদ্ধৃত।] এটাই ছিল [যীশুর] কাজ। তিনি ঘুরে ঘুরে মঙ্গল করতেন এবং শয়তান দ্বারা নির্যাতিত সকলকে সুস্থ করতেন। এমন অনেক গ্রাম ছিল যেখানে কোনো ঘরে অসুস্থতার কোনো আর্তনাদও ছিল না, কারণ তিনি

তাদের মধ্য দিয়ে গমন করেছিলেন এবং তাদের সকল অসুস্থকে সুস্থ করেছিলেন। তাঁর কাজ তাঁর ঐশ্বরিক অভিষেকের প্রমাণ দিত। তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজে প্রেম, করুণা এবং সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছিল; মানব সন্তানদের প্রতি তাঁর হৃদয় কোমল সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। তিনি মানুষের প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন, যেন তিনি মানুষের অভাব পূরণ করতে পারেন। সবচেয়ে দরিদ্র এবং দীনহীন ব্যক্তিরাও তাঁর কাছে আসতে ভয় পেত না। এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা তাঁর কোলে চড়তে এবং প্রেমে দয়ালু, চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসত। ----*Steps to Christ,*পৃষ্ঠা ১১, ১২।

যিশু প্রত্যেক আত্মার মধ্যে এমন একজনকে দেখতেন, যাকে তাঁর রাজ্যে আহ্বান জানাতে হবে। তিনি মানুষের মঙ্গলকামী হিসেবে তাদের মাঝে গিয়ে তাদের হৃদয়ে পৌঁছাতেন। তিনি প্রকাশ্য রাস্তায়, ব্যক্তিগত বাড়িতে, নৌকায়, উপাসনালয়ে, হ্রদের তীরে এবং বিবাহ ভোজসভায় তাদের সন্ধান করতেন। তিনি তাদের দৈনন্দিন পেশাগত কাজে তাদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের জাগতিক বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর শিক্ষাকে পরিবারে নিয়ে যেতেন, পরিবারগুলোকে তাদের নিজেদের বাড়িতে তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতির প্রভাবে নিয়ে আসতেন। তাঁর গভীর ব্যক্তিগত সহানুভূতি হৃদয় জয় করতে সাহায্য করত। তিনি প্রায়শই নির্জন প্রার্থনার জন্য পাহাড়ে যেতেন, কিন্তু এটি ছিল কর্মময় জীবনে মানুষের মধ্যে তাঁর কাজের জন্য একটি প্রস্তুতি। এই সময়গুলো থেকে তিনি অসুস্থদের সাহায্য করতে, অজ্ঞদের শিক্ষা দিতে এবং শয়তানের বন্দীদের শৃঙ্খল ভাঙতে বেরিয়ে আসতেন। ----*The Desire of Ages,*পৃ. ১৫১।

খ. প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, অন্যায়ের তিরস্কার করার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ততার একটি উদাহরণ কী? যোহন ৯:৩৯-৪১; মথি ২১:১২, ১৩।

যীশু সত্যের একটি কথাও গোপন করেননি, বরং তিনি তা সর্বদা ভালোবাসার সাথে উচ্চারণ করতেন। মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা এবং চিন্তাশীল, সদয় মনোযোগ প্রদর্শন করতেন। তিনি কখনও অভদ্র ছিলেন না, কখনও অকারণে কঠোর কথা বলেননি, কখনও কোনো সংবেদনশীল

আত্মাকে অহেতুক কষ্ট দেননি। তিনি মানুষের দুর্বলতার নিন্দা করেননি। তিনি সত্য বলতেন, কিন্তু সর্বদা ভালোবাসার সাথে। তিনি ভণ্ডামি, অবিশ্বাস এবং অধর্মের নিন্দা করতেন; কিন্তু তাঁর কঠোর তিরস্কার করার সময় তাঁর কণ্ঠে অশ্রু থাকত। ... তাঁর চোখে প্রতিটি আত্মাই মূল্যবান ছিল। যদিও তিনি সর্বদা নিজেকে ঐশ্বরিক মর্যাদায় উপস্থাপন করতেন, তবুও তিনি ঈশ্বরের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধায় নত হতেন। সকল মানুষের মধ্যে তিনি পতিত আত্মাদের দেখতেন, যাদের উদ্ধার করাই ছিল তাঁর ব্রত।---- *Steps to Christ*,পৃ. ১২।

৩. আত্মত্যাগের জীবন

মঙ্গলবার, ৩০ জুন

ক. আমাদের ত্রাণকর্তা তাঁর জীবনকালে কোন গুরুভার বহন করেছিলেন? যিশাইয় ৫৩:৫-৭; লূক ২:৪৮, ৪৯।

মানুষের পরিত্রাণের গুরুদায়িত্বের ভয়াবহ বোঝা যীশু বহন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, মানবজাতির নীতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি কোনো সুনিশ্চিত পরিবর্তন না আসে, তবে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই ছিল তাঁর আত্মার বোঝা, এবং তাঁর উপর যে ভার ছিল, তা কেউই উপলব্ধি করতে পারত না। শৈশব, যৌবন ও পূর্ণবয়সে তিনি একাকী পথ চলেছেন। তবুও তাঁর সান্নিধ্যে থাকাটাই ছিল স্বর্গীয়। দিন দিন তিনি পরীক্ষা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছেন; দিন দিন তিনি মন্দের সংস্পর্শে এসেছেন এবং যাদের তিনি আশীর্বাদ করত? ও রক্ষা করতে চাইছিলেন, তাদের উপর এর শক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবুও তিনি ব্যর্থ হননি বা হতাশ হননি।

সকল বিষয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের ইচ্ছাকে কঠোরভাবে স্থগিত রেখেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের সবকিছুকে পিতার ইচ্ছার অধীন করে নিজের জীবনকে মহিমান্বিত করেছিলেন। যৌবনে, রাব্বিদের বিদ্যালয়ে তাঁকে দেখে তাঁর মা বলেছিলেন, 'বৎস, তুমি আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলে?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—এবং তাঁর এই উত্তরই তাঁর জীবনকর্মের মূল সুর—'তোমরা আমাকে কেন খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে আমাকে আমার পিতার কাজ করতে হবে?'

তাঁর জীবন ছিল নিরন্তর আত্মত্যাগের। এই পৃথিবীতে তাঁর কোনো ঘর ছিল না, কেবল পথিক হিসেবে বন্ধুদের দয়ায় তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন আমাদের হয়ে দরিদ্রতমদের জীবন যাপন করতে, এবং অভাবী ও দুঃখী মানুষদের মাঝে বিচরণ করতে ও কাজ করতে। স্বীকৃতি ও সম্মান ছাড়াই, তিনি সেইসব মানুষের মাঝে অবাধে আসা-যাওয়া করতেন, যাদের জন্য তিনি এত কিছু করেছিলেন। ----*Gospel Workers*, পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩।

খ. ঈশ্বরের অঢেল প্রেমের বহিঃপ্রকাশ আমাদের স্বর্গীয় পিতা সম্বন্ধে কী শিক্ষা দেয়? যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:৯, ১০।

এই মহান আত্মত্যাগ পিতার হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য করা হয়নি, কিংবা তাঁকে পরিত্রাণ করতে ইচ্ছুক করার জন্যও নয়। না, না! 'ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন।' যোহন ৩:১৬। পিতা আমাদের ভালোবাসেন, এই মহান প্রায়শ্চিত্তের জন্য নয়, বরং তিনি এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিলেন কারণ তিনি আমাদের ভালোবাসেন। খ্রীষ্ট ছিলেন সেই মাধ্যম যার দ্বারা তিনি এক পতিত জগতের উপর তাঁর অসীম ভালোবাসা বর্ষণ করতে পারতেন। 'ঈশ্বর খ্রীষ্টে ছিলেন, জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন।' ২ করিন্থীয় ৫:১৯। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সঙ্গে দুঃখভোগ করেছিলেন। গেৎশিমানির যন্ত্রণায়, কালভারির মৃত্যুতে, অসীম ভালোবাসার হৃদয় আমাদের মুক্তির মূল্য পরিশোধ করেছে। *খ্রিস্টের পথে পদক্ষেপ,* পৃষ্ঠা ১৩।

৪. আমাদের বিকল্প এবং জামিনদার

বুধবার, ১ জুলাই

ক. আমাদের আত্মার পরিত্রাণের ভিত্তি কী? ১ করিন্থীয় ১:৩০; প্রেরিত ১৬:৩১।

যা হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে উদ্ধার করার জন্য খ্রীষ্টের কী গভীর আত্মিক ক্ষুধা ও আকুতি ছিল! ক্রুশের উপর বিদ্ধ দেহ তাঁর দেবত্বকে, তাঁর সেই ঈশ্বরীয়

শক্তিকে খর্ব করেনি, যা দিয়ে তিনি মানবীয় বলিদানের মাধ্যমে তাদের সকলকে রক্ষা করেন যারা তাঁর ধার্মিকতা গ্রহণ করবে। ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে, তিনি পাপীর ব্যক্তি থেকে দোষের ভার তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তিদাতারূপে ঐশ্বরিক প্রতিনিধির উপর স্থানান্তরিত করেছিলেন। এক পাপী জগতের পাপসমূহ, যা রূপকভাবে 'গাঢ় লালের মতো' বলে চিত্রিত, সেই ঐশ্বরিক জামিনদারের উপর আরোপিত হয়েছিল। ----*This Day With God*, পৃষ্ঠা ২৩৬।

খ. আমাদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্ট এমন কী করেছেন যা কোনো মানবিক প্রচেষ্টা বা প্রজ্ঞার ঊর্ধ্বে? যোহন ১০:১৭; রোমীয় ৫:৬-৮।

'আমার পিতা তোমাদের এতটাই ভালোবাসেন যে, তোমাদের উদ্ধার করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করায় তিনি আমাকে আরও বেশি ভালোবাসেন। তোমাদের প্রতিনিধি ও জামিনদার হয়ে, নিজের জীবন সমর্পণ করে, তোমাদের দায় ও অপরাধ গ্রহণ করে আমি আমার পিতার কাছে প্রিয়পাত্র হয়েছি; কারণ আমার বলিদানের দ্বারা ঈশ্বর একদিকে যেমন ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন, তেমনই যিনি যীশুতে বিশ্বাস করেন, তাঁকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে পারেন।

ঈশ্বরের পুত্র ছাড়া আর কেউই আমাদের মুক্তি সম্পন্ন করতে পারতেন না; কারণ একমাত্র তিনিই, যিনি পিতার ক্রোড়ে ছিলেন, তাঁকে প্রকাশ করতে পারতেন। একমাত্র তিনিই, যিনি ঈশ্বরের প্রেমের উচ্চতা ও গভীরতা জানতেন, তা প্রকাশ করতে পারতেন। পতিত মানুষের পক্ষে খ্রীষ্টের করা অসীম আত্মত্যাগ ছাড়া আর কিছুই হারানো মানবজাতির কাছে পিতার প্রেমকে প্রকাশ করতে পারত না।---- *Steps to Christ*,পৃষ্ঠা ১৪।

গ. ঈশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট আমাদের মধ্যস্থতাকারীর বিষয়ে যোহন কী সাক্ষ্য দিতে পারেন? ১ যোহন ১:১-৩।

এমন লোক খুব কমই আছেন যারা পাপের গুরুতর স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘনের ফলে যে ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়েছে তা অনুধাবন করেন। পাপীকে ঈশ্বরের নৈতিক প্রতিমূর্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিত্রাণের

বিস্ময়কর পরিকল্পনা পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় ঈশ্বরের পুত্রের আত্মত্যাগ এবং অতুলনীয় বিনয় ও ভালোবাসার দ্বারা সাধিত হয়েছিল। একমাত্র তাঁরই ঈশ্বর ও মানুষের মহান শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্ত□ ছিল, এবং আমাদের প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে, যারা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে আঁকড়ে ধরে, তিনি তাদেরকে তাঁর নামে এবং তাঁর যোগ্যতার মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছেন। ----*Christian Education* পৃ. ১১২।

৫. যিশু মূল্য পরিশোধ করেছেন

বৃহস্পতি, ২ জুলাই

ক. আমাদের মুক্তির মূল্য পরিশোধ করার জন্য খ্রীষ্ট কিসের ভিত্তিতে যোগ্য হয়েছিলেন? ১ পিতর ১:১৮, ১৯; ইব্রীয় ৫:৮, ৯।

আমাদের পরিত্রাণের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে তাঁর পুত্রকে দান করার মাধ্যমে আমাদের স্বর্গীয় পিতার যে অসীম আত্মত্যাগ, তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা কী হতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের এক উন্নত ধারণা দেওয়া উচিত। অনুপ্রাণিত প্রেরিত যোহন যখন বিনষ্টপ্রায় মানবজাতির প্রতি পিতার প্রেমের উচ্চতা, গভীরতা ও প্রশস্ততা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি আরাধনা ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হলেন; এবং এই প্রেমের মহত্ব ও কোমলতা প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না পেয়ে, তিনি জগৎকে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আহ্বান জানালেন। ... এটি মানুষের উপর কী এক মূল্য স্থাপন করে! পাপের মাধ্যমে মনুষ্যসন্তানরা শয়তানের প্রজা হয়। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আদমের সন্তানরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে। মানব প্রকৃতি গ্রহণ করে, খ্রীষ্ট মানবতাকে উন্নত করেন। পতিত মানুষদের এমন এক স্থানে স্থাপন করা হয়, যেখানে খ্রীষ্টের সাথে সংযোগের মাধ্যমে তারা প্রকৃতপক্ষে 'ঈশ্বরের সন্তান' নামের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১৫।

খ. ঈশ্বরের প্রেমের বিশালতা প্রকাশ করার জন্য প্রেরিত যোহন কোন কথাগুলো ব্যবহার করেছিলেন? ১ যোহন ৩:১, ২।

এমন ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই। হে স্বর্গীয় রাজার সন্তানগণ! এ এক অমূল্য প্রতিশ্রুতি! গভীরতম ধ্যানের বিষয়! যে জগৎ তাঁকে ভালোবাসেনি, সেই জগতের প্রতি ঈশ্বরের অতুলনীয় ভালোবাসা! এই চিন্তা আত্মার উপর এক বশীভূত করার ক্ষমতা রাখে এবং মনকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে বন্দী করে ফেলে। আমরা ক্রুশের আলোকে ঈশ্বরের চরিত্র যত বেশি অধ্যয়ন করি, ততই ন্যায় ও সুবিচারের সাথে মিশ্রিত করুণা, কোমলতা এবং ক্ষমা দেখতে পাই, এবং ততই আমরা এক অসীম ভালোবাসার অগণিত প্রমাণ এবং এক কোমল সহানুভূতি উপলব্ধি করি যা তার বিপথগামী সন্তানের জন্য মায়ের আকুল সহানুভূতিকেও ছাড়িয়ে যায়। তদনুসারে।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ৩ জুলাই

১. ঈশ্বরের চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু কীভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন?
৩. খ্রিস্টের উদ্দেশ্য কীভাবে তাঁর সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করেছিল?
৪. আমাদের প্রতিনিধি হয়ে যিশু কী শিক্ষা দেন?
৫. আমাদের পক্ষে খ্রিষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি বর্ণনা করুন।

বিশ্রামবার, ১১ জুলাই, ২০২৬ **পাঠ ২**

পাপীর জন্য খ্রীষ্টের প্রয়োজন

মুখস্ত পদ:যীশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, যদি কেউ নতুন করে জন্মগ্রহণ না করে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না" (যোহন ৩:৩)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,* অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭-২২।

আমাদের পতিত মানবজাতির পরিত্রাণের একমাত্র আশা খ্রীষ্টের মধ্যেই নিহিত। ---- *The Desire of Ages,* পৃষ্ঠা ১৪৭।

১. মানুষের আদিম অবস্থা

রবিবার, ৫ জুলাই

ক. এদেনে মানুষের আদি অবস্থা বর্ণনা করুন। আদিপুস্তক ১:২৬, ২৭, ৩১; গীতসংহিতা ৮:৪-৬।

আদিতে মানুষকে মহৎ শক্তি ও সুষম মন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে তার সত্তায় নিখুঁত এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ১৭।

মানুষকে বাহ্যিক রূপ ও চরিত্রে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ধারণ করার কথা ছিল। একমাত্র খ্রীষ্টই পিতার 'প্রকাশ্য প্রতিমূর্তি' (ইব্রীয় ১:৩); কিন্তু মানুষকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গঠন করা হয়েছিল। তার স্বভাব ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তার মন ঐশ্বরিক বিষয়সমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম ছিল। তার অনুভূতিগুলো ছিল নির্মল; তার ক্ষুধা ও আবেগগুলো যুক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ধারণ করে এবং তাঁর ইচ্ছার নিখুঁত বাধ্যতায় সে ছিল পবিত্র ও সুখী। *Patriarchs and Prophets,,* পৃ. ৪৫।

খ. মানুষ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য শয়তান কীভাবে কাজ করেছিল? আদিপুস্তক ৩:১-৭; রোমীয় ৬:১৬; ১ যোহন ২:১৬।

অবাধ্যতার মাধ্যমে মানুষের শক্তি বিপথগামী হয়েছিল এবং ভালোবাসার জায়গায় স্বার্থপরতা স্থান করে নিয়েছিল। পাপকর্মের ফলে তার স্বভাব এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, নিজের শক্তিতে তার পক্ষে অশুভ শক্তির প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল। সে শয়তানের হাতে বন্দী হয়েছিল এবং ঈশ্বর বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ না করলে সে চিরকালের জন্যই বন্দী থাকত। প্রলোভনকারীর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়া এবং পৃথিবীকে দুঃখ ও ধ্বংসলীলায় পূর্ণ করা। আর সে এই সমস্ত মন্দকে মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাজের ফল হিসেবে তুলে ধরত। *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ১৭।

২. ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে পলায়ন সোমবার, ৬ জুলাই

ক. তাদের পাপের পর, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনে আদম ও হবা কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন? আদিপুস্তক ৩:৮-১০।

খ. পাপী মানুষেরা কেন অসীম সত্তার সামনে দাঁড়াতে পারে না? যাত্রাপুস্তক ৩৩:২০; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৩, ২৪।

পাপহীন অবস্থায় মানুষ তাঁর সঙ্গে আনন্দময় সাহচর্য লাভ করত, 'যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার গুপ্ত আছে।' কলসীয় ২:৩। কিন্তু পাপ করার পর, সে আর পবিত্রতায় আনন্দ খুঁজে পেত না, এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইত। নবায়িত না হওয়া হৃদয়ের অবস্থা এখনও এমনই। এটি ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং তাঁর সঙ্গে সাহচর্যে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। পাপী ব্যক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সুখী হতে পারত না; সে পবিত্র সত্তাদের সঙ্গ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিত। যদি তাকে স্বর্গে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়াও হতো, তবে সেখানে তার জন্য কোনো আনন্দ থাকত না। সেখানে যে নিঃস্বার্থ প্রেমের আত্মা রাজত্ব করে—যেখানে প্রতিটি হৃদয় অসীম প্রেমের হৃদয়ের প্রতি সাড়া দেয়—তা তার আত্মার কোনো প্রতিধ্বনিময় তারে আঘাত করত না। তার চিন্তা, তার আগ্রহ, তার উদ্দেশ্য—সেগুলো সেখানকার পাপহীন বাসিন্দাদের চালিকাশক্তির থেকে ভিন্ন হতো। সে স্বর্গের সুরের মধ্যে একটি বেসুরো স্বর হয়ে থাকত। স্বর্গ তার কাছে একটি যন্ত্রণার স্থান হতো; সে তাঁর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইত, যিনি এর আলো। এর আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। ঈশ্বরের কোনো খেয়ালখুশির বিধান নয় যে তিনি দুষ্টদের স্বর্গ থেকে বাদ দেন; বরং স্বর্গের সঙ্গ লাভের জন্য তাদের নিজেদের অযোগ্যতার কারণেই তারা বহিষ্কৃত হয়। ঈশ্বরের মহিমা তাদের জন্য এক গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ হবে।"— *Steps to Christ*,পৃষ্ঠা ১৭, ১৮।

গ. কেন মানুষের পক্ষে নিজে থেকে পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব? ইয়োব ১৪:৪; রোমীয় ৮:৭, ৮; যিশাইয় ৬৪:৬।

পাপের যে গহ্বরে আমরা নিমজ্জিত, সেখান থেকে আমাদের নিজেদের পক্ষে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। আমাদের হৃদয় মন্দ, এবং আমরা তা পরিবর্তন করতে পারি না। 'অশুচি থেকে শুচিকে কে বের করে আনতে পারে? কেউই না।' ইয়োব ১৪:৪। ... শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন, মানুষের প্রচেষ্টা—এসবের নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, কিন্তু এখানে সেগুলো শক্তিহীন। এগুলো হয়তো আচরণের বাহ্যিক শুদ্ধতা আনতে পারে, কিন্তু হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারে না; জীবনের উৎসকে শুদ্ধ করতে পারে না। পাপ থেকে পবিত্রতায় পরিবর্তিত হওয়ার আগে মানুষের অন্তর থেকে একটি শক্তির কাজ করা আবশ্যক, উপর থেকে একটি নতুন জীবন আসা প্রয়োজন। সেই শক্তি হলেন খ্রীষ্ট। একমাত্র তাঁর অনুগ্রহই আত্মার নিষ্প্রাণ শক্তিকে সজীব করতে পারে এবং তাকে ঈশ্বরের দিকে, পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করতে পারে।— Ibid পৃ. ১৮।

৩. একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা

মঙ্গলবার, ৭ জুলাই

ক. মানব হৃদয় সম্বন্ধে আমাদের কী উপলব্ধি করা উচিত? গীতসংহিতা ১৪:১-৩; রোমীয় ৩:৯-১১।

ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে, 'সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে' (রোমীয় ৩:২৩)। 'এমন কেউ নেই যে সৎকর্ম করে, একজনও না' (রোমীয় ৩:১২)। অনেকে তাদের হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে প্রতারিত। তারা উপলব্ধি করে না যে, জাগতিক হৃদয় সবকিছুর চেয়েও বেশি প্রতারক এবং অত্যন্ত দুষ্ট। তারা নিজেদের ধার্মিকতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করে রাখে এবং নিজেদের মানবিক চারিত্রিক মানদণ্ডে পৌঁছাতে পেরে সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যখন তারা ঐশ্বরিক মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারে না, তখন তারা কত মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়, এবং তারা নিজেরা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। *Selected Messages*, দেখুন ১, পৃ. ৩২০।

খ. মানুষ হিসেবে আমরা কেন আত্মিক জগৎ উপলব্ধি করতে এবং ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারি না? ১ করিন্থীয় ২:১৪; ২ করিন্থীয় ৪:৪।

ত্রাণকর্তা বলেছেন, 'যদি মানুষ উপর থেকে জন্মগ্রহণ না করে,' যদি না সে এক নতুন হৃদয়, নতুন আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা লাভ করে, যা এক নতুন জীবনের দিকে পরিচালিত করে, 'তবে সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না।' যোহন ৩:৩, পার্শ্বটীকা। এই ধারণা যে, মানুষের মধ্যে স্বভাবগতভাবে বিদ্যমান ভালো গুণগুলোকে কেবল বিকশিত করাই প্রয়োজন, তা এক মারাত্মক ভ্রান্তি। 'জাগতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়সমূহ গ্রহণ করে না; কারণ সেগুলি তার কাছে মূর্খতা; এবং সে সেগুলি জানতে পারে না, কারণ সেগুলি আত্মিকভাবে নিরূপণ করা হয়।' 'আমি যে তোমাকে বলেছি, তোমাদের অবশ্যই নতুন জন্ম লাভ করতে হবে, তাতে আশ্চর্য হয়ো না।' ১ করিন্থীয় ২:১৪; ৩:৭। খ্রীষ্টের বিষয়ে লেখা আছে, 'তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; এবং সেই জীবনই মানুষের আলো ছিল'—'স্বর্গের নীচে মানুষের মধ্যে প্রদত্ত একমাত্র নাম, যার দ্বারা আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণ পেতে হবে।' যোহন ১:৪; প্রেরিত ৪:১২। ----*Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১৮, ১৯।

গ. যদিও আমরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি না, তবে আমরা কী করতে পারি? মথি ১১:২৮-৩০; যোহন ৩:৩।

ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হবেন, 'জগতকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করার জন্য।' ২ করিন্থীয় ৫:১৯। মানুষ পাপের দ্বারা এতটাই অধঃপতিত হয়েছিল যে, যাঁর স্বভাব পবিত্রতা ও মঙ্গলময়তা, তাঁর সঙ্গে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট, মানুষকে ব্যবস্থার দণ্ড থেকে মুক্ত করার পর, মানুষের প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ঐশ্বরিক শক্তি দান করতে পারতেন। এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা আদমের পতিত সন্তানরা পুনরায় 'ঈশ্বরের সন্তান' হতে পারত। ১ যোহন ৩:২।---- *Patriarchs and Prophets*, পৃ. ৬৪।

৪. পাপীর মিনতি

বুধবার, ৮ জুলাই

ক. ঈশ্বরের সামনে পাপী হিসেবে নিজের অবস্থা সম্পর্কে যখন প্রেরিত পৌল পুরোপুরি জানতে পারলেন, তখন তাঁর সমস্যাটা কী ছিল? রোমীয় ৭:১২, ১৪, ২৪।

ঈশ্বরের প্রেমময় করুণা উপলব্ধি করা, তাঁর চরিত্রের পরোপকারিতা ও পিতৃতুল্য স্নেহ দেখাই যথেষ্ট নয়। তাঁর ব্যবস্থার প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা অনুধাবন করা, বা তা যে প্রেমের শাশ্বত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা দেখাই যথেষ্ট নয়। প্রেরিত পৌল এই সবই দেখেছিলেন যখন তিনি উচ্চস্বরে বলেছিলেন, 'আমি ব্যবস্থার উত্তম বিষয়ে সম্মতি দিই।' 'ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আদেশ পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম।' কিন্তু তিনি তাঁর আত্মার তীব্র যন্ত্রণা ও হতাশায় যোগ করেছিলেন, 'আমি দৈহিক, পাপের অধীনে বিক্রীত।' রোমীয় ৭:১৬, ১২, ১৪। তিনি সেই পবিত্রতা ও ধার্মিকতার জন্য আকুল ছিলেন, যা অর্জন করা তাঁর নিজের পক্ষে শক্তিহীন ছিল, এবং আর্তনাদ করে বলেছিলেন, 'হায়, আমি কী হতভাগ্য মানুষ! কে আমাকে এই মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার করবে?' রোমীয় ৭:২৪, পার্শ্বটীকা। এই রকম আর্তনাদই সকল দেশে ও সকল যুগে ভারাক্রান্ত হৃদয় থেকে উঠেছে। সকলের জন্য একটিই উত্তর আছে, 'দেখো।' ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ হরণ করেন।' যোহন ১:২৯।"— *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১৯।

এমন অনেকেই আছেন যারা নিজেদের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেই আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন যা তাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করবে; তারা তা লাভ করার জন্য বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ... ত্রাণকর্তা তাঁর রক্তের বিনিময়ে কেনা বস্তুর উপর ঝুঁকে পড়ে অবর্ণনীয় কোমলতা ও করুণার সঙ্গে বলছেন, 'তুমি কি সুস্থ হতে চাও? ----The Desire of Ages, পৃষ্ঠা ২০৩।

খ. যখন যাকোব তার ভাই এষৌর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর কীভাবে তাকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি পরিত্যক্ত নন? আদিপুস্তক ২৮:১০-১৩।

যাকোব নিজেকে সমাজচ্যুত বলে মনে করলেন এবং তিনি জানতেন যে তাঁর নিজের ভুল পথের কারণেই এই সমস্ত দুর্দশা তাঁর উপর নেমে এসেছে। হতাশার অন্ধকার তাঁর আত্মাকে চেপে ধরেছিল, এবং তিনি প্রার্থনা করার সাহসও

পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তিনি এতটাই নিঃসঙ্গ ছিলেন যে, ঈশ্বরের কাছে সুরক্ষার এমন প্রয়োজন তিনি আগে কখনও অনুভব করেননি। কাঁদতে কাঁদতে ও গভীর বিনয়ের সাথে তিনি তাঁর পাপ স্বীকার করলেন এবং এই মর্মে কিছু প্রমাণের জন্য মিনতি করলেন যে, তাঁকে যে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়নি। তবুও তাঁর ভারাক্রান্ত হৃদয় কোনো স্বস্তি পেল না। তিনি নিজের উপর থেকে সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাঁর ভয় হচ্ছিল যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরই তাঁকে ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু ঈশ্বর যাকোবকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁর করুণা তখনও তাঁর বিপথগামী ও অবিশ্বাসী দাসের প্রতি প্রসারিত ছিল। প্রভু দয়াপূর্বক প্রকাশ করলেন ঠিক যা যাকোবের প্রয়োজন ছিল—একজন ত্রাণকর্তা। তিনি পাপ করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুনরায় ফিরে আসার একটি পথ প্রকাশিত হতে দেখে তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। ---- *Patriarchs and Prophets*, পৃ. ১৮৩।

৫. স্বর্গ ও পৃথিবীর সংযোগ

বৃহস্পতি, ৯ জুলাই

ক. মরুপ্রান্তরে যাকোব যে মইটি দেখেছিলেন, তা থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়? আদিপুস্তক ২৮:১৬, ১৭; যোহন ১:৫১।

সেই দর্শনে যাকোবের কাছে পরিত্রাণের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণভাবে নয়, বরং সেই অংশগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছিল যা সেই সময়ে তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। স্বপ্নে তাঁর কাছে প্রকাশিত সেই রহস্যময় মইটি ছিল সেই একই মই, যার কথা খ্রীষ্ট নথানায়েলের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে উল্লেখ করেছিলেন। [যোহন ১:৫১ উদ্ধৃত]। ঈশ্বরের শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আদম ও হবার পাপ পৃথিবীকে স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারল না। তবুও জগৎকে একাকী হতাশায় ছেড়ে দেওয়া হয়নি। মইটি যীশুর প্রতীক, যিনি যোগাযোগের জন্য নিযুক্ত মাধ্যম। ----*Patriarchs and Prophets*, পৃ. ১৮৪।

খ. খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তা বর্ণনা করুন। রোমীয় ৩:২৩-২৬; ইব্রীয় ১:১৪।

ধর্মত্যাগের ফলে মানুষ নিজেকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল; পৃথিবী স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছিল, তার ফলে কোনো সংযোগ স্থাপন সম্ভব ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পৃথিবী আবার স্বর্গের সাথে যুক্ত হয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁর নিজের যোগ্যতার দ্বারা পাপের সৃষ্ট ব্যবধানটি পূরণ করেছেন, যাতে সেবাকারী স্বর্গদূতেরা মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। খ্রীষ্ট পতিত মানুষকে তার দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের মধ্যে অসীম শক্তির উৎসের সাথে সংযুক্ত করেন। . . .

ঈশ্বরের হৃদয় তাঁর পার্থিব সন্তানদের জন্য মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী এক ভালোবাসায় আকুল হয়। তাঁর পুত্রকে দান করার মাধ্যমে, তিনি এক উপহারে সমগ্র স্বর্গকে আমাদের কাছে ঢেলে দিয়েছেন। ত্রাণকর্তার জীবন, মৃত্যু ও মধ্যস্থতা, স্বর্গদূতদের পরিচর্যা, আত্মার মিনতি, সকলের উপরে ও সকলের মধ্য দিয়ে পিতার কার্যকারিতা, স্বর্গীয় সত্তাদের অবিরাম আগ্রহ—এই সবই মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিয়োজিত।— *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ২০, ২১।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১০ জুলাই

১. পতনের আগে ও পরে মানবজাতির অবস্থার মধ্যে তুলনা করুন।
২. পতনের পর মানুষ কী করেছিল এবং কেন?
৩. পাপ সমস্যার একমাত্র সমাধান কী ছিল?
৪. যাকোবকে স্বপ্নে দেওয়া চমৎকার প্রতীকটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।
৫. ঈশ্বর মানবজাতির সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যমগুলো বজায় রাখেন?

বিশ্রামবার, ১৮ই জুলাই, ২০২৬ **পাঠ ৩**

অনুশোচনা

স্মৃতি শ্লোক :অতএব তোমরা অনুতাপ কর ও মন পরিবর্তন কর, যেন প্রভুর সান্নিধ্য থেকে যখন সতেজতার সময় আসবে, তখন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয় (প্রেরিত ৩:১৯)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,*অধ্যায় ৩, পৃষ্ঠা ২৩-৩৫।

যারা পাপে প্ররোচিত হয়েছে, ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করবেন না, বরং যারা প্রকৃত অনুতাপের সাথে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। ----*Patriarchs and Prophets* পৃষ্ঠা ২০২, ২০৩।

১. পাপের জন্য দুঃখ

রবিবার, ১২ জুলাই

ক. যোহন বাপ্তিস্মদাতা প্রকৃত অনুতাপের কী প্রমাণ চেয়েছিলেন? লূক ৩:৭-১৪।

অনুতাপের মধ্যে পাপের জন্য দুঃখ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অন্তর্ভুক্ত। আমরা পাপের পাপময়তা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তা ত্যাগ করব না; যতক্ষণ না আমরা অন্তরে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, জীবনে কোনো প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না। ----*Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ২৩।

খ. প্রকৃত অনুতাপ, যা হৃদয় ও জীবনকে পরিবর্তন করে, সম্বন্ধে কী জানা উচিত? ২ করিন্থীয় ৭:৯, ১০।

পাপের জন্য প্রকৃত দুঃখ পবিত্র আত্মার কার্যের ফল। আত্মা সেই হৃদয়ের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যা ত্রাণকর্তাকে অবজ্ঞা ও দুঃখ দিয়েছে, এবং অনুতাপে আমাদের ক্রুশের পাদদেশে নিয়ে আসেন। প্রতিটি পাপের দ্বারা যিশু নতুন করে আহত হন; এবং যাঁকে আমরা বিদ্ধ করেছি, তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা সেই

পাপগুলোর জন্য শোক করি যা তাঁর উপর যন্ত্রণা এনেছে। এই ধরনের শোক পাপ ত্যাগের দিকে পরিচালিত করবে। *যুগের আকাঙ্ক্ষা,* পৃষ্ঠা ৩০০।

যখন হৃদয় ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে সাড়া দেয়, তখন বিবেক জাগ্রত হয় এবং পাপী ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার গভীরতা ও পবিত্রতার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে, যা স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁর শাসনের ভিত্তি। ----*Steps to Christ,* পৃ. ২৪।

২. আন্তরিক অনুশোচনা

সোমবার, ১৩ জুলাই

ক. নিজের অপরাধের ভার উপলব্ধি করে দায়ূদ কী মিনতি করেছিলেন? গীতসংহিতা ৫১:১-৪।

পতনের পর দাউদের প্রার্থনা পাপের জন্য প্রকৃত দুঃখের স্বরূপ তুলে ধরে। তাঁর অনুতাপ ছিল আন্তরিক ও গভীর। নিজের অপরাধ লাঘব করার কোনো চেষ্টা ছিল না; আসন্ন বিচার থেকে বাঁচার কোনো আকাঙ্ক্ষাও তাঁর প্রার্থনায় প্রেরণা জোগায়নি। দাউদ তাঁর অপরাধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিলেন; তিনি তাঁর আত্মার কলুষতা দেখেছিলেন; তিনি তাঁর পাপকে ঘৃণা করতেন। তিনি কেবল ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেননি, বরং হৃদয়ের পবিত্রতার জন্যও প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি পবিত্রতার আনন্দের জন্য আকুল ছিলেন—ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় সম্প্রীতি ও সাহচর্য ফিরে পাওয়ার জন্য।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ২৪, ২৫।

খ. দায়ূদের প্রকৃত অনুতাপ তাঁকে কীসের অন্বেষণে পরিচালিত করেছিল? গীতসংহিতা ৫১:১০-১৩।

'আমার অন্তরে একটি শুচি হৃদয় সৃষ্টি করুন।' এটি খ্রীষ্টীয় চরিত্রের একেবারে ভিত্তি থেকে সঠিক সূচনা; কারণ হৃদয় থেকেই জীবনের সমস্ত কিছু উৎসারিত হয়। যদি যাজক ও সাধারণ মানুষ সকলেই ঈশ্বরের প্রতি তাদের হৃদয়কে সঠিক পথে রাখার ব্যাপারে যত্নবান হতেন, তবে আমরা তাদের শ্রম থেকে আরও অনেক বড় ফল দেখতে পেতাম। আপনার কাজ যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ হবে, আপনার শুচি হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তাও তত বেশি হবে। প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ

প্রদান করা হয়, এবং এই দিকে আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টার সাথে পবিত্র আত্মার শক্তি কাজ করবে। যদি ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তান আন্তরিকভাবে ও অধ্যবসায়ের সাথে তাঁকে অন্বেষণ করত, তবে অনুগ্রহে আরও বেশি বৃদ্ধি ঘটত। মতবিরোধ দূর হয়ে যেত; বিশ্বাসীরা এক হৃদয় ও এক মনের অধিকারী হতো; মণ্ডলীগুলোতে পবিত্রতা ও প্রেম বিরাজ করত। দর্শন করার মাধ্যমে আমরা পরিবর্তিত হই। আপনি খ্রীষ্টের চরিত্র নিয়ে যত বেশি ধ্যান করবেন, তত বেশি তাঁর প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবেন। আপনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই যীশুর কাছে আসুন, এবং তিনি আপনাকে গ্রহণ করবেন, এবং আপনার মুখে একটি নতুন গান দেবেন, যা হবে ঈশ্বরের প্রশংসা। ---- *Gospel Workers* (১৮৯২), পৃষ্ঠা ৪৫১, ৪৫২।

গ. অনুতাপ এবং খ্রীষ্টের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে বাইবেল কী শিক্ষা দেয়? রোমীয় ২:৪; প্রেরিত ৩:১৯; ৫:৩১।

খ্রীষ্টের আত্মা বিবেককে জাগিয়ে না তুললে আমরা যেমন অনুতাপ করতে পারি না, তেমনি খ্রীষ্টকে ছাড়া আমাদের ক্ষমা লাভ করাও সম্ভব নয়।

খ্রীষ্টই প্রতিটি সঠিক প্রেরণার উৎস। একমাত্র তিনিই হৃদয়ে পাপের বিরুদ্ধে শত্রুতা স্থাপন করতে পারেন। সত্য ও পবিত্রতার প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা, আমাদের নিজেদের পাপময়তার প্রতিটি উপলব্ধি, এই সবই প্রমাণ করে যে তাঁর আত্মা আমাদের হৃদয়ে ক্রিয়াশীল রয়েছে। *Steps to Christ*, পৃ . ২৬।

৩. মিথ্যা অনুশোচনা

মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই

ক. যখন এষৌ, ফরৌণ ও যিহূদা তাদের পাপের পরিণাম উপলব্ধি করলেন, তখন তাদের অনুতাপের স্বরূপ কী ছিল? ইব্রীয় ১২:১৬, ১৭; যাত্রাপুস্তক ১২:৩০-৩২; ১৪:৩-৫; মথি ২৭:৩-৫।

বহু লোক তাদের পাপের জন্য দুঃখ করে এবং বাহ্যিকভাবে নিজেদের শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে, কারণ তারা ভয় পায় যে তাদের এই অন্যায় তাদের উপর কষ্ট ডেকে আনবে। কিন্তু বাইবেলের অর্থে এটা অনুতাপ নয়। তারা পাপের জন্য নয়, বরং কষ্টের জন্য বিলাপ করে। এষৌর দুঃখও এমনই ছিল, যখন সে দেখল

যে তার জন্মগত অধিকার চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। ... যিহূদা ইষ্করিয়ত তার প্রভুকে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর চিৎকার করে বলল, 'আমি পাপ করেছি, কারণ আমি নিষ্পাপ রক্তকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।' মথি ২৭:৪।

এক ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞার অনুভূতি এবং বিচারের এক ভীতিপ্রদ প্রতীক্ষা তার অপরাধী আত্মা থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ে বাধ্য করেছিল। এর ফলে তার যে পরিণতি হওয়ার ছিল, তা তাকে আতঙ্কে পূর্ণ করেছিল, কিন্তু তার অন্তরে এই গভীর, হৃদয়বিদারক দুঃখ ছিল না যে, সে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অস্বীকার করেছে। ফেরাউন, ঈশ্বরের বিচারের অধীনে কষ্টভোগ করার সময়, আরও শাস্তি এড়ানোর জন্য তার পাপ স্বীকার করেছিল, কিন্তু মহামারীগুলো থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই সে স্বর্গের অবাধ্যতায় ফিরে গিয়েছিল। এরা সকলেই পাপের পরিণতির জন্য বিলাপ করেছিল, কিন্তু পাপটির জন্য দুঃখ করেনি। ----- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ২৩, ২৪।

ঈশ্বর ফেরাউনকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সম্রাট একগুঁয়েভাবে সেই আলোকে অগ্রাহ্য করলেন। অসীম শক্তির প্রতিটি প্রকাশ যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা তাঁর বিদ্রোহকে আরও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ করে তুলেছিল। প্রথম অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা এখন তার ফসল ফলিয়েছিল। ----*Patriarchs and Prophets,* পৃ. ২৬৮।

খ. যখন কোনো পাপী অনুতাপ করে না এবং ভবিষ্যতের কোনো সময়ের জন্য তার অনুতাপ বিলম্বিত করে, তখন কী ঘটে? যোহন ১২:৩৫, ৩৬; ইব্রীয় ৩:১২-১৫।

সেইসব নামধারী খ্রিষ্টান যারা সেই শেষ ভয়ংকর সংঘাতের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে উপস্থিত হয়, তারা হতাশায় জ্বলন্ত যন্ত্রণার কথায় নিজেদের পাপ স্বীকার করবে, আর দুষ্টরা তাদের দুর্দশায় উল্লাস করবে। এই স্বীকারোক্তিগুলো এষৌ বা যিহূদার স্বীকারোক্তির মতোই। যারা এই স্বীকারোক্তি করে, তারা বিলাপ করে...ফলাফল তারা পাপ স্বীকার করে, কিন্তু তার অপরাধ স্বীকার করে না। তাদের মধ্যে কোনো প্রকৃত অনুশোচনা নেই, মন্দের প্রতি কোনো ঘৃণা নেই। তারা শাস্তির

ভয়ে নিজেদের পাপ স্বীকার করে; কিন্তু প্রাচীনকালের ফেরাউনের মতো, যদি বিচারগুলো তুলে নেওয়া হয়, তবে তারা স্বর্গের অবাধ্যতায় ফিরে যাবে। ---- *The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৬২০, ৬২১। [লেখকের ইটালিক।]

৪. ফরীশী এবং কর আদায়কারী

বুধবার, ১৫ জুলাই

ক. খ্রিস্টের কাহিনীতে ফরীশী ও কর আদায়কারীর মধ্যে পার্থক্য কী? লূক ১৮:১০-১৩।

ফরীশী ও কর আদায়কারীর দৃষ্টান্তমূলক গল্পে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে আমি অন্য সকল মানুষের মতো নই'—এই আত্মনির্ভরশীল প্রার্থনাটি, অনুতপ্ত ব্যক্তির 'আমার মতো পাপীর প্রতি দয়া করো'—এই মিনতির বিপরীতে এক সুস্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল। লূক ১৮:১১, ১৩, আর. ভি., পার্শ্বটীকা। এইভাবে খ্রীষ্ট যিহূদীদের ভণ্ডামিকে তিরস্কার করেছিলেন। — *The Desire of Ages*, পৃষ্ঠা ৪৯৫।

খ. কর আদায়কারীর প্রার্থনার ফল সম্বন্ধে যীশু কী বলেছিলেন? লূক ১৮:১৪।

সেই দরিদ্র কর আদায়কারী, যিনি প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে ঈশ্বর, আমার মতো পাপীর প্রতি দয়া করুন' (লূক ১৮:১৩), নিজেকে একজন অত্যন্ত দুষ্ট লোক বলে মনে করতেন এবং অন্যরাও তাঁকে সেই দৃষ্টিতে দেখত; কিন্তু তিনি তাঁর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং নিজের অপরাধবোধ ও লজ্জার বোঝা নিয়ে ঈশ্বরের সামনে এসে তাঁর করুণা প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরের আত্মা যেন তাঁর অনুগ্রহের কাজ করতে পারেন এবং তাঁকে পাপের শক্তি থেকে মুক্ত করতে পারেন, সেজন্য তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত ছিল। ফরীশীর দম্ভপূর্ণ ও আত্মধার্মিক প্রার্থনা এটাই দেখিয়েছিল যে, পবিত্র আত্মার প্রভাবের বিরুদ্ধে তার হৃদয় বন্ধ ছিল। ঈশ্বর থেকে তার দূরত্বের কারণে, ঐশ্বরিক পবিত্রতার পূর্ণতার বিপরীতে, তার নিজের কলুষতা সম্পর্কে কোনো বোধ ছিল না। তিনি কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং কিছুই পাননি। ----*Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৩০, ৩১।

গ. এই গল্পটি বলার মাধ্যমে যিশু কোন ধ্বংসাত্মক মনোভাব সংশোধন করতে চাইছিলেন? লূক ১৮:৯; ২ করিন্থীয় ১০:১২; হিতোপদেশ ১৬:১৮।

ফরীশীর ধর্ম আত্মাকে স্পর্শ করে না। সে ঈশ্বরের মতো চরিত্র বা প্রেম ও করুণায় পূর্ণ হৃদয়ের সন্ধান করে না। সে এমন এক ধর্মেই সন্তুষ্ট থাকে, যার সম্পর্ক কেবল বাহ্যিক জীবনের সাথে। তার ধার্মিকতা তার নিজের—তার নিজের কাজের ফল—এবং তা মানবিক মানদণ্ডে বিচার করা হয়।

যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক বলে বিশ্বাস করে, সে অন্যদের তুচ্ছ করবে। ফরীশী যেমন অন্যের মাপকাঠিতে নিজেকে বিচার করে, তেমনি সে নিজেকে দিয়েই অন্যের বিচার করে। সে অন্যদের ধার্মিকতা দিয়ে নিজের ধার্মিকতা পরিমাপ করে, এবং তারা যত খারাপ হয়, তুলনামূলকভাবে তাকে তত বেশি ধার্মিক বলে মনে হয়। তার এই আত্ম-ধার্মিকতা তাকে দোষারোপ করতে প্ররোচিত করে। সে 'অন্যদের' ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘনকারী হিসেবে নিন্দা করে। এইভাবে সে শয়তানের সেই আত্মাকেই প্রকাশ করে, যে ভাইদের দোষারোপকারী। এই আত্মা নিয়ে তার পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় প্রবেশ করা অসম্ভব। ----*Christ's Object Lessons,* পৃ. ১৫১।

৫. তোমার হৃদয়কে কঠিন করো না বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই

ক. অনুশোচনাকে উপেক্ষা করা বা সাড়া দিতে বিলম্ব করার বিপদ কী? ২ করিন্থীয় ৬:২; ইব্রীয় ৩:৭, ৮; লূক ১২:২০, ২১।

অনেকে এই ভেবে তাদের অশান্ত বিবেককে শান্ত করে যে, তারা ইচ্ছে করলে মন্দের পথ পরিবর্তন করতে পারে; তারা করুণার আহ্বানকে তুচ্ছ করতে পারে, এবং তবুও বারবার প্রভাবিত হবে। তারা মনে করে যে, অনুগ্রহের আত্মার প্রতি অবজ্ঞা করার পর, শয়তানের পক্ষে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার পর, চরম সংকটের এক ভয়ানক মুহূর্তে তারা তাদের পথ পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু এটা এত সহজে করা যায় না। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা চরিত্রকে

এমনভাবে গঠন করে যে, তখন খুব কম লোকই যিশুর প্রতিমূর্তি গ্রহণ করতে চায়। ---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৪।

খ. যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের হৃদয় ও জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তখন আমাদের কী করা উচিত? গীতসংহিতা ১৩৯:২৩, ২৪; ৫১:১০।

প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করুন। সেই বাক্য, ঈশ্বরের বিধান ও খ্রীষ্টের জীবনের মধ্য দিয়ে, পবিত্রতার মহান নীতিসমূহ আপনার সামনে তুলে ধরে, যা ছাড়া 'কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না।' ইব্রীয় ১২:১৪। এটি পাপের বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় জোগান; এটি পরিত্রাণের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এটিকে আপনার আত্মার প্রতি ঈশ্বরের বাণী হিসেবে মনোযোগ দিন।. . . .

আমরা মহাপাপী ছিলাম, কিন্তু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন যেন আমরা ক্ষমা লাভ করতে পারি। আমাদের পক্ষে পিতার কাছে নিবেদন করার জন্য তাঁর বলিদানের পুণ্যই যথেষ্ট। তিনি যাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করেছেন, তারাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে এবং তাঁর মহান ভালোবাসা ও অসীম বলিদানের প্রশংসা করার জন্য তাঁর সিংহাসনের সবচেয়ে কাছে দাঁড়াবে। যখন আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করি, তখনই আমরা পাপের পাপময়তা সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি। যখন আমরা আমাদের জন্য নামিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখি, যখন আমরা খ্রীষ্টের আমাদের পক্ষে করা অসীম বলিদানের কিছুটা বুঝতে পারি, তখন হৃদয় কোমলতা ও অনুতাপে গলে যায়। — Ibid, পৃ. ৩৫, ৩৬।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১৭ জুলাই

১. ঈশ্বর এমন কোন চমৎকার উপহার দান করেন, যার মাধ্যমে আমরা স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করতে পারি?
২. কেন আমরা নিজেরা মন থেকে অনুতপ্ত হতে পারি না?
৩. এষৌ, ফেরাউন ও যিহূদার অনুতাপে কিসের অভাব ছিল?
৪. যিশু কেন ফরীশী ও কর আদায়কারীর দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন?

৫. মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কোনটি?

বিশ্রামবার, ২৫শে জুলাই, ২০২৬ **পাঠ ৪**

স্বীকারোক্তি

মুখস্ত পদ :যে নিজের পাপ গোপন করে, সে উন্নতি লাভ করে না; কিন্তু যে তা স্বীকার করে ও পরিত্যাগ করে, সে করুণা লাভ করে। (হিতোপদেশ ২৮:১৩)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,* অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা ৩৭-৪১।

যে স্বীকারোক্তি অন্তরাত্মার উচ্ছ্বাস, তা অসীম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যায়।----*Steps to Christ,* পৃ. ৩৮।

১. ঈশ্বরের করুণা রবিবার, ১৯ জুলাই

ক. পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে আমাদের কী করণীয়? হিতোপদেশ ২৮:১৩; যাকোব ৫:১৬।

ঈশ্বরের করুণা লাভের শর্তগুলো সরল, ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত। পাপের ক্ষমা লাভের জন্য প্রভু আমাদের কোনো কঠিন কাজ করতে বলেন না। স্বর্গীয় ঈশ্বরের কাছে আমাদের আত্মাকে সমর্পণ করতে বা আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাদের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর তীর্থযাত্রা অথবা যন্ত্রণাদায়ক প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই; বরং যে ব্যক্তি তার পাপ স্বীকার করে ও তা ত্যাগ করে, সে-ই করুণা লাভ করবে।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৩৭।

খ. এর জন্য আমাদের মধ্যে কী ধরনের মনোভাব প্রয়োজন? হিতোপদেশ ১৫:৩৩; ১৯:২৩; গীতসংহিতা ৩৪:১৮।

যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ঈশ্বরের সামনে নিজেদের আত্মাকে নত করেনি, তারা এখনও গ্রহণযোগ্যতার প্রথম শর্তটি পূরণ করেনি। যদি আমরা সেই অনুতাপের অভিজ্ঞতা লাভ না করে থাকি যা অনুতাপের যোগ্য নয়, এবং যদি আমরা আত্মার প্রকৃত নম্রতা ও হৃদয়ের ভাঙ্গাভাব নিয়ে আমাদের পাপ স্বীকার না করে থাকি, আমাদের অধর্মকে ঘৃণা না করে, তবে আমরা কখনও পাপের ক্ষমার জন্য সত্যই অন্বেষণ করিনি; এবং যদি আমরা কখনও অন্বেষণ না করে থাকি, তবে আমরা ঈশ্বরের শান্তিও কখনও পাইনি। আমাদের অতীতের পাপের ক্ষমা না পাওয়ার একমাত্র কারণ হলো এই যে, আমরা আমাদের হৃদয়কে নত করতে এবং সত্যের বাণীর শর্তগুলো মেনে চলতে ইচ্ছুক নই। এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাপের স্বীকারোক্তি, তা প্রকাশ্যে হোক বা ব্যক্তিগতভাবে, আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা উচিত। ----Ibid, পৃ. ৩৭, ৩৮।

২. স্বীকারোক্তি এবং ক্ষমা

সোমবার, ২০ জুলাই

ক. যখন আমরা অন্যকে আঘাত করি, তখন আর কাকে আঘাত করি? গীতসংহিতা ৫১:৪।

প্রেরিত বলেন, ‘তোমরা একে অপরের কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর, যেন আমরা সুস্থ হতে পারি।’ যাকোব ৫:১৬। ঈশ্বরের কাছে তোমাদের পাপ স্বীকার কর, যিনি একমাত্র তা ক্ষমা করতে পারেন, এবং একে অপরের কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার কর। যদি তুমি তোমার বন্ধু বা প্রতিবেশীকে আঘাত করে থাকো, তবে তোমার উচিত নিজের ভুল স্বীকার করা, এবং স্বেচ্ছায় তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া তার কর্তব্য। তারপর তোমার উচিত ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, কারণ যে ভাইকে তুমি আঘাত করেছ সে ঈশ্বরের সম্পত্তি, এবং তাকে আঘাত করার মাধ্যমে তুমি তার সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিদাতার বিরুদ্ধে পাপ করেছ।”— *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৩৭।

খ. কেন আমাদের অন্যদের ক্ষমা করতে হবে? মথি ৬:১৪, ১৫; ইফিষীয় ৪:৩২।

যে ক্ষমা করে না, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে করুণা লাভের একমাত্র পথটিই বন্ধ করে দেয়। আমাদের এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, যারা আমাদের ক্ষতি করেছে, তারা যদি তাদের অন্যায় স্বীকার না করে, তবে তাদের ক্ষমা না করার কোনো অধিকার আমাদের আছে। নিঃসন্দেহে, অনুতাপ ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজেদের হৃদয়কে নম্র করা তাদেরই কাজ; কিন্তু যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে, তারা তাদের দোষ স্বীকার করুক বা না করুক, তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল মনোভাব রাখতে হবে। তারা আমাদের যতই গুরুতরভাবে আঘাত করুক না কেন, আমাদের উচিত নয় নিজেদের ক্ষোভ পুষে রাখা এবং নিজেদের আঘাতের জন্য নিজেদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো; বরং যেহেতু আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা পাওয়ার আশা করি, তাই যারা আমাদের ক্ষতি করেছে, তাদের সকলকেই আমাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। *Thoughts from the Mount of Blessing*, পৃষ্ঠা ১১৩, ১১৪।

গ. মানবজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য কী থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি? ১ পিতর ৪:৮; রোমীয় ১৩:৮।

খ্রীষ্ট, যিনি ঐশ্বরিক জীবন, তিনি তোমার মধ্যে বাস করুন এবং তোমার মাধ্যমে সেই স্বর্গীয় প্রেম প্রকাশ করুন যা নিরাশার মাঝে আশার সঞ্চার করবে এবং পাপ-পীড়িত হৃদয়ে স্বর্গীয় শান্তি বয়ে আনবে। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন দোরগোড়ায় এই শর্তই আমাদের সামনে উপস্থিত হয় যে, তাঁর কাছ থেকে করুণা লাভ করে আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করি যেন অন্যদের কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারি।—Ibid, পৃ. ১১৪, ১১৫।

মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিকতাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাপ। অনেকে মনে করে যে তারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে তুলে ধরছে, অথচ তারা তাঁর কোমলতা ও মহান প্রেমকে তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। প্রায়শই যাদের সাথে তারা কঠোরতা ও কড়াকড়ির সাথে আচরণ করে, তারা প্রলোভনের চাপে থাকে। শয়তান এই আত্মাগুলোর সাথে মল্লযুদ্ধ করে, এবং কঠোর, সহানুভূতিহীন কথা তাদের নিরুৎসাহিত করে ও প্রলোভনকারীর শক্তির শিকারে পরিণত করে। ----*The Ministry of Healing,* পৃ. ১৬৩।

৩. সুনির্দিষ্ট এবং আন্তরিক

মঙ্গলবার, ২১ জুলাই

খ. কোন পাপগুলো প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হয়, আর অন্যগুলো কেবল ঈশ্বরের কাছেই স্বীকার করতে হয়? গীতসংহিতা ৩২:৫; মথি ৫:২৩, ২৪।

প্রকৃত স্বীকারোক্তি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির হয় এবং এতে সুনির্দিষ্ট পাপ স্বীকার করা হয়। সেগুলো এমন প্রকৃতির হতে পারে যা কেবল ঈশ্বরের কাছেই পেশ করার যোগ্য; সেগুলো এমন অন্যায় হতে পারে যা সেইসব ব্যক্তির কাছে স্বীকার করা উচিত, যারা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; অথবা সেগুলো প্রকাশ্য প্রকৃতির হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে তা প্রকাশ্যেই স্বীকার করা উচিত। কিন্তু সকল স্বীকারোক্তিই সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত, এবং এতে ঠিক সেইসব পাপ স্বীকার করা উচিত যার জন্য আপনি দোষী।---- *Steps to Christ,* পৃ. ৩৮।

ব্যক্তিগত পাপ খ্রীষ্টের কাছে স্বীকার করতে হবে, যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ। ... প্রত্যেক পাপই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ, এবং তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর কাছে স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক প্রকাশ্য পাপ প্রকাশ্যেই স্বীকার করা উচিত।— *Gospel Workers,* পৃষ্ঠা ২১৬।

ক. সত্য স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য কী? ১ শমূয়েল ১২:১৯।

শমূয়েলের সময়ে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তারা পাপের পরিণাম ভোগ করছিল; কারণ তারা ঈশ্বরের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছিল, জাতিকে শাসন করার জন্য তাঁর শক্তি ও প্রজ্ঞার বোধশক্তি হারিয়েছিল, এবং তাঁর পক্ষ সমর্থন ও সমর্থন করার সামর্থ্যের উপর থেকে আস্থা হারিয়েছিল। তারা বিশ্বজগতের মহান শাসকের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের চারপাশের জাতিগুলোর মতো শাসিত হতে চেয়েছিল। শান্তি খুঁজে পাওয়ার আগে তারা এই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছিল: 'আমরা আমাদের সমস্ত পাপের সঙ্গে এই মন্দ কাজটিও যোগ করেছি, যেন আমরা একজন রাজা চাই।' ১ শমূয়েল ১২:১৯। যে পাপের জন্য তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তা স্বীকার করতেই হতো।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯।

খ. স্বীকারোক্তির পর কী বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? যিশাইয় ১:১৬, ১৭; যিহিষ্কেল ৩৩:১৫।

আন্তরিক অনুতাপ ও সংশোধন ছাড়া স্বীকারোক্তি ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। জীবনে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনতে হবে; ঈশ্বরের কাছে আপত্তিকর সবকিছু পরিহার করতে হবে। পাপের জন্য প্রকৃত দুঃখবোধের ফলেই এটি ঘটবে।— Ibid, পৃ. ৩৯।

জাকাইয়ের মতো প্রত্যেক ধর্মান্তরিত আত্মা তার জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকা অধার্মিক অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তার হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রবেশের চিহ্ন বহন করবে। প্রধান কর আদায়কারীর মতো সে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে তার আন্তরিকতার প্রমাণ দেবে।---- *The Desire of Ages,* পৃষ্ঠা ৫৫৬।

৪. আত্মপক্ষ সমর্থনের বিপদ

বুধবার, ২২ জুলাই

ক. প্রভু যখন আদম ও হবাকে তাদের পাপের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা কীভাবে বোঝালেন যে এটা আসলে তাদের দোষ ছিল না? আদিপুস্তক ৩:১২, ১৩।

আদম তার পাপকে অস্বীকারও করতে পারলেন না, কিংবা তার জন্য কোনো অজুহাতও দেখাতে পারলেন না; বরং অনুতাপ প্রকাশ করার পরিবর্তে, তিনি দোষটি তাঁর স্ত্রীর উপর, এবং সেই সূত্রে স্বয়ং ঈশ্বরের উপর চাপানোর চেষ্টা করলেন: 'সেই নারী যাকে...'তুমি দিয়েছিলে আমার সঙ্গে থাকার জন্য, তিনি আমাকে সেই গাছ থেকে ফল দিলেন, আর আমি তা খেলাম।"---- *Patriarchs and Prophets,* পৃ. ৫৭। [লেখকের ইটালিক।]

আদম ও হবা নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর লজ্জা ও আতঙ্কে পূর্ণ হয়ে গেলেন। প্রথমে তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল, কীভাবে নিজেদের পাপের অজুহাত দেখিয়ে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে বাঁচা যায়। প্রভু যখন তাদের পাপের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আদম উত্তর দিলেন, দোষের কিছুটা ঈশ্বরের উপর এবং কিছুটা তার সঙ্গীর উপর চাপিয়ে দিয়ে। 'তুমি আমার সঙ্গীরূপে যে নারীকে দিয়েছিলে, সে-ই আমাকে সেই বৃক্ষের ফল দিয়েছিল, আর আমি তা খেয়েছিলাম।' নারীটি দোষ

চাপিয়ে সর্পের উপর বলল, ‘সর্প আমাকে প্রবঞ্চনা করেছিল, আর আমি তা খেয়েছিলাম।’ আদিপুস্তক ৩:১২, ১৩। তুমি কেন সর্পকে সৃষ্টি করলে? কেন তুমি তাকে এদেনে প্রবেশ করতে দিলে? তার পাপের অজুহাতের মধ্যে এই প্রশ্নগুলোই নিহিত ছিল, যা তাদের পতনের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করেছিল।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৪০।

খ. কেন আত্মপক্ষ সমর্থন স্বীকারোক্তিকে নিষ্ফল করে তোলে? ইয়োব ৯:২০; লূক ১৬:১৫।

আত্মপক্ষ সমর্থনের এই মনোভাবের উৎপত্তি মিথ্যার জনক আদমের মধ্যে এবং এটি আদমের সকল বংশধরের মধ্যেই দেখা গেছে। এই ধরনের স্বীকারোক্তি ঐশ্বরিক আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রকৃত অনুতাপ একজন মানুষকে তার অপরাধ নিজে বহন করতে এবং কোনো ছলনা বা কপটতা ছাড়াই তা স্বীকার করতে পরিচালিত করবে।---- Ibid, পৃষ্ঠা ৪০।

পাপকে অজুহাত দেখিয়ে আমাদের অপরাধবোধ কমানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই পাপের বিষয়ে ঈশ্বরের মূল্যায়ন মেনে নিতে হবে, এবং তা সত্যিই অত্যন্ত গুরুতর। একমাত্র ক্যালভারিই পাপের ভয়াবহ ভয়াবহতা প্রকাশ করতে পারে। যদি আমাদের নিজেদের অপরাধ বহন করতে হতো, তবে তা আমাদের চূর্ণ করে দিত। কিন্তু সেই নিষ্পাপ জন আমাদের স্থান নিয়েছেন; অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আমাদের অধর্ম বহন করেছেন। ‘যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি,’ ঈশ্বর ‘বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং সমস্ত অধার্মিকতা থেকে আমাদের শুচি করবেন।’ ১ যোহন ১:৯। কী মহিমান্বিত সত্য!—তিনি তাঁর নিজের ব্যবস্থার প্রতি ন্যায়পরায়ণ, এবং তবুও যীশুতে বিশ্বাসকারী সকলের ধার্মিক প্রতিপন্নকারী। ‘তোমার মত ঈশ্বর আর কে আছেন, যিনি অধর্ম ক্ষমা করেন এবং তাঁর অধিকারের অবশিষ্ট অংশের অপরাধ উপেক্ষা করেন? তিনি চিরকাল তাঁর ক্রোধ ধরে রাখেন না, কারণ তিনি করুণায় আনন্দিত হন।’ মীখা ৭:১৮।---- *Thoughts from the Mount of Blessing,* পৃ. ১১৬।

৫. খোলা স্বীকারোক্তি

বৃহস্পতি, ২৩ জুলাই

ক. পৌল কীভাবে নম্রভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে নিজের পাপ স্বীকার করেছিলেন? প্রেরিত ২৬:১০, ১১।

ঈশ্বরের বাক্যে প্রকৃত অনুতাপ ও বিনয়ের যে দৃষ্টান্তগুলো রয়েছে, তা স্বীকারোক্তির এমন এক মনোভাব প্রকাশ করে, যেখানে পাপের কোনো অজুহাত বা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা থাকে না। পৌল নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেননি; তিনি তাঁর পাপকে তার সবচেয়ে অন্ধকার রূপে চিত্রিত করেছেন, নিজের অপরাধবোধ কমানোর কোনো চেষ্টা করেননি। [প্রেরিত ২৬:১০, ১১ থেকে উদ্ধৃত]---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৪১।

খ. পৌল তীমথিয়কে লেখা তাঁর প্রথম পত্রে কী ঘোষণা করেছিলেন? ১ তীমথিয় ১:১৫।

আমরা নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না, ঈশ্বরের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্য করে তোলার মতো কিছুই নেই, এবং শয়তান আমাদের বলে যে এতে কোনো লাভ নেই; আমরা আমাদের চরিত্রের ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারি না। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসার চেষ্টা করি, তখন শত্রু ফিসফিস করে বলে, 'তোমার প্রার্থনা করে কোনো লাভ নেই; তুমি কি সেই মন্দ কাজটি করোনি? তুমি কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করোনি এবং নিজের বিবেককে কলুষিত করোনি?' কিন্তু আমরা শত্রুকে বলতে পারি যে, 'তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।' ১ যোহন ১:৭। যখন আমরা অনুভব করি যে আমরা পাপ করেছি এবং প্রার্থনা করতে পারি না, ঠিক তখনই প্রার্থনা করার সময়। আমরা হয়তো লজ্জিত ও গভীরভাবে নম্র হতে পারি, কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। [১ তীমথিয় ১:১৫ উদ্ধৃত]। ক্ষমা... আমাদের জন্য একটি উপহার, যা খ্রীষ্টের নিষ্কলঙ্ক ধার্মিকতার মধ্যে নিহিত এবং যা তিনি প্রদান করেন।---- *Thoughts from the Mount of Blessing*, পৃষ্ঠা ১১৫, ১১৬।

গ. যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে ঈশ্বর কী প্রতিজ্ঞা করেছেন? ১ যোহন ১:৯।

প্রকৃত অনুতাপে বশীভূত নম্র ও ভগ্ন হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম এবং কালভারির মূল্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে; এবং যেমন এক পুত্র তার প্রেমময় পিতার কাছে স্বীকারোক্তি করে, তেমনই প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি তার সমস্ত পাপ ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করবে। আর লেখা আছে, [১ যোহন ১:৯, উদ্ধৃত]।"----*Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৪১।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ২৪ জুলাই

১. যখন আমরা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি, তখন আমরা তাঁর সামনে কীভাবে দাঁড়াই?
২. কোন পরিস্থিতিতে অন্যদের কাছে কিছু স্বীকারোক্তি করা আবশ্যক এবং কেন?
৩. স্বীকারোক্তি সুনির্দিষ্ট হওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৪. আত্মপক্ষ সমর্থনের বিপদ বর্ণনা করুন।
৫. বিনীত স্বীকারোক্তির ফল কী?

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ
১ আগস্ট, ২০২৬

সাধারণ সম্মেলন শিক্ষা বিভাগ

বালককে যে পথে চলা উচিত, সেই পথে শিক্ষা দাও; তাহলে সে বৃদ্ধ বয়সেও তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে না (হিতোপদেশ ২২:৬)।

আমরা এক গুরুগম্ভীর সময়ে বাস করছি। ক্রমবর্ধমান ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে, আমাদের সন্তান ও যুবকদের প্রভুর ভয়ে শিক্ষিত করার দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। পিতামাতা, শিক্ষক এবং খ্রীষ্টের দেহের সদস্য হিসেবে, আমাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব হলো এমন একটি প্রজন্মকে প্রস্তুত করা, যারা দৃঢ়তা, নম্রতা এবং প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাসকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

প্রকৃত শিক্ষার বিজ্ঞান হলো সেই সত্য, যা আত্মার গভীরে এমন গভীরভাবে প্রোথিত করতে হবে যে, সর্বত্র বিরাজমান ভ্রান্তি দ্বারা তা মুছে ফেলা যায় না।-- -- *Steps to Christ,* খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩১।

এই প্রেক্ষাপটে, জেনারেল কনফারেন্স শিক্ষা বিভাগ বিশ্বজুড়ে আমাদের মিশনারি স্কুলগুলোকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামো, আধুনিক পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়ানো উপকরণের অভাব রয়েছে। অধিকন্তু, বেশ কয়েকটি দেশ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য অনুরোধ করেছে, যা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানই নয়, বরং চিরন্তন সুসমাচারের নীতিগুলোকেও উৎসাহিত করবে।

সুতরাং এই বিশেষ অনুদানটি তিনটি মূল ক্ষেত্রকে সহায়তা করবে:

১. বিদ্যমান মিশনারি বিদ্যালয়গুলোর পুনর্গঠন;

২. এসডিএআরএম-এ প্রবেশাধিকারের প্রয়োজন রয়েছে এমন অঞ্চলগুলিতে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা খ্রিস্টীয় শিক্ষা;

৩. এর অনুবাদ ও অভিযোজন প্রকল্পের অগ্রগতি আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান দল কর্তৃক উভয়কে পরিবেশন করার জন্য তৈরি শিক্ষামূলক উপকরণ বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অবস্থিত ধর্মনিরপেক্ষ এবং মিশনারি বিদ্যালয়সমূহ।

প্রকৃত শিক্ষা হলো মিশনারি প্রশিক্ষণ। ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তান-সন্ততি মিশনারি হওয়ার জন্য আহূত; আমরা ঈশ্বর ও আমাদের সহমানবদের সেবার জন্য আহূত; এবং এই সেবার জন্য আমাদেরকে উপযুক্ত করে তোলাই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।---- *The Ministry of Healing,*পৃষ্ঠা ৩৯৫।

অতএব, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা উদারতা ও মিশনারি দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আপনাদের দান উৎসর্গ করুন। আমাদের শিশু ও যুবকদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করা মানেই হলো মণ্ডলীর ভবিষ্যতে, সুসমাচার প্রচারে এবং চূড়ান্ত ফসলের জন্য বিনিয়োগ করা।

প্রভু আপনার অবদান বহুগুণে বৃদ্ধি করুন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যাকে শক্তিশালী করুন—এবং আমাদের বিদ্যালয়গুলো যেন অন্ধকারের মাঝে

সত্যিকারের আলো হয়ে ওঠে, যা আমাদের ত্রাণকর্তার আসন্ন প্রত্যাবর্তনের জন্য এক বিশ্বস্ত প্রজন্মকে প্রস্তুত করবে।

— সাধারণ সম্মেলন শিক্ষা বিভাগ

বিশ্রামবার, ১ আগস্ট, ২০২৬ **পাঠ ৫**

উৎসর্গ

স্মৃতি শ্লোক:আর তোমরা আমার অন্বেষণ করবে এবং আমাকে পাবে, যখন তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার সন্ধান করবে। (যিরমিয় ২৯:১৩)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,*অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৮।

আমাদের নিজেদের শক্তিতে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব; এবং যা কিছু মনকে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত করে, যা কিছু আত্মগৌরব বা আত্মনির্ভরশীলতার দিকে চালিত করে, তা নিশ্চিতভাবেই আমাদের পতনের পথ প্রস্তুত করছে। বাইবেলের মূল সুর হলো মানবশক্তির প্রতি অবিশ্বাস জাগিয়ে তোল□ এবং ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি আস্থা উৎসাহিত করা। ---- *Patriarchs and Prophets,* পৃষ্ঠা ৭১৭।

১. আত্ম-যুদ্ধ

রবিবার, ২৬ জুলাই

ক. পৌল কীভাবে খ্রিষ্টীয় যুদ্ধ এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বর্ণনা করেছেন? ইফিষীয় ৬:১২-১৮।

শয়তান তার সবচেয়ে ভয়ংকর ও সূক্ষ্ম প্রলোভন দিয়ে খ্রীষ্টকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু প্রতিটি সংগ্রামে সে প্রতিহত হয়েছিল। সেই যুদ্ধগুলো আমাদের পক্ষেই লড়া হয়েছিল; সেই বিজয়গুলোই আমাদের জয় করা সম্ভব করে তোলে। যারা শক্তি প্রার্থনা করে, খ্রীষ্ট তাদের সকলকেই শক্তি দেবেন। নিজের সম্মতি ছাড়া কোনো মানুষই শয়তানের দ্বারা পরাভূত হতে পারে না। প্রলোভনকারীর ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ

করার বা আত্মাকে পাপ করতে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা নেই। সে কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু কলুষিত করতে পারে না। সে যন্ত্রণা দিতে পারে, কিন্তু কলুষিত করতে পারে না। খ্রীষ্ট যে জয় করেছেন, এই সত্যটি তাঁর অনুসারীদের পাপ ও শয়তানের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার সাহস জোগাবে।---- *The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৫১০।

খ. শয়তান কোথায় পূর্ণ আধিপত্য লাভ করার চেষ্টা করছে? হিতোপদেশ ৪:২৩।

মানুষ 'মনে মনে যা চিন্তা করে, সে সেই রকমই হয়।' হিতোপদেশ ২৩:৭। হৃদয়কে অবশ্যই ঐশ্বরিক অনুগ্রহ দ্বারা নবায়িত করতে হবে, নতুবা জীবনের পবিত্রতার অন্বেষণ বৃথা হবে। যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের অনুগ্রহের সাহায্য ছাড়া একটি মহৎ ও সৎ চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করে, সে নড়বড়ে বালির উপর তার ঘর তৈরি করে। প্রলোভনের প্রচণ্ড ঝড়ে তা নিশ্চিতভাবে বিধ্বস্ত হবে।---- *Patriarchs and Prophets*, পৃষ্ঠা ৪৬০।

২. ঐশ্বরিক আমন্ত্রণ

সোমবার, ২৭ জুলাই

ক. খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য কী ত্যাগ করতে হবে? লূক ১৪:৩৩; মথি ৬:২৪।

ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করার মাধ্যমে, আমাদের অবশ্যই সেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হবে যা আমাদেরকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তাই ত্রাণকর্তা বলেন, [লূক ১৪:৩৩ উদ্ধৃত]। যা কিছু হৃদয়কে ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। ধনসম্পদ অনেকেরই প্রতিমা। অর্থের প্রতি ভালোবাসা, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা হলো সেই স্বর্ণ-শৃঙ্খল যা তাদেরকে শয়তানের সাথে বেঁধে রাখে। খ্যাতি এবং পার্থিব সম্মান অন্য এক শ্রেণীর কাছে পূজনীয়। স্বার্থপর আরামের জীবন এবং দায়িত্ব থেকে মুক্তি অন্যদের প্রতিমা। কিন্তু এই দাসত্বের বন্ধন অবশ্যই ভাঙতে হবে। আমরা অর্ধেক প্রভুর এবং অর্ধেক জগতের হতে পারি না। আমরা ঈশ্বরের সন্তান নই, যদি না আমরা সম্পূর্ণরূপে তাই হই।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৪৪।

খ. যারা হৃদয় ও জীবনের নবায়ন কামনা করে, প্রভু তাদের সকলকে কী ঐশ্বরিক আমন্ত্রণ জানান? যিশাইয় ১:১৮; যিরমিয় ২৯:১৩; যাকোব ৪:৭-১০।

ঈশ্বরের শাসন, শয়তান যেমনটা দেখাতে চায়, তেমন কোনো অন্ধ আনুগত্য বা অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে আবেদন জানায়। ... ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবের ইচ্ছাকে জোর করেন না। তিনি এমন কোনো শ্রদ্ধা গ্রহণ করতে পারেন না যা স্বেচ্ছায় ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দেওয়া হয় না। নিছক জোরপূর্বক আনুগত্য মন বা চরিত্রের সমস্ত প্রকৃত বিকাশকে বাধা দেবে; এটি মানুষকে নিছক একটি যন্ত্রমানবে পরিণত করবে। স্রষ্টার উদ্দেশ্য এমন নয়। তিনি চান যে মানুষ, তাঁর সৃষ্টিশক্তির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বিকাশে পৌঁছাক। তিনি আমাদের সামনে আশীর্বাদের সেই সর্বোচ্চ শিখর স্থাপন করেন, যেখানে তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদের নিয়ে যেতে চান। তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানান নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে, যাতে তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। এখন আমাদেরই বেছে নিতে হবে যে আমরা পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হব, ঈশ্বরের সন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতার অংশীদার হব কি না। --- Ibid, পৃ. ৪৩, ৪৪।

খ্রীষ্ট মানুষের ত্রাণকর্তা রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। লোকেরা যেন তাদের নিজেদের কর্মে, নিজেদের ধার্মিকতায়, বা কোনোভাবেই নিজেদের উপর নির্ভর না করে, বরং ঈশ্বরের সেই মেষশাবকের উপর নির্ভর করে, যিনি জগতের পাপ হরণ করেন। তাঁর মাধ্যমেই পিতার কাছে মধ্যস্থতাকারী প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর দ্বারাই এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, 'প্রভু বলেন, 'এসো, আমরা একসঙ্গে যুক্তি করি: যদিও তোমাদের পাপ সিঁদুরের মতো লাল, তবুও তা বরফের মতো সাদা হয়ে যাবে; যদিও তা গাঢ় লাল, তবুও তা পশমের মতো হয়ে যাবে।' এই আমন্ত্রণ আজও আমাদের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অহংকার, আত্মমর্যাদা বা আত্মধার্মিকতা যেন কাউকে তার পাপ স্বীকার করা থেকে বিরত না রাখে, যাতে সে প্রতিজ্ঞাটি দাবি করতে পারে।'---- *Fundamentals of Christian Education* ,পৃষ্ঠা ২৩৯।

৩. খ্রিস্ট সবকিছু দিলেন মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই

ক. কে খ্রীষ্টকে তাঁর সন্তানদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার দিয়েছে? কলসীয় ১:১৪; ইব্রীয় ৭:২৫।

সেই ভয়াবহ অন্ধকারের মাঝে, ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত বলে মনে হলেও, খ্রীষ্ট মানবীয় দুঃখের পাত্রের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করেছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তিনি পূর্বেই প্রদত্ত তাঁর পিতার স্বীকৃতির প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার স্বরূপের সাথে পরিচিত ছিলেন; তিনি তাঁর ন্যায়বিচার, তাঁর করুণা এবং তাঁর মহান প্রেম বুঝতেন। বিশ্বাসের দ্বারা তিনি তাঁর উপর নির্ভর করেছিলেন, যাঁর আজ্ঞা পালন করা তাঁর জন্য সর্বদা আনন্দের ছিল। এবং যখন তিনি আত্মসমর্পণে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিলেন, তখন তাঁর পিতার অনুগ্রহ হারানোর অনুভূতি দূর হয়ে গেল। বিশ্বাসের দ্বারা, খ্রীষ্ট বিজয়ী হয়েছিলেন।---- *The Desire of Ages,* পৃ. ৭৫৬।

যীশুর দানের মাধ্যম ঈশ্বর সমগ্র স্বর্গকে দান করেছেন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ধরনের আত্মত্যাগ ছিল এক উদ্দেশ্যহীন অপচয়। মানবীয় যুক্তির কাছে পরিত্রাণের সমগ্র পরিকল্পনাটিই করুণা ও সম্পদের অপচয়। আত্মত্যাগ ও আপ্রাণ উৎসর্গ আমাদের সর্বত্রই মেলে। স্বর্গীয় দূতগণ সেই মানব পরিবারের দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকাতে পারেন, যারা খ্রিষ্টে প্রকাশিত অসীম ভালোবাসায় উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে অস্বীকার করে। তারা হয়তো বলে উঠবেন, এ কী বিরাট অপচয়?

কিন্তু এক হারানো জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ছিল পূর্ণ, প্রচুর এবং সম্পূর্ণ। ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রতিটি আত্মার কাছে পৌঁছানোর জন্য খ্রীষ্টের উৎসর্গ ছিল অত্যন্ত প্রচুর। যারা এই মহান উপহার গ্রহণ করবে, তাদের সংখ্যাকে অতিক্রম না করার জন্য একে সীমাবদ্ধ করা যেত না। সকল মানুষ পরিত্রাণ পায় না; তবুও পরিত্রাণের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ নয়, কারণ এর উদারতা যা কিছুর ব্যবস্থা করেছে, তার সবকিছু এটি সম্পন্ন করে না। যথেষ্ট এবং উদ্বৃত্ত অবশ্যই থাকতে হবে।---- Ibid, পৃ. ৫৬৫, ৫৬৬।

খ. যারা যীশুর সন্তান হতে চায় এবং তাঁর আত্মা লাভ করতে সক্ষম হতে চায়, তাদের সকলের কাছে তিনি কী চান? হিতোপদেশ ২৩:২৬।

[যীশু] বিপথগামীদের স্বীকারোক্তি শোনার এবং তাদের অনুতাপ গ্রহণ করার জন্য করুণাময় কোমলতায় অপেক্ষা করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার প্রতিদানের জন্য তাকিয়ে থাকেন, যেমন একজন মা তার প্রিয় সন্তানের কাছ থেকে চেনার হাসির জন্য অপেক্ষা করেন। মহান ঈশ্বর আমাদের তাঁকে পিতা বলে ডাকতে শেখান। তিনি চান আমরা যেন বুঝতে পারি, আমাদের সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁর হৃদয় কত একাগ্রতা ও কোমলতার সাথে আমাদের জন্য আকুল থাকে। ---- *Gospel Workers,* পৃষ্ঠা ২১০।

যখন আমরা সবকিছু বিলিয়ে দিই, তখন কী বিসর্জন দিই? একটি পাপ-কলুষিত হৃদয়, যা **যীশু** তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবেন এবং তাঁর অতুলনীয় ভালোবাসা দ্বারা রক্ষা করবেন। অথচ মানুষেরা সবকিছু বিসর্জন দেওয়াকে কঠিন মনে করে! এ কথা শুনতে আমি লজ্জিত, এটা লিখতেও লজ্জিত। *খ্রিস্টের পথে পদক্ষেপ,*পৃ. ৪৬।

৪. সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ

বুধ, ২৯ জুলাই

ক. বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের একান্ত আকাঙ্ক্ষা কী ছিল? রোমীয় ১২:১; ১ থেসালোনিকীয় ৫:২৩।

যদিও এই কথাগুলো প্রাচীন ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করে বলা, তবুও এগুলো আজকের ঈশ্বরের লোকদের জন্য একটি শিক্ষা বহন করে। যখন প্রেরিত তাঁর ভাইদেরকে তাদের দেহকে 'ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য জীবন্ত বলিদান' হিসেবে উৎসর্গ করার জন্য আহ্বান জানান, তখন তিনি প্রকৃত পবিত্রকরণের মূলনীতিগুলো তুলে ধরেন। এটি কেবল একটি তত্ত্ব, আবেগ বা কথার মারপ্যাঁচ নয়, বরং একটি জীবন্ত ও সক্রিয় নীতি, যা দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করে। এর জন্য প্রয়োজন যে আমাদের খাওয়া, পান করা এবং পোশাক পরার অভ্যাস এমন হোক যা শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিত করে, যাতে আমরা প্রভুর কাছে আমাদের দেহকে ভুল অভ্যাসের দ্বারা কলুষিত নৈবেদ্য হিসেবে নয়, বরং 'ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য জীবন্ত বলিদান' হিসেবে উৎসর্গ করতে পারি। ---- *The Sanctified Life,* পৃষ্ঠা ২৭, ২৮।

আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে এবং সেই উৎসর্গকে যথাসম্ভব নিখুঁত করার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যা সর্বোত্তম উৎসর্গ করতে পারি, তার চেয়ে কম কিছুতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন না। যারা তাঁকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসেন, তাঁরা তাঁকে জীবনের সর্বোত্তম সেবা দিতে চাইবেন এবং তাঁর ইচ্ছা পালনের সামর্থ্য বৃদ্ধিকারী বিধানগুলোর সাথে নিজেদের সত্তার প্রতিটি শক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করবেন।---- *Patriarchs and Prophets*, পৃষ্ঠা ৩৫২, ৩৫৩।

খ. পঞ্চাশত্তমীর দিনে জনতা যখন পিতরের বক্তৃতা শুনল, তখন তাদের হৃদয়ে কোন ভার ছিল? প্রেরিত ২:৩৭, ৩৮।

[জনতা] শিষ্যদের এই ঘোষণা শুনতে পেল যে, যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্রই ছিলেন। যাজক ও শাসকেরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। দৃঢ় বিশ্বাস ও যন্ত্রণা লোকদের গ্রাস করল। 'তাঁদের অন্তরে বিদ্ধ হয়ে তাঁরা পিতরকে ও বাকি প্রেরিতদের বললেন, হে ভাই ও ভাইয়েরা, আমরা কী করব?' শিষ্যদের কথা যারা শুনছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন ধর্মপ্রাণ ইহুদিরা, যাঁরা তাঁদের বিশ্বাসে আন্তরিক ছিলেন। বক্তার কথার সঙ্গে যে শক্তি ছিল, তা তাঁদের এই বিশ্বাসে দৃঢ় করেছিল যে, যীশু সত্যিই মসিহ। . . .

পিতর অনুতপ্ত লোকদের কাছে এই বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরলেন যে, যাজক ও শাসকেরা প্রতারিত হওয়ার কারণেই তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; এবং যদি তারা পরামর্শের জন্য এই লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকে, এবং খ্রীষ্টকে স্বীকার করার সাহস করার আগে তাদের জন্য অপেক্ষা করে, তবে তারা তাঁকে কখনও গ্রহণ করবে না। এই ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা, যদিও ধার্মিকতার ভান করত, কিন্তু তারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও গৌরবের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল। তারা আলো লাভ করার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসতে ইচ্ছুক ছিল না।---- *The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪।

৫. আত্মসমর্পণ বজায় রাখা বৃহস্পতি, ৩০ জুলাই

ক. কিসের মাধ্যমে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আমরা প্রভুর কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হতে পারি এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি ধারণ করতে সক্ষম হই? ফিলিপীয় ২:১২, ১৩।

ঈশ্বর আপনাকে এই ভয় করতে বলেন না যে, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণে ব্যর্থ হবেন, তাঁর ধৈর্য ফুরিয়ে যাবে, বা তাঁর করুণার অভাব দেখা দেবে। ভয় করুন পাছে আপনার ইচ্ছা খ্রীষ্টের ইচ্ছার অধীন না থাকে, পাছে আপনার বংশগত ও অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ঈশ্বরই তোমাদের মধ্যে তাঁর সন্তোষজনক ইচ্ছানুসারে ইচ্ছা করতে ও কাজ করতে কর্ম করেন।' ভয় করুন পাছে আপনার আত্ম-অহংকার আপনার আত্মা এবং সেই মহান প্রধান কর্মীর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভয় করুন পাছে আত্ম-ইচ্ছা সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয় যা ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে চান। নিজের শক্তির উপর ভরসা করতে ভয় করুন, খ্রীষ্টের হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতে এবং তাঁর নিত্য উপস্থিতি ছাড়া জীবনের পথে চলার চেষ্টা করতে ভয় করুন। *Christ's Object Lessons,* পৃ. ১৬১।

খ. বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং সঠিক নীতিগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কীভাবে বজায় রাখা যায়? গালাতীয় ২:২০; মথি ১৬:২৪, ২৫।

যারা পবিত্রতার আশীর্বাদ লাভ করতে চায়, তাদের প্রথমে আত্মত্যাগের অর্থ শিখতে হবে। খ্রীষ্টের ক্রুশ হলো সেই কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, যার উপর 'মহিমার অসীম ও অনন্ত ভার' ঝুলে আছে।---- *The Acts of the Apostles,* পৃষ্ঠা ৫৬০।

তুমি তোমার হৃদয় পরিবর্তন করতে পারো না, তুমি নিজে থেকে ঈশ্বরের কাছে তার অনুভূতি সমর্পণ করতে পারো না; কিন্তু তুমি পারো*বেছে নিতে*তাঁর সেবা করা। আপনি আপনার ইচ্ছা তাঁকে জানাতে পারেন; তখন তিনি আপনার মধ্যে কাজ করবেন, যেন আপনি তাঁরই সন্তুষ্টি অনুসারে ইচ্ছা করেন ও কাজ করেন।

ইচ্ছাশক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। খ্রীষ্টের কাছে আপনার ইচ্ছাকে সমর্পণ করার দ্বারা, আপনি সেই শক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন যা সকল আধিপত্য ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আপনাকে অবিচল রাখার জন্য আপনি স্বর্গ থেকে শক্তি পাবেন, এবং এইভাবে

ঈশ্বরের কাছে অবিরাম আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আপনি এক নতুন জীবন, অর্থাৎ বিশ্বাসের জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৪৭, ৪৮। [লেখকদের নাম ইটালিক হরফে লেখা।]

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ৩১ জুলাই

১. আমাদের আত্মার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফলতার জন্য কী প্রয়োজন?
২. ইতিমধ্যে পরাজিত শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য প্রকৃত লড়াইটা কী?
৩. আমাদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের দান থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
৪. শারীরিক ও আত্মিকভাবে বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী?
৫. যদি আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে প্রতিদিন আমরা কী অভিজ্ঞতা লাভ করব?

বিশ্রামবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৬ **পাঠ ৬**

বিশ্বাস এবং গ্রহণযোগ্যতা

মুখস্ত পদ :আমি তোমাদের একটি নতুন হৃদয় দেব এবং তোমাদের অন্তরে একটি নতুন আত্মা স্থাপন করব; আমি তোমাদের দেহ থেকে পাথরের হৃদয় দূর করে তোমাদের একটি মাংসের হৃদয় দেব" (যিহিষ্কেল ৩৬:২৬)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,* অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৫।

তুমি তোমার অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো না; তুমি তোমার হৃদয় পরিবর্তন করে নিজেকে পবিত্র করতে পারো না। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমার জন্য এই সবকিছু করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৫১।

১. ক্ষমা এবং শান্তি

রবিবার, ২ আগস্ট

ক. ঈশ্বরের ক্ষমা ও শান্তির চমৎকার প্রতিজ্ঞাটি কী? ১ যোহন ১:৯।

তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার জীবন স্বার্থপরতা ও পাপে পরিপূর্ণ। তুমি ক্ষমা পেতে, পবিত্র হতে ও মুক্তি লাভ করতে আকুল। ঈশ্বরের সঙ্গে সদ্ভাব, তাঁর সাদৃশ্য—তা লাভ করার জন্য তুমি কী করতে পারো?

আপনার প্রয়োজন শান্তি—আত্মায় স্বর্গীয় ক্ষমা, শান্তি ও ভালোবাসা। অর্থ দিয়ে তা কেনা যায় না, মেধা দিয়ে তা অর্জন করা যায় না, প্রজ্ঞা দিয়ে তা লাভ করা যায় না; নিজের চেষ্টায় তা লাভ করার আশা আপনি কখনোই করতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর তা আপনাকে উপহারস্বরূপ দেন, 'বিনা মূল্যে ও বিনা পয়সায়।' যিশাইয় ৫৫:১। তা আপনারই, যদি আপনি শুধু আপনার হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করেন।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৪৯।

খ. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা কী যা সমগ্র সত্তাকে রূপান্তরিত করে ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক নতুন মানুষে পরিণত করবে? যিহিষ্কেল ৩৬:২৬।

তুমি তোমার পাপ স্বীকার করেছ এবং মনে মনে তা ত্যাগ করেছ। তুমি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার সংকল্প করেছ। এখন তাঁর কাছে যাও এবং প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমার পাপ ধুয়ে দেন ও তোমাকে একটি নতুন হৃদয় দান করেন। তারপর বিশ্বাস করো যে তিনি তা-ই করেন।কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"এই সেই শিক্ষা যা যিশু পৃথিবীতে থাকাকালীন শিখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর আমাদের যে উপহারের প্রতিশ্রুতি দেন, আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা তা লাভ করি এবং তা আমাদেরই।"----Ibid, পৃ. ৪৯, ৫০। [লেখকের নিজস্ব তির্যক হরফ।]

২. খ্রীষ্টের মাধ্যমে জীবন

সোমবার, ৩ আগস্ট

ক. যীশু বেথেসদায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে কী করতে বলেছিলেন এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখতে পারি? যোহন ৫:১-৯।

আসুন আমরা বেথেসদার সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির গল্পে ফিরে যাই। সেই হতভাগ্য ব্যক্তিটি ছিলেন অসহায়; তিনি আটত্রিশ বছর ধরে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারেননি। তবুও যীশু তাঁকে আদেশ দিলেন, 'ওঠ, তোমার বিছানা তুলে নাও এবং হাঁটো।' অসুস্থ লোকটি হয়তো বলতে পারতেন, 'প্রভু, যদি তুমি আমাকে সুস্থ করো, তবে আমি তোমার বাক্য পালন করব।' কিন্তু না, তিনি খ্রীষ্টের বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি সুস্থ হয়েছেন, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করলেন; তিনি ইচ্ছাশক্তি হাঁটার জন্য, এবং তিনি হাঁটলেনও। তিনি খ্রীষ্টের বাক্য অনুসারে কাজ করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে শক্তি দিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। ---- *Steps to Christ* ,পৃষ্ঠা ৫০।

যিশু তাকে ঐশ্বরিক সাহায্যের কোনো আশ্বাস দেননি। লোকটি হয়তো সন্দেহ করতে পারত এবং আরোগ্য লাভের একমাত্র সুযোগটি হারাতে পারত। কিন্তু সে খ্রিষ্টের বাক্যে বিশ্বাস করেছিল এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে শক্তি লাভ করেছিল।

একই বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা আত্মিক আরোগ্য লাভ করতে পারি। পাপের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমাদের আত্মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আমরা নিজেরা পবিত্র জীবন যাপন করতে ঠিক ততটাই অক্ষম, যতটা অক্ষম ব্যক্তি হাঁটতে সক্ষম ছিল। এমন অনেকেই আছেন যারা নিজেদের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেই আত্মিক জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন যা তাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করবে; তারা তা লাভ করার জন্য বৃথা চেষ্টা করছেন। হতাশায় তারা আর্তনাদ করে বলেন, 'হায়, আমি এক হতভাগ্য মানুষ! কে আমাকে এই মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার করবে?' রোমীয় ৭:২৪, পার্শ্বটীকা। এই হতাশ ও সংগ্রামরত ব্যক্তিরা যেন ঊর্ধ্বে তাকান। ত্রাণকর্তা তাঁর রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্তদের উপর ঝুঁকে পড়ে অবর্ণনীয় কোমলতা ও করুণার সঙ্গে বলছেন, 'তুমি কি সুস্থ হতে চাও?' তিনি তোমাদেরকে সুস্থতা ও শান্তিতে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন। ---- *The Desire of Ages,* পৃষ্ঠা ২০৩।

খ. খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপীর জন্য কী প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে? ২ বংশাবলি ৭:১৪; হোশেয় ১৪:৪।

তুমি তোমার অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো না; তুমি তোমার হৃদয় পরিবর্তন করে নিজেকে পবিত্র করতে পারো না। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমার জন্য এই সবকিছু করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। *বিশ্বাস করুন* সেই প্রতিশ্রুতি। তুমি তোমার পাপ স্বীকার করো এবং নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করো। তুমিইচ্ছা তাঁর সেবা করা। আপনি যেইমাত্র এটা করবেন, ঈশ্বরও আপনার কাছে করা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। যদি আপনি প্রতিজ্ঞাটি বিশ্বাস করেন—বিশ্বাস করেন যে আপনাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং পবিত্র করা হয়েছে—ঈশ্বর সেই সত্যটি নিশ্চিত করেন; আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা হয়, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাঁটার শক্তি দিয়েছিলেন যখন সে বিশ্বাস করেছিল যে সে সুস্থ হয়েছে। আপনি যদি এটি বিশ্বাস করেন তবেই এটি সত্যি।

অপেক্ষা করবেন না, অনুভব করুন"যে তোমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছ, কিন্তু বলো, 'আমি এটা বিশ্বাস করি; এটা সত্যি, আমি অনুভব করি বলে নয়, বরং ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন বলে।'"---- *Steps to Christ*, পৃ. ৫১। [লেখকের ইটালিক হরফে লেখা।]

৩. প্রিয়জনের মধ্যে গৃহীত

মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট

ক. যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করলে অতীতের পাপগুলোর কী হয়? রোমীয় ৩:২৪, ২৫; ৫:১, ৯, ১০।

যিশু বলেন, 'তোমরা যা কিছু চাও, প্রার্থনা করার সময় বিশ্বাস করো যে তোমরা তা পাবে, তাহলেই পাবে।' মার্ক ১১:২৪। এই প্রতিজ্ঞার একটি শর্ত আছে—তা হলো, আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হলো আমাদেরকে পাপ থেকে শুচি করা, তাঁর সন্তান বানানো এবং একটি পবিত্র জীবন যাপন করতে সক্ষম করা। তাই আমরা এই আশীর্বাদগুলো চাইতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি যে আমরা তা পাই, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি যে আমরা তা পেয়েছি। *আছে*সেগুলো গ্রহণ করেছি। যীশুর কাছে গিয়ে শুচি হওয়া এবং কোনো লজ্জা বা অনুশোচনা ছাড়াই ব্যবস্থার সামনে দাঁড়ানো আমাদের বিশেষ অধিকার।"---- *Steps to Christ*, পৃ. ৫১।

খ. ঈশ্বরের সামনে বিশ্বাসীর মর্যাদা কী? রোমীয় ৮:১।

যদিও একজন খ্রীষ্টানের জীবন নম্রতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে, তবুও তা দুঃখ ও আত্ম-অবমাননা দ্বারা চিহ্নিত হওয়া উচিত নয়। এমনভাবে জীবনযাপন করা প্রত্যেকের জন্য একটি বিশেষ অধিকার, যাতে ঈশ্বর তাকে অনুমোদন ও আশীর্বাদ করেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা এটা নয় যে আমরা চিরকাল দণ্ড ও অন্ধকারের অধীনে থাকি। মাথা নত করে এবং হৃদয় আত্মচিন্তায় পূর্ণ রেখে চলার মধ্যে প্রকৃত নম্রতার কোনো প্রমাণ নেই। আমরা যীশুর কাছে গিয়ে শুদ্ধ হতে পারি এবং কোনো লজ্জা ও অনুশোচনা ছাড়াই বিধানের সামনে দাঁড়াতে পারি।---- *The Great Controversy,* পৃষ্ঠা ৪৭৭।

যখন আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি, তখন খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে। বিবেক দণ্ড থেকে মুক্ত হতে পারে। তাঁর রক্তে বিশ্বাসের মাধ্যমে, সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে সিদ্ধ হতে পারে। ... খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে কী ভাবেন, তা নিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, বরং ঈশ্বর আমাদের প্রতিনিধি খ্রীষ্ট সম্পর্কে কী ভাবেন, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। তোমরা প্রিয়তমের মধ্যে গৃহীত হয়েছ।---- *Selected Messages,* bk. 2, পৃষ্ঠা ৩২, ৩৩।

গ. যারা ঈশ্বরের সঙ্গে এই চুক্তিমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন, তাদের সকলের কোন পরিবর্তনটি উপলব্ধি করা উচিত? ১ পিতর ১:১৮, ১৯; ১ করিন্থীয় ৬:১৯, ২০; গালাতীয় ৩:২৬।

এখন থেকে তোমরা আর নিজেদের নও; তোমাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে। [১ পিতর ১:১৮, ১৯ উদ্ধৃত।] ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করার এই সহজ কাজের মাধ্যমেই পবিত্র আত্মা তোমার হৃদয়ে এক নতুন জীবনের জন্ম দিয়েছেন। তুমি ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এক সন্তানের মতো, এবং তিনি তাঁর পুত্রকে যেমন ভালোবাসেন, তেমনি তোমাকেও ভালোবাসেন।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৫১, ৫২।

৪. খ্রিস্টের সাথে পথচলা

বুধবার, ৫ আগস্ট

ক. একজন বিশ্বাসীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত? কলসীয় ২:৬।

এখন যেহেতু তুমি নিজেকে যীশুর কাছে সমর্পণ করেছ, তাই পিছিয়ে যেও না, তাঁর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিও না, বরং প্রতিদিন বলো, 'আমি খ্রীষ্টের; আমি নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছি;' এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমাকে তাঁর আত্মা দান করেন ও তাঁর অনুগ্রহে তোমাকে রক্ষা করেন। যেমন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ও তাঁকে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই তুমি তাঁর সন্তান হও, তেমনই তোমার তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করা উচিত। প্রেরিত বলেন, 'অতএব তোমরা যেমন প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে গ্রহণ করেছ, তেমনই তাঁর মধ্যে জীবনযাপন কর□।' কলসীয় ২:৬।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার আগে তাদের অবশ্যই পরীক্ষার মধ্যে থাকতে হবে এবং প্রভুর কাছে প্রমাণ করতে হবে যে তারা সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু তারা এখনই ঈশ্বরের আশীর্বাদ দাবি করতে পারে। তাদের দুর্বলতায় সাহায্য করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ, অর্থাৎ খ্রীষ্টের আত্মা, অবশ্যই প্রয়োজন, নইলে তারা মন্দকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। যীশু চান আমরা ঠিক যেমন আছি, পাপী, অসহায়, নির্ভরশীল অবস্থাতেই তাঁর কাছে আসি। আমরা আমাদের সমস্ত দুর্বলতা, মূর্খতা, পাপময়তা নিয়ে আসতে পারি এবং অনুতাপে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়তে পারি। তাঁর ভালোবাসার বাহুতে আমাদের জড়িয়ে ধরা, আমাদের ক্ষত বেঁধে দেওয়া এবং সমস্ত অপবিত্রতা থেকে আমাদের শুচি করাই তাঁর মহিমা। ---- *Steps to Christ*, পৃ. ৫২।

খ. শেখার প্রক্রিয়ায় করা ভুলের জন্য কী ব্যবস্থা আছে? ১ যোহন ২:১, ২।

এই সন্দেহ দূর করুন যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলো আপনার জন্য নয়। এগুলো প্রত্যেক অনুতপ্ত পাপীর জন্য। খ্রীষ্টের মাধ্যমে শক্তি ও অনুগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সেবাকারী স্বর্গদূতেরা প্রত্যেক বিশ্বাসী আত্মার কাছে পৌঁছে দেন। কেউই এত পাপী নয় যে সে যীশুর মধ্যে শক্তি, পবিত্রতা এবং ধার্মিকতা খুঁজে পাবে না, যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন তাদের

পাপ দ্বারা কলঙ্কিত ও দূষিত পোশাক খুলে নিতে এবং তাদের ধার্মিকতার শুভ্র বস্ত্র পরিয়ে দিতে; তিনি তাদের বাঁচতে বলেন, মরতে নয়। ---- Ibid, পৃষ্ঠা ৫২, ৫৩।

গ. এই যাত্রাপথে আমরা কীভাবে শক্তি পাই, তা ব্যাখ্যা করুন। ১ যোহন ১:৭; গালাতীয় ৫:১৬, ১৭, ২৫।

যারা প্রজ্ঞার পথে চলে, তারা দুঃখকষ্টের মধ্যেও অত্যন্ত আনন্দিত থাকে; কারণ যাঁকে তাদের আত্মা ভালোবাসে, তিনি অদৃশ্যভাবে তাদের পাশে পাশে চলেন। প্রতিটি ঊর্ধ্বমুখী পদক্ষেপে তারা তাঁর হাতের স্পর্শ আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে; প্রতি পদক্ষেপে অদৃশ্য থেকে মহিমার উজ্জ্বলতর দ্যুতি তাদের পথের উপর বর্ষিত হয়; এবং তাদের প্রশংসাগীতি, ক্রমশ উচ্চতর সুরে পৌঁছে, সিংহাসনের সামনে স্বর্গদূতদের গানের সাথে মিলিত হতে আরোহণ করে। ---- *Thoughts from the Mount of Blessing,* পৃষ্ঠা ১৪০।

৫. পিতার মুক্তিদায়ী ভালোবাসা

বৃহস্পতি, ৬ আগস্ট

ক. ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তগুলো কী কী? যিশাইয় ৫৫:৭; ৪৪:২২।

ঈশ্বর আমাদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করেন না। তাঁর চিন্তা হলো করুণা, ভালোবাসা এবং গভীরতম সহানুভূতি। ---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৫৩।

ঈশ্বরের তিরস্কারে যে ব্যক্তি দায়ূদের মতো স্বীকারোক্তি ও অনুতাপের দ্বারা আত্মাকে নম্র করে, সে নিশ্চিত থাকতে পারে যে তার জন্য আশা আছে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে, সে ক্ষমা লাভ করবে। প্রভু কোনো প্রকৃত অনুতপ্ত আত্মাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না। ---- *Patriarchs and Prophets,* পৃ. ৭২৬।

খ. যারা বিপথে চলে গেছে, তাদের সকলের প্রতি আমাদের স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত মনোভাব কী? যিহিষ্কেল ১৮:৩২; লূক ১৫:১৮-২০।

শয়তান ঈশ্বরের আশীর্বাদপূর্ণ আশ্বাসগুলো চুরি করে নিতে প্রস্তুত। সে আত্মা থেকে আশার প্রতিটি ক্ষীণ আলো এবং আলোর প্রতিটি রশ্মি কেড়ে নিতে চায়; কিন্তু তোমরা তাকে এটা করতে দেবে না। প্রলোভনকারীর কথায় কান দিও না, বরং বলো, 'যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন যেন আমি বাঁচতে পারি। তিনি আমাকে ভালোবাসেন এবং চান না যে আমি বিনষ্ট হই। ...' এই দৃষ্টান্তটি তোমাদের বল□ দেয়, ভবঘুরে ব্যক্তিকে কীভাবে গ্রহণ করা হবে: [লূক ১৫:১৮-২০ উদ্ধৃত]।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি, যতই কোমল ও মর্মস্পর্শী হোক না কেন, স্বর্গীয় পিতার অসীম করুণা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। প্রভু তাঁর ভাববাদীর মাধ্যমে ঘোষণা করেন, 'আমি তোমাকে অনন্ত প্রেম দিয়ে ভালোবেসেছি:তাই দয়াপূর্বক আমি তোমাকে আকর্ষণ করেছি। যিরমিয় ৩১:৩। পাপী যখন পিতার গৃহ থেকে দূরে থাকে, অচেনা দেশে তার ধনসম্পদ অপচয় করে, তখনও পিতার হৃদয় তার জন্য ব্যাকুল থাকে; এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য আত্মায় জাগ্রত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা হলো তাঁর আত্মারই এক কোমল মিনতি, যা সেই পথভ্রষ্টকে তাঁর পিতার প্রেমময় হৃদয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অনুনয় করে ও টেনে নিয়ে যায়।"---*Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৫৩, ৫৪।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ৭ আগস্ট

১. যার পাপ ক্ষমা করা হয়, তার আত্মায় কী প্রবেশ করে?
২. বেথেসডার সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটি কেন হঠাৎ হাঁটতে পারল?
৩. যখন আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকে?
৪. খ্রিস্টের সঙ্গে বিজয়ীর মতো চলার রহস্য কী?
৫. শয়তানের বিদ্বেষ এবং পিতার মুক্তিদায়ী ভালোবাসার মধ্যকার বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করুন।

বিশ্রামবার, ১৫ই আগস্ট, ২০২৬ **পাঠ ৭**

শিষ্যত্বের পরীক্ষা

মুখস্ত পদ :"অতএব, যদি কেউ খ্রীষ্টে থাকে, তবে সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরাতন বিষয় সকল গত হয়েছে; দেখ, সমস্তই নতুন হয়েছে" (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,*অধ্যায় ৭, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৫

মাঝে মাঝে করা ভালো কাজ বা মন্দ কাজের দ্বারা চরিত্র প্রকাশিত হয় না, বরং অভ্যস্ত কথাবার্তা ও কাজের প্রবণতার মাধ্যমেই তা প্রকাশ পায়।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৫৭, ৫৮।

১. আত্মার কাজ

রবিবার, ৯ আগস্ট

ক. ধর্মান্তরের কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে খ্রীষ্ট কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? যোহন ৩:৫-৮।

একজন ব্যক্তি হয়তো ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঠিক সময় বা স্থান বলতে পারেন না, কিংবা এর সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের সন্ধান করতে পারেন না; কিন্তু এটি তাকে অধর্মান্তরিত প্রমাণ করে না। ... বাতাসের মতো, যা অদৃশ্য, অথচ যার প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা ও অনুভব করা যায়, মানব হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের আত্মার কাজও ঠিক তেমনই। সেই পুনরুজ্জীবিতকারী শক্তি, যা কোনো মানব চোখ দেখতে পায় না, আত্মায় এক নতুন জীবনের জন্ম দেয়; এটি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে এক নতুন সত্তা সৃষ্টি করে।---- *Steps to Christ,* পৃ. ৫৭।

খ. প্রকৃতভাবে রূপান্তরিত ব্যক্তিদের জীবনে কী কী পরিবর্তন দেখা যাবে? রোমীয় ১২:৯-১৮; ২ করিন্থীয় ৫:১৭।

যদিও আমরা আমাদের হৃদয় পরিবর্তন করতে বা ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে কিছুই করতে পারি না; যদিও আমাদের নিজেদের বা নিজেদের সৎকর্মের উপর একেবারেই ভরসা করা উচিত নয়, তবুও আমাদের জীবনই প্রকাশ করবে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের অন্তরে বাস করছে কি না।

চরিত্রে, অভ্যাসে, কর্মে একটি পরিবর্তন দেখা যাবে। তারা আগে যা ছিল এবং এখন যা, তার মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হবে। . . .

এটা সত্য যে, খ্রিষ্টের নবায়নকারী শক্তি ছাড়াই বাহ্যিক আচরণে সঠিকতা থাকতে পারে। প্রভাব বিস্তারের ভালোবাসা এবং অন্যের সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা একটি সুশৃঙ্খল জীবন তৈরি করতে পারে। আত্মসম্মান আমাদের মন্দ কাজের আভাস এড়াতে পরিচালিত করতে পারে। একটি স্বার্থপর হৃদয়ও উদার কাজ করতে পারে। তাহলে, কীসের মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করব যে আমরা কার পক্ষে আছি?

"হৃদয়টি কার? আমাদের চিন্তাভাবনা কার কাছে?" ----Ibid, পৃ. ৫৭, ৫৮।

২. এক নতুন সত্তা হতে

সোমবার, ১০ আগস্ট

ক. পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা কী ফল উৎপন্ন হয়? গালাতীয় ৫:২২, ২৩।

যারা খ্রীষ্ট যীশুতে নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হয়, তারা আত্মার ফল উৎপন্ন করবে। ... যে বিষয়গুলো তারা একসময় ঘৃণা করত, এখন তা ভালোবাসে, এবং যে বিষয়গুলো তারা একসময় ভালোবাসত, এখন তা ঘৃণা করে। অহংকারী ও আত্মম্ভরীরা হৃদয়ে নম্র ও বিনয়ী হয়ে যায়। দাম্ভিক ও দাম্ভিকরা গম্ভীর ও সংযত হয়ে যায়। মাতালরা সংযমী হয়, এবং দুশ্চরিত্ররা পবিত্র হয়। জগতের অসার রীতিনীতি ও প্রথাগুলো বর্জন করা হয়। খ্রীষ্টানরা 'বাহ্যিক সাজসজ্জা'র অন্বেষণ করবে না, কিন্তু 'হৃদয়ের সেই গুপ্ত মানুষটির' অন্বেষণ করবে, যা অবিনশ্বর, অর্থাৎ এক নম্র ও শান্ত আত্মার অলঙ্কার। ১ পিতর ৩:৩, ৪। Steps to Christ,পৃষ্ঠা ৫৮, ৫৯।

পবিত্র আত্মার প্রভাব হলো আত্মার মধ্যে খ্রীষ্টের জীবন। আমরা খ্রীষ্টকে দেখি না বা তাঁর সাথে কথা বলি না, কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মা এক জায়গায় যেমন আমাদের নিকটে থাকেন, অন্য জায়গায়ও ঠিক তেমনই থাকেন। যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ও তাদের মাধ্যমে এটি কাজ করে। যারা আত্মার অন্তর্বাস জানে, তারা আত্মার ফলগুলো প্রকাশ করে—প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহনশীলতা, নম্রতা, মঙ্গলভাব ও বিশ্বাস।---- *The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১১২।

খ. প্রকৃত অনুতাপের প্রমাণ কী? যিহিষ্কেল ৩৩:১৪, ১৫।

প্রকৃত অনুতাপের কোনো প্রমাণ নেই, যদি না তা সংস্কার সাধন করে। যদি সে বন্ধক ফিরিয়ে দেয়, যা চুরি করেছিল তা আবার দিয়ে দেয়, নিজের পাপ স্বীকার করে এবং ঈশ্বর ও তার সহমানবদের ভালোবাসে, তবে পাপী নিশ্চিত হতে পারে যে সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

যখন আমরা ভ্রান্ত ও পাপী সত্তা হিসেবে খ্রীষ্টের কাছে আসি এবং তাঁর ক্ষমাশীল অনুগ্রহের অংশীদার হই, তখন হৃদয়ে প্রেম জেগে ওঠে। প্রতিটি বোঝা হালকা হয়ে যায়, কারণ খ্রীষ্টের দেওয়া জোয়াল সহজ। কর্তব্য আনন্দে পরিণত হয় এবং ত্যাগ সুখে রূপান্তরিত হয়। যে পথ আগে অন্ধকারে ঢাকা বলে মনে হতো, তা ধার্মিকতার সূর্যের কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টের চরিত্রের মাধুর্য তাঁর অনুগামীদের মধ্যে দেখা যাবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাই ছিল তাঁর আনন্দ। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর মহিমার জন্য উদ্যোগ, আমাদের ত্রাণকর্তার জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল। ভালোবাসা তাঁর সমস্ত কাজকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করেছিল। ভালোবাসা ঈশ্বরেরই দান। পবিত্রকরণবিহীন হৃদয় এর উৎপত্তি বা সৃষ্টি করতে পারে না। এটি কেবল সেই হৃদয়েই পাওয়া যায় যেখানে যীশু রাজত্ব করেন। 'আমরা ভালোবাসি, কারণ তিনি প্রথমে আমাদের ভালোবাসলেন।' ১ যোহন ৪:১৯, আর.ভি.। ঐশ্বরিক অনুগ্রহে নবায়িত হৃদয়ে, ভালোবাসাই কর্মের মূলনীতি। এটি চরিত্রকে পরিবর্তন করে, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কামনাকে সংযত করে, শত্রুতা দমন করে এবং স্নেহকে মহিমান্বিত করে। আত্মায় লালিত এই ভালোবাসা জীবনকে মধুর করে তোলে এবং চারপাশের সকলের উপর এক পরিশোধনকারী প্রভাব ফেলে।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৫৯।

৩. দুটি ত্রুটি

মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট

ক. অনেক নামধারী খ্রীষ্টান কোন কোন বিপজ্জনক ভ্রান্তি মেনে নেয়? ফিলিপীয় ৩:৯; রোমীয় ১০:৩; যাকোব ২:১৭।

দুটি ভুল আছে, যেগুলোর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সন্তানদের—বিশেষ করে যারা সবেমাত্র তাঁর অনুগ্রহে বিশ্বাস স্থাপন করেছে—বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রথমটি, যা নিয়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে, তা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য আনার জন্য নিজেদের কাজের দিকে তাকানো এবং নিজেদের সাধ্যমতো যেকোনো কিছুর ওপর ভরসা করা। যে ব্যক্তি বিধান পালনের মাধ্যমে নিজের কাজের দ্বারা পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করে, সে এক অসম্ভব কাজ করার চেষ্টা করছে। খ্রীষ্টকে ছাড়া মানুষ যা কিছু করতে পারে, তা স্বার্থপরতা ও পাপে কলুষিত। একমাত্র খ্রীষ্টের অনুগ্রহই, বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমাদের পবিত্র করতে পারে।

এর বিপরীত এবং কোনো অংশে কম বিপজ্জনক নয় এমন ভ্রান্তিটি হলো এই যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরের বিধি-বিধান পালন করা থেকে মুক্তি দেয়; এবং যেহেতু কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অংশীদার হই, তাই আমাদের পরিত্রাণের সাথে আমাদের কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৫৯, ৬০।

খ. নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা কীভাবে এটা স্পষ্ট করে যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহ আমাদেরকে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা পালন করা থেকে অব্যাহতি দেয় না? ইব্রীয় ৮:১০; ১০:১৬।

ঈশ্বরের বিধান তাঁরই স্বয়ং প্রকৃতির এক প্রকাশ; এটি প্রেমের মহান নীতির এক মূর্ত প্রতীক, এবং সেই কারণেই স্বর্গ ও পৃথিবীতে তাঁর শাসনের ভিত্তি। যদি আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নবায়িত হয়, যদি ঐশ্বরিক প্রেম আত্মায় রোপিত হয়, তবে কি ঈশ্বরের বিধান জীবনে বাস্তবায়িত হবে না? যখন প্রেমের নীতি হৃদয়ে রোপিত হয়, যখন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তিতে নবায়িত হয়, তখন নতুন নিয়মের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় [ইব্রীয় ১০:১৬ উদ্ধৃত]। আর যদি বিধান হৃদয়ে লেখা থাকে, তবে তা কি জীবনকে গঠন করবে না? বাধ্যতা—প্রেমের সেবা ও আনুগত্য—শিষ্যত্বের প্রকৃত চিহ্ন। ---- Ibid, পৃষ্ঠা ৬০।

ঈশ্বর এই সময়ে ঠিক তাই চান যা তিনি এদেনের সেই পবিত্র দম্পতির কাছে চেয়েছিলেন—তাঁর বিধানের প্রতি নিখুঁত বাধ্যতা। তাঁর বিধান সর্বযুগে একই থাকে। পুরাতন নিয়মে উপস্থাপিত ধার্মিকতার মহান মান নতুন নিয়মে অবনমিত হয়নি। ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের দাবিগুলোকে দুর্বল করা সুসমাচারের

কাজ নয়, বরং মানুষকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করা যেখানে তারা এর অনুশাসনগুলো পালন করতে পারে।

খ্রীষ্টের প্রতি যে বিশ্বাস আত্মাকে পরিত্রাণ দেয়, তা অনেকে যেভাবে উপস্থাপন করে, আসলে তেমন নয়। তাদের চিৎকার হলো, 'বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো; শুধু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করো, তাহলেই তুমি পরিত্রাণ পাবে। তোমাকে শুধু এটুকুই করতে হবে।' অথচ প্রকৃত বিশ্বাস পরিত্রাণের জন্য সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করে এবং তা ঈশ্বরের বিধানের নিখুঁত অনুবর্তিতার দিকে পরিচালিত করে।---- *The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৭৩।

৪. পরিত্রাণ একটি বিনামূল্যের উপহার বুধবার, ১২ আগস্ট

ক. অনন্ত জীবনের প্রার্থীদের কাছে কী প্রত্যাশা করা হয়? ১ যোহন ৫:২, ৩; ১ করিন্থীয় ৭:১৯।

যদি তুমি নিজেকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করো এবং তাঁকে তোমার ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে তোমার জীবন যতই পাপপূর্ণ হোক না কেন, তাঁর খাতিরে তোমাকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়। তোমার চরিত্রের পরিবর্তে খ্রীষ্টের চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঈশ্বরের সামনে তুমি এমনভাবে গৃহীত হও, যেন তুমি কোনো পাপই করোনি।

এর চেয়েও বড় কথা হলো, খ্রীষ্ট হৃদয় পরিবর্তন করেন। তিনি বিশ্বাসের দ্বারা তোমার হৃদয়ে বাস করেন। বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে তোমার ইচ্ছার ক্রমাগত আত্মসমর্পণের দ্বারা তোমাকে খ্রীষ্টের সাথে এই সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে; এবং যতক্ষণ তুম তা করবে, তিনি তোমার মধ্যে কাজ করবেন যেন তুমি তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ইচ্ছা করতে ও কাজ করতে পারো। সুতরাং তুমি বলতে পারো, 'আমি এখন এই নশ্বর দেহে যে জীবন যাপন করছি, তা ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসে যাপন করছি, যিনি আমাকে ভালোবাসলেন এবং আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন।' গালাতীয় ২:২০। তাই যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা কথা বলছ না, কিন্তু তোমাদের পিতার আত্মা তোমাদের মধ্যে কথা বলছেন।' মথি ১০:২০। তখন খ্রীষ্ট তোমার মধ্যে কাজ করার ফলে, তুমি সেই একই আত্মা প্রকাশ করবে এবং সেই একই সৎকর্ম করবে—ধার্মিকতা ও বাধ্যতার কাজ।

সুতরাং আমাদের নিজেদের মধ্যে গর্ব করার মতো কিছুই নেই। আত্মগৌরব করার কোনো ভিত্তি আমাদের নেই। আমাদের আশার একমাত্র ভিত্তি হলো আমাদের উপর আরোপিত খ্রীষ্টের ধার্মিকতা এবং তাঁর আত্মার দ্বারা আমাদের মধ্যে ও আমাদের মাধ্যমে সাধিত ধার্মিকতা।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৬২, ৬৩।

খ. যদিও প্রভু সকলের পরিত্রাণ লাভের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তবুও কেন কিছু লোক পথভ্রষ্ট হয়? ইফিষীয় ২:৮, ৯; প্রেরিত ৪:১২; রোমীয় ৯:৩০-৩৩।

মানুষকে বাধ্যতা থেকে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে, বিশ্বাসই—এবং কেবল বিশ্বাসই—আমাদেরকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অংশীদার করে তোলে, যা আমাদেরকে বাধ্যতা পালনে সক্ষম করে। . . .

খ্রীষ্টের প্রতি সেই তথাকথিত বিশ্বাস, যা মানুষকে ঈশ্বরের বাধ্যতার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবি করে, তা বিশ্বাস নয়, বরং ঔদ্ধত্য। 'অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ।' কিন্তু 'বিশ্বাস, যদি কর্মবিহীন হয়, তবে তা মৃত।' ইফিষীয় ২:৮; যাকোব ২:১৭। পৃথিবীতে আসার আগে যীশু নিজের বিষয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতে আনন্দিত; হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থা আমার হৃদয়ের অন্তরে আছে।' গীতসংহিতা ৪০:৮। এবং স্বর্গে পুনরায় আরোহণের ঠিক আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি আমার পিতার আদেশ পালন করেছি এবং তাঁর প্রেমে বাস করি।' যোহন ১৫:১০। শাস্ত্র বলে, 'এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে আমরা তাঁকে জানি, যদি আমরা তাঁর আদেশ পালন করি। ... যে বলে সে তাঁর মধ্যে বাস করে, তারও উচিত তাঁর মতো করে চলা।' ১ যোহন ২:৩-৬। 'কারণ খ্রীষ্টও আমাদের জন্য দুঃখভোগ করেছেন, আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যেন তোমরা...' তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত।' ১ পিতর ২:২১।" Ibid, পৃ. ৬০-৬২।

৫. বিশ্বাসে অটল থাকা

বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট

ক. প্রেরিত পৌল কীভাবে বিজয়ী জীবনযাপন করেছিলেন? ১ করিন্থীয় ১৫:৩০, ৩১।

বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে নিজের ইচ্ছার ক্রমাগত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তোমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে; এবং যতক্ষণ তুমি তা করবে, তিনি তোমার মধ্যে কাজ করবেন যেন তুমি তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ইচ্ছা করতে ও কাজ করতে পারো। Steps to Christ, পৃষ্ঠা ৬২, ৬৩।

খ্রীষ্ট তাঁর মানব রূপে এক নিখুঁত চরিত্র গঠন করেছিলেন, এবং এই চরিত্রটি তিনি আমাদের দান করতে চান। 'আমাদের সমস্ত ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের ন্যায়।' যিশাইয় ৬৪:৬। আমরা নিজেরা যা কিছু করতে পারি, তার সবই পাপ দ্বারা কলুষিত। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র 'আমাদের পাপ হরণ করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিলেন; এবং তাঁর মধ্যে কোনো পাপ নেই।'... খ্রীষ্ট ব্যবস্থার প্রতিটি বিধানের প্রতি বাধ্য ছিলেন। তিনি নিজের বিষয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতে আনন্দিত; হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থা আমার হৃদয়ের অন্তরে আছে।' গীতসংহিতা ৪০:৮।... তাঁর নিখুঁত বাধ্যতার দ্বারা তিনি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা সম্ভব করেছেন। যখন আমরা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করি, তখন হৃদয় তাঁর হৃদয়ের সাথে এক হয়ে যায়, ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার সাথে মিশে যায়, মন তাঁর মনের সাথে এক হয়ে যায়, চিন্তা তাঁর কাছে বন্দী হয়; আমরা তাঁর জীবন যাপন করি। তাঁর ধার্মিকতার পোশাকে আবৃত হওয়ার অর্থ এটাই।---- *Christ's Object Lessons*, পৃষ্ঠা ৩১১, ৩১২।

খ. গীতরচক তাঁর নিজের জীবনে কী আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন? গীতসংহিতা ১১৯:৯৭।

যখন আমরা বিশ্বাসের কথা বলি, তখন একটি পার্থক্য মনে রাখা উচিত। এক ধরনের বিশ্বাস আছে যা আস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও শক্তি, তাঁর বাক্যের সত্যতা—এগুলো এমন বাস্তব সত্য যা এমনকি শয়তান ও তার অনুচরেরাও মনে মনে অস্বীকার করতে পারে না। বাইবেল বলে যে, 'শয়তানরাও বিশ্বাস করে ও কম্পিত হয়;' কিন্তু এটা বিশ্বাস নয়। যাকোব ২:১৯। যেখানে কেবল ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসই নয়, বরং তাঁর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা হয়; যেখানে হৃদয় তাঁর কাছে সমর্পিত হয়, অনুরাগ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকে,

সেখানেই বিশ্বাস—সেই বিশ্বাস যা ভালোবাসার দ্বারা কাজ করে এবং আত্মাকে শুদ্ধ করে। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে হৃদয় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নবায়িত হয়।---- *Steps to Christ,* পৃ. ৬৩।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১৪ আগস্ট

১. ধর্মান্তরের প্রমাণ বর্ণনা করুন।
২. পুরাতন মানুষ এবং নতুন মানুষের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে পরিহারযোগ্য দুটি বিপদ বর্ণনা করুন।
৪. অনুগ্রহের অধীনে জীবনযাপন করার সময় বাধ্যতার স্থান কোথায়?
৫. যখন হৃদয়ে খ্রিষ্ট বিরাজ করেন, তখন কোন চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যসমূহ লালিত হয়?

বিশ্রামবার, ২২শে আগস্ট, ২০২৬ **পাঠ ৮**

খ্রীষ্টে বেড়ে ওঠা

মুখস্ত পদ :"সিয়োনে শোককারীদের জন্য আমি এই বিধান করি, যেন আমি ভস্মের পরিবর্তে সৌন্দর্য, শোকের পরিবর্তে আনন্দের তৈল এবং ভারাক্রান্ত আত্মার পরিবর্তে প্রশংসার বস্ত্র দান করি; যেন তারা ধার্মিকতার বৃক্ষ ও প্রভুর রোপণ বলে অভিহিত হতে পারে এবং তিনি মহিমান্বিত হন" (যিশাইয় ৬১:৩)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,* অধ্যায় ৮, পৃষ্ঠা ৬৭-৭৫।

পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য আপনি খ্রীষ্টের উপর ঠিক ততটাই নির্ভরশীল, যতটা একটি শাখা তার বৃদ্ধি ও ফলপ্রসূতার জন্য মূল কাণ্ডের উপর নির্ভরশীল। *খ্রিস্টের পথে পদক্ষেপ,*পৃষ্ঠা ৬৯।

১. বৃদ্ধির চাবিকাঠি

রবিবার, ১৬ আগস্ট

ক. পবিত্র শাস্ত্র কীভাবে খ্রীষ্টীয় বিকাশের দৃষ্টান্ত দেয়? যিশাইয় ৬১:৩; ১ পিতর ২:২; ইফিষীয় ৪:১৪, ১৫; মার্ক ৪:২৬, ২৭।

মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও দক্ষতাও প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম বস্তুতে জীবন সৃষ্টি করতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের স্বয়ং প্রদত্ত জীবনের মাধ্যমেই উদ্ভিদ বা প্রাণী বাঁচতে পারে। ঠিক তেমনি, একমাত্র ঈশ্বর প্রদত্ত জীবনের মাধ্যমেই মানুষের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ম হয়। ---- *Steps to Christ,* পৃ. ৬৭।

খ. বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খ্রীষ্টের উপর আমাদের নির্ভরতা কীসে চিত্রিত হয়? হোশেয় ১৪:৫-৭; ১ করিন্থীয় ৩:৬, ৭।

তাঁর পুত্রের অতুলনীয় উপহারের মাধ্যমে, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বকে অনুগ্রহের এক আবহে ঘিরে রেখেছেন, যা বিশ্বজুড়ে পরিভ্রমণকারী বায়ুর মতোই বাস্তব। যারা এই জীবনদায়ী আবহে শ্বাস নিতে ইচ্ছুক, তারা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন লাভ করবে এবং পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও নারী হিসেবে বেড়ে উঠবে।

ফুল যেমন সূর্যের দিকে ফেরে, যাতে তার উজ্জ্বল রশ্মি তার সৌন্দর্য ও প্রতিসাম্যকে পূর্ণতা দানে সাহায্য করে, তেমনি আমাদেরও ধার্মিকতার সূর্যের দিকে ফেরা উচিত, যাতে স্বর্গীয় আলো আমাদের উপর কিরণ দেয় এবং আমাদের চরিত্র খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বিকশিত হয়। ---- Ibid, পৃষ্ঠা ৬৮।

২. আমাদের অসহায় অবস্থা

সোমবার, ১৭ আগস্ট

ক. আমাদের প্রভু তাঁর পার্থিব পরিচর্যা শেষ করার ঠিক আগে তাঁর শিষ্যদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন? যোহন ১৫:৪-৭।

অনেকেরই এমন ধারণা আছে যে, কাজের কিছু অংশ তাদের একাই করতে হবে। তারা পাপের ক্ষমার জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু এখন তারা

নিজেদের চেষ্টায় সৎ জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু এই ধরনের প্রতিটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যীশু বলেন, 'আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না।' অনুগ্রহে আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের আনন্দ, আমাদের উপযোগিতা—এই সবই খ্রীষ্টের সাথে আমাদের মিলনের উপর নির্ভর করে। তাঁর সাথে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে সহভাগিতার মাধ্যমে—তাঁর মধ্যে অবস্থান করার মাধ্যমেই—আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করি। তিনি কেবল আমাদের বিশ্বাসের প্রণেতা নন, বরং সমাপ্তকারীও। খ্রীষ্টই প্রথম, শেষ এবং সর্বদা। তিনি কেবল আমাদের যাত্রার শুরুতে এবং শেষে নন, বরং পথের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সাথে থাকবেন।---*Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৬৯।

যদি তুমি খ্রীষ্টের বিদ্যালয়ে নম্রতা ও হৃদয়ের বিনয় শিখতে ইচ্ছুক হও, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্রাম ও শান্তি দেবেন। নিজের ইচ্ছা ও নিজের পথ ত্যাগ করা এক ভয়ানক কঠিন সংগ্রাম। কিন্তু এই শিক্ষা লাভ করলে, তুমি বিশ্রাম ও শান্তি খুঁজে পাবে। অহংকার, স্বার্থপরতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই জয় করতে হবে; তোমার ইচ্ছাকে খ্রীষ্টের ইচ্ছার মধ্যে বিলীন হতে হবে। সমগ্র জীবন এক অবিরাম প্রেমের উৎসর্গে পরিণত হতে পারে, প্রতিটি কাজ হবে প্রেমের প্রকাশ এবং প্রতিটি কথা হবে প্রেমের উচ্চারণ। যেমন দ্রাক্ষালতার জীবন কাণ্ড ও গুচ্ছের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, নিচের তক্তগুলিতে নেমে যায় এবং সবচেয়ে উপরের পাতায় পৌঁছায়, তেমনি খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও প্রেম আত্মার মধ্যে প্রস্ফলিত ও উপচে পড়বে, তার গুণাবলী সত্তার প্রতিটি অংশে প্রেরণ করবে এবং শরীর ও মনের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে পরিব্যাপ্ত করবে। ----*The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]* ,খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০৯১, ১০৯২।

খ. খ্রীষ্টে বৃদ্ধি পাওয়ার রহস্য কী? কলসীয় ২:৬; ইব্রীয় ১০:৩৮।

তুমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছ, যেন তুমি তাঁর সেবা ও আজ্ঞা পালন করতে পারো, এবং তুমি খ্রীষ্টকে তোমার ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছ। তুমি নিজে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বা তোমার হৃদয় পরিবর্তন করতে পারতে না; কিন্তু নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে, তুমি বিশ্বাস করো যে, তিনি খ্রীষ্টের খাতিরে তোমার জন্য এই সবকিছু করেছেন। বিশ্বাস তুমি খ্রীষ্টের হয়েছ, এবং বিশ্বাসের দ্বারা তোমাকে তাঁর মধ্যে বেড়ে উঠতে হবে—

দেওয়া ও নেওয়ার মাধ্যমে। তোমাকে দিন তোমার হৃদয়, তোমার ইচ্ছা, তোমার সেবা—সবকিছু তাঁর কাছে সমর্পণ করো, যেন তুমি তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন করতে পারো; এবং তোমাকে অবশ্যই...গ্রহণ করুন সকল—খ্রীষ্ট, সকল আশীর্বাদের পূর্ণতা, যেন তিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তোমাদের শক্তি, তোমাদের ধার্মিকতা, তোমাদের চিরস্থায়ী সহায়ক হন—এবং তোমাদের আজ্ঞা পালনের শক্তি দেন। ---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৬৯, ৭০।

৩. দৈনিক উৎসর্গ

মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট

ক. প্রতিদিনের শুরুতে ঈশ্বরের সন্তানদের প্রথম কর্তব্য কী? গীতসংহিতা ৫:৩।

সকালে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করুন; এটিকে আপনার সর্বপ্রথম কাজ করুন। আপনার প্রার্থনা হোক, 'হে প্রভু, আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করে নাও। আমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা তোমার চরণে সমর্পণ করছি। আজ আমাকে তোমার সেবায় ব্যবহার করো। আমার সঙ্গে থাকো, এবং আমার সমস্ত কাজ যেন তোমার মধ্যেই সম্পন্ন হয়।' এটি একটি দৈনন্দিন বিষয়। প্রতিদিন সকালে সেই দিনের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করুন। আপনার সমস্ত পরিকল্পনা তাঁর কাছে সমর্পণ করুন, যা তাঁর বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে বা পরিত্যক্ত হবে। এইভাবে দিন দিন আপনি আপনার জীবন ঈশ্বরের হাতে তুলে দিতে পারেন, এবং এভাবেই আপনার জীবন খ্রীষ্টের জীবনের আদলে আরও বেশি করে গঠিত হবে। ---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৭০।

খ. খ্রিস্ট প্রতিদিন কী আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন? মথি ১১:২৮, ২৯।

খ্রীষ্টে জীবন মানেই এক প্রশান্তিময় জীবন। সেখানে হয়তো অনুভূতির কোনো উচ্ছ্বাস থাকবে না, কিন্তু এক অবিচল, শান্তিপূর্ণ আস্থা থাকা উচিত। আপনার আশা নিজের উপর নয়; তা খ্রীষ্টের উপর। আপনার দুর্বলতা তাঁর শক্তির সাথে, আপনার অজ্ঞতা তাঁর প্রজ্ঞার সাথে, আপনার ভঙ্গুরত তাঁর চিরস্থায়ী পরাক্রমের সাথে একীভূত। তাই আপনার নিজের দিকে তাকানো উচিত নয়,

মনকে আত্মকেন্দ্রিক হতে দেওয়া উচিত নয়, বরং খ্রীষ্টের দিকে তাকানো উচিত। মনকে তাঁর ভালোবাসার উপর, তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার উপর নিবদ্ধ হতে দিন। খ্রীষ্ট তাঁর আত্মত্যাগে, খ্রীষ্ট তাঁর নম্রতায়, খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্রতা ও পুণ্যে, খ্রীষ্ট তাঁর অতুলনীয় ভালোবাসায়—এটাই আত্মার ধ্যানের বিষয়। তাঁকে ভালোবাসার মাধ্যমে, তাঁকে অনুকরণ করার মাধ্যমে, সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভর করার মাধ্যমেই আপনি তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হবেন।---- Ibid, পৃষ্ঠা ৭০, ৭১।

গ. মনের শান্তি লাভের চাবিকাঠি কী? যিশাইয় ২৬:৩, ৪; ৩০:১৫।

যারা খ্রীষ্টের বাক্যকে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের আত্মাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে ও জীবন তাঁর ব্যবস্থাপনায় সমর্পণ করে, তারা শান্তি ও স্থিরতা খুঁজে পাবে। জগতের কোনো কিছুই তাদের দুঃখ দিতে পারে না, যখন যীশু তাঁর উপস্থিতিতে তাদের আনন্দিত করেন। নিখুঁত সম্মতির মধ্যেই রয়েছে নিখুঁত বিশ্রাম। ... আমাদের জীবন হয়তো জট পাকানো মনে হতে পারে; কিন্তু যখন আমরা নিজেদেরকে সেই প্রজ্ঞাময় প্রধান কর্মীর কাছে সঁপে দিই, তখন তিনি জীবন ও চরিত্রের এমন এক রূপ ফুটিয□□ তুলবেন যা তাঁর নিজেরই মহিমার কারণ হবে।

যেহেতু যীশুর মাধ্যমে আমরা বিশ্রামে প্রবেশ করি, তাই স্বর্গ এখান থেকেই শুরু হয়। আমরা তাঁর 'এসো, আমার কাছ থেকে শেখো'—এই আহ্বানে সাড়া দিই এবং এভাবে আসার মাধ্যমেই আমাদের অনন্ত জীবন শুরু হয়।---- *he Desire of Ages*, পৃষ্ঠা ৩৩১।

৪. মন পরিবর্তনে সাহায্য করে

বুধবার, ১৯ আগস্ট

ক. নিজের দিকে না তাকিয়ে মনকে যীশুর ওপর নিবদ্ধ রাখলে তার ফল কী হয়? ২ করিন্থীয় ৩:১৮।

বিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিরন্তর যীশুর দিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা শক্তি লাভ করব। ঈশ্বর তাঁর ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত লোকদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়গুলো প্রকাশ করবেন। তারা জানতে পারবে যে খ্রীষ্ট একজন ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা। তাঁর বাক্য

থেকে পুষ্টি লাভ করার মাধ্যমে তার উপলব্ধি করবে যে তা আত্মা ও জীবনস্বরূপ। এই বাক্য জাগতিক, পার্থিব স্বভাবকে ধ্বংস করে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে এক নতুন জীবন দান করে। পবিত্র আত্মা সান্ত্বনাদাতা রূপে আত্মার কাছে আসেন। তাঁর অনুগ্রহের রূপান্তরকারী শক্তির দ্বারা শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পুনরুৎপাদিত হয়; সে এক নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হয়। ঘৃণার জায়গায় প্রেম আসে এবং হৃদয় ঐশ্বরিক সাদৃশ্য লাভ করে। ---- *he Desire of Ages*, পৃষ্ঠা ৩৯১।

যখন মন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, তখন তা শক্তি ও জীবনের উৎস খ্রীষ্ট থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এই কারণেই ত্রাণকর্তা থেকে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখা এবং এর মাধ্যমে খ্রীষ্টের সাথে আত্মার মিলন ও সংযোগে বাধা দেওয়াই শয়তানের নিরন্তর প্রচেষ্টা। জাগতিক সুখ, জীবনের দুশ্চিন্তা, জটিলতা ও দুঃখ, অন্যের দোষ, অথবা আপনার নিজের দোষ ও অপূর্ণতা—এগুলোর যেকোনো একটি বা সবগুলোর দিকে সে মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে চাইবে। তার চক্রান্তে বিভ্রান্ত হবেন না। যারা সত্যিই বিবেকবান এবং ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে চায়, তাদের অনেককেই সে প্রায়শই তাদের নিজেদের দোষ ও দুর্বলতার উপর মনোযোগ দিতে প্ররোচিত করে, এবং এভাবে তাদেরকে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সে বিজয় লাভের আশা করে। আমাদের নিজেদেরকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা উচিত নয় এবং আমরা পরিত্রাণ পাব কি না, সেই উদ্বেগ ও ভয়ে মগ্ন থাকা উচিত নয়। এই সবকিছুই আত্মাকে আমাদের শক্তির উৎস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আপনার আত্মার ভার ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিন এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখুন। যীশুর কথা বলুন ও তাঁর কথা ভাবুন। তাঁর মধ্যে নিজেকে বিলীন হতে দিন। ---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৭১, ৭২।

খ. খ্রিস্টের সঙ্গে প্রতিদিনের ধর্মপ্রচারের কাজে থাকার পর শিষ্যদের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা থেকে আমরা কী শিখতে পারি? প্রেরিত ৪:১৩।

নিরন্তর [যীশুর] দর্শন করার ফলে, আমরা ‘প্রভুর আত্মার দ্বারা মহিমা থেকে মহিমায় সেই একই প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি।’ ২ করিন্থীয় ৩:১৮।

এভাবেই আদি শিষ্যেরা প্রিয় ত্রাণকর্তার সাদৃশ্য লাভ করেছিলেন। যখন সেই শিষ্যেরা যীশুর কথা শুনতেন, তখন তাঁর প্রয়োজন অনুভব করতেন। তাঁরা তাঁকে খুঁজতেন, তাঁকে পেতেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে

ঘরে, ভোজন টেবিলে, নির্জনে, মাঠে থাকতেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে একজন শিক্ষকের ছাত্রের মতো থাকতেন, প্রতিদিন তাঁর মুখ থেকে পবিত্র সত্যের শিক্ষা লাভ করতেন। নিজেদের কর্তব্য শেখার জন্য তাঁরা তাঁদের প্রভুর দাসের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সেই শিষ্যেরা ছিলেন 'আমাদের মতোই আবেগ-অনুভূতির অধীন' মানুষ। যাকোব ৫:১৭। পাপের বিরুদ্ধে তাঁদেরও একই যুদ্ধ করতে হতো। একটি পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য তাঁদেরও একই অনুগ্রহের প্রয়োজন ছিল।—ঐ, পৃ. ৭২, ৭৩।

৫. আমাদের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি

বৃহস্পতি, ২০ আগস্ট

ক. এই প্রতিকূল জগতের প্রতিকূলতার সম্মুখীন তাঁর অনুগামীদের জন্য যীশু কোন চমৎকার প্রতিজ্ঞা রেখে গেছেন? মথি ২৮:২০।

যখন খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করলেন, তখনও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির অনুভূতি ছিল। এটি ছিল এক ব্যক্তিগত উপস্থিতি, যা প্রেম ও আলোয় পরিপূর্ণ ছিল। ত্রাণকর্তা যীশু, যিনি তাদের সঙ্গে হেঁটেছেন, কথা বলেছেন ও প্রার্থনা করেছেন, যিনি তাদের হৃদয়ে আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন, শান্তির বাণী তখনও তাঁর মুখে থাকা অবস্থাতেই, তাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিলেন, এবং স্বর্গদূতেরা তাঁকে গ্রহণ করার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের কাছে ফিরে এসেছিল— 'দেখো, আমি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি।' মথি ২৮:২০।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৪।

খ. যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন, যাতে প্রয়োজনের সময়ে তারা জানতে পারে যে তাদের কী করতে হবে? যোহন ১৬:২৩, ২৪; ১৪:১৬-১৮।

স্বর্গারোহণের পর যখন তারা একত্রিত হলেন, তখন তারা যীশুর নামে পিতার কাছে তাদের অনুরোধ জানাতে উৎসুক ছিলেন। ... তারা এই জোরালো যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসের হাত আরও উঁচুতে প্রসারিত করলেন, 'যিনি মারা গিয়েছিলেন, বরং যিনি আবার পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনিই খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আছেন এবং আমাদের জন্য মধ্যস্থতাও করেন।' রোমীয় ৮:৩৪। আর পঞ্চাশত্তমী তাদের

কাছে সেই সান্ত্বনাদাতার উপস্থিতি নিয়ে এসেছিল, যাঁর বিষয়ে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, ‘তিনি তোমাদের মধ্যে থাকবেন।’ এবং তিনি আরও বলেছিলেন, ‘আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক; কারণ আমি যদি না যাই, তবে সেই সান্ত্বনাদাতা তোমাদের কাছ আসবেন না; কিন্তু আমি যদি চলে যাই, তবে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।’ যোহন ১৪:১৭; ১৬:৭। এরপর থেকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট তাঁর সন্তানদের হৃদয়ে নিরন্তর বাস করতে লাগলেন। যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে ছিলেন, তার চেয়েও তাঁর সাথে তাদের মিলন আরও ঘনিষ্ঠ হলো। অন্তরে বাসকারী খ্রীষ্টের আলো, প্রেম এবং শক্তি তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলো, যার ফলে মানুষেরা, দেখে তারা বিস্মিত হলেন এবং জানতে পারলেন যে, তারা যীশুর সঙ্গে ছিলেন। প্রেরিত ৪:১৩।”---- Ibid, পৃ. ৭৪, ৭৫।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ২১ আগস্ট

১. আমরা যদি গাছের মতোই বেড়ে উঠি, তবে আমাদের স্বর্গের সাহায্যের প্রয়োজন কেন?
২. গাছপালা বেড়ে ওঠার জন্য যেমন বৃষ্টির প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক জীবনে বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের কী প্রয়োজন?
৩. দৈনন্দিন উৎসর্গ আমাদের প্রত্যেকের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৪. ঈশ্বর কেন চান যেন আমরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে সর্বদা যিশুর কথা চিন্তা করি?
৫. কোন প্রতিজ্ঞাটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে দৈনন্দিন বাস্তবতা হওয়া উচিত?

বিশ্রামবার, ২৯শে আগস্ট, ২০২৬ **পাঠ ৯**

কাজ এবং জীবন

মুখস্ত পদ:‘যুবকগণ, যতজন তাঁকে গ্রহণ করল, তিনি তাদের ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার ক্ষমতা দিলেন, অর্থাৎ যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে’ (যোহন ১:১২)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,*অধ্যায় ৯, পৃষ্ঠা ৭৭-৮৩।

খ্রিস্টের আত্মত্যাগী প্রেমের চেতনাই হলো সেই চেতনা যা স্বর্গকে পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং যা তার পরম আনন্দের মূল নির্যাস। এই চেতনাই খ্রিস্টের অনুসারীরা ধারণ করবে, এই কাজই তারা করবে।---- *Steps to Christ*, পৃ. ৭৭।

১. জীবন এবং আলো

রবিবার, ২৩ আগস্ট

ক. স্বাভাবিক হৃদয় কোন বিষয়গুলো উপেক্ষা করে—এবং তার ফল কী? যোহন ১:৪, ৫।

ঈশ্বরই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন, আলো ও আনন্দের উৎস। সূর্যের আলোক রশ্মির মতো, জীবন্ত ঝর্ণা থেকে উৎসারিত জলের ধারার মতো, তাঁর থেকে তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি আশীর্বাদ প্রবাহিত হয়। আর মানুষের হৃদয়ে যেখানেই ঈশ্বরের জীবন বিরাজ করে, সেখান থেকেই তা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রূপে অন্যদের কাছে প্রবাহিত হয়।---- *Steps to Christ*, পৃ. ৭৭।

খ. যখন হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রেম লালন করা হয়, তখন জীবনে কী দেখা যায়? ২ করিন্থীয় ২:১৪, ১৫; ৫:১৪।

যখন খ্রীষ্টের প্রেম হৃদয়ে প্রোথিত হয়, তখন তা সুবাসের মতো আর গোপন করা যায় না। আমাদের সংস্পর্শে আসা সকলেই এর পবিত্র প্রভাব অনুভব করবে। হৃদয়ে থাকা খ্রীষ্টের আত্মা মরুভূমির ঝর্ণার মতো, যা প্রবাহিত হয়ে সকলকে সতেজ করে এবং যারা বিনষ্ট হতে উদ্যত, তাদের জীবনের জল পান করতে আগ্রহী করে তোলে। তদনুসারে।

জগৎ দেখুক যে, আমরা স্বার্থপরভাবে কেবল নিজেদের স্বার্থে মগ্ন নই, বরং আমরা চাই যেন অন্যরাও আমাদের আশীর্বাদ ও সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হয়। তারা দেখুক যে, আমাদের ধর্ম আমাদেরকে সহানুভূতিহীন বা কঠোর করে

তোলে না। যারা খ্রিষ্টকে খুঁজে পাওয়ার দাবি করে, তারা সকলে যেন মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর মতোই সেবা করে। ---- *The Desire of Ages,* পৃ. ১৫২।

২. অনুগ্রহের অংশীদার

সোমবার, ২৪ আগস্ট

ক. যখন আমরা যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমাদের কোন প্রয়োজনটি পূরণ হয়? যোহন ১:১২, ১৩; ১ করিন্থীয় ১:৪, ৫; রোমীয় ৫:১, ২।

যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অংশীদার, তারা যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন অন্যরাও, যাদের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই স্বর্গীয় উপহারের অংশীদার হতে পারে। এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থানের জন্য পৃথিবীকে আরও উন্নত করতে তারা তাদের সাধ্যমতো সবকিছু করবে। এই মনোভাব হলো সত্যিকারের রূপান্তরিত আত্মার নিশ্চিত ফল। কেউ খ্রীষ্টের কাছে আসার সাথে সাথেই তার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মায় যে, যীশুর মধ্যে সে কত বড় এক বন্ধুকে পেয়েছে, তা অন্যদের জানাবে; পরিত্রাণকারী ও পবিত্রকারী সত্য তার হৃদয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যদি আমরা খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় আবৃত হই এবং তাঁর অন্তরে বাসকারী আত্মার আনন্দে পরিপূর্ণ থাক□, তবে আমরা নীরব থাকতে পারব না। যদি আমরা আস্বাদন করে দেখি যে প্রভু মঙ্গলময়, তবে আমাদের বলার মতো কিছু থাকবেই। ফিলিপ যেমন ত্রাণকর্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন, আমরাও তেমনি অন্যদের তাঁর সান্নিধ্যে আমন্ত্রণ জানাব। ---- *Steps to Christ,* পৃ. ৭৮।

খ. যখন আমরা সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, তখন প্রেরিত পৌলের পরামর্শ কী? ইব্রীয় ৪:১৬।

যীশু তাঁর সন্তানদের প্রয়োজন জানেন এবং তাদের প্রার্থনা শুনতে ভালোবাসেন। সন্তানেরা যেন জগৎ এবং এমন সবকিছু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে যা তাদের চিন্তাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত করতে পারে, এবং তারা যেন অনুভব করে যে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে একাই আছে, তাঁর দৃষ্টি তাদের অন্তরের

গভীরে দৃষ্টিপাত করে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষা পাঠ করে, আর তারা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। ---- *Sons and Daughters of God*, পৃ. ১২১।

গ. একবার ঈশ্বরের সন্তান হয়ে গেলে, অন্যদের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য বর্তায়? রোমীয় ১:১৪, ১৫।

কোন অর্থে পৌল ইহুদি ও গ্রীক উভয়ের কাছে ঋণী ছিলেন? তাঁকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যেমন খ্রীষ্টের প্রত্যেক শিষ্যকে দেওয়া হয়, 'অতএব তোমরা যাও এবং সকল জাতিকে শিক্ষা দাও, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও; আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছি, সে সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও: আর দেখো, আমি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছি।' খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মাধ্যমে পৌল এই আদেশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য—ইহুদি ও অ-ইহুদি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং জীবনের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা সকলের জন্য—পরিশ্রম করার বাধ্যবাধকতা তাঁর উপর বর্তায়। ---- *The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৬৭।

৩. ধর্মান্তরের ফল

মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট

ক. যদি পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে থাকেন, তবে আমাদের প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি কী হবে? যোহন ১:৪১, ৪২।

আমরা অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের আকর্ষণ এবং পরকালের অদৃশ্য বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করব। যীশু যে পথে হেঁটেছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে। এক আকুল বাসনা থাকবে যেন আমাদের চারপাশের লোকেরা 'ঈশ্বরের সেই মেষশাবককে দেখতে পায়, যিনি জগতের পাপ হরণ করেন।' যোহন ১:২৯।

এবং অন্যদের আশীর্বাদ করার প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের উপরও আশীর্বাদ বর্ষণ করবে। পরিত্রাণের পরিকল্পনায় আমাদের ভূমিকা দেওয়ার পেছনে ঈশ্বরের এটাই উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মানুষকে ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হওয়ার এবং তার বিনিময়ে তাদের সহমানবদের মধ্যে আশীর্বাদ ছড়িয়ে দেওয়ার বিশেষ

অধিকার দিয়েছেন। এটাই সর্বোচ্চ সম্মান, সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, যা ঈশ্বরের পক্ষে মানুষকে দান করা সম্ভব। যারা এভাবে ভালোবাসার কাজে অংশগ্রহণ করে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।

ঈশ্বর চাইলে সুসমাচারের বার্তা এবং প্রেমময় পরিচর্যার সমস্ত কাজ স্বর্গীয় দূতদের হাতে অর্পণ করতে পারতেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অসীম প্রেমে তিনি আমাদেরকেই তাঁর, খ্রীষ্টের এবং স্বর্গদূতদের সহকর্মী হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যেন আমরা এই নিঃস্বার্থ পরিচর্যার ফলে প্রাপ্ত আশীর্বাদ, আনন্দ ও আত্মিক উত্তরণের অংশীদার হতে পারি।

তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হই। অন্যের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগের প্রতিটি কাজ দাতার হৃদয়ে পরোপকারের মনোভাবকে শক্তিশালী করে, এবং তাঁকে জগতের মুক্তিদাতার আরও নিকটবর্তী করে তোলে, যিনি 'ধনী হয়েও তোমাদের জন্য... দরিদ্র হলেন, যেন তোমরা তাঁর দারিদ্র্যের দ্বারা ধনী হতে পারো।' ২ করিন্থীয় ৮:৯। আর কেবলমাত্র যখন আমরা আমাদের সৃষ্টিতে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যকে এইভাবে পূর্ণ করি, তখনই জীবন আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারে।"---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৭৮-৮০।

খ. আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের কোন দৃষ্টান্ত আমাদের পথ দেখাবে? গালাতীয় ৬:৯, ১০; যোহন ৯:৪।

যদি আপনি সেইভাবে কাজ করেন যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের করতে বলেছেন, এবং তাঁর জন্য আত্মাদের জয় করেন, তবে আপনি ঐশ্বরিক বিষয়ে এক গভীরতর অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করবেন এবং ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হবেন। আপনি ঈশ্বরের কাছে মিনতি করবেন, আপনার বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং আপনার আত্মা পরিত্রাণের কূপ থেকে আরও গভীর জল পান করবে। বিরোধিতা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আপনাকে বাইবেল ও প্রার্থনার দিকে চালিত করবে। আপনি অনুগ্রহে ও খ্রীষ্টের জ্ঞানে বৃদ্ধি পাবেন এবং এক সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। Ibid, পৃষ্ঠা ৮০।

৪. নিঃস্বার্থ কাজ

বুধবার, ২৬ আগস্ট

ক. আজ মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের জন্য একটি বড় বিপদের নাম বলুন। মালাখি ৩:৮-১০।

বর্তমানে [সাব্বাথ পালনকারী অ্যাডভেন্টিস্টদের] সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তাদের সম্পদ সঞ্চয়। কেউ কেউ ক্রমাগত তাদের দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম বাড়িয়ে চলেছে; তারা অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত। এর ফলস্বরূপ, ঈশ্বর এবং তাঁর উদ্দেশ্যের প্রয়োজনগুলো তারা প্রায় ভুলেই গেছে; তারা আত্মিকভাবে মৃত। তাদের ঈশ্বরের কাছে একটি উৎসর্গ, একটি নৈবেদ্য নিবেদন করা প্রয়োজন। উৎসর্গ বৃদ্ধি পায় না, বরং হ্রাস পায় এবং ক্ষয় করে। ... আমাদের লোকদের মধ্যে থাকা সম্পদের বেশিরভাগই কেবল তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যারা তা আঁকড়ে ধরে আছে।---- *Testimonies for the Church,* খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯২।

খ. কোন খ্রীষ্টীয় সদ্গুণগুলো বিশ্বাসীদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে উন্নত হতে সাহায্য করে? ১ পিতর ৪:৮-১০; ইব্রীয় ১৩:২।

আব্রাহাম ও লোটকে যে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরাও তাঁর স্বর্গদূতদের আমাদের গৃহে গ্রহণ করতে পারি। এমনকি আমাদের এই যুগেও, স্বর্গদূতেরা মানব রূপে মানুষের গৃহে প্রবেশ করেন এবং তাদের দ্বারা আপ্যায়িত হন। আর যে খ্রিষ্টানরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের আলোতে জীবনযাপন করেন, তারা সর্বদা অদৃশ্য স্বর্গদূতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, এবং এই পবিত্র সত্তারা আমাদের গৃহে আশীর্বাদ রেখে যান।----Ibid, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৪২।

গ. আজ বিশ্বাসীদের কোন প্রয়োজন পূরণ করা আবশ্যক? ২ করিন্থীয় ১০:১৬।

আমাদের মণ্ডলীগুলোর সাধারণ সদস্যরা এমন একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, যা তারা এখনও সবেমাত্র শুরু করেছেন। শুধুমাত্র পার্থিব সুবিধার জন্য

কারও নতুন জায়গায় যাওয়া উচিত নয়; কিন্তু যেখানে জীবিকা অর্জনের সুযোগ রয়েছে, সেখানে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলো, এক বা দুটি পরিবার করে, ধর্মপ্রচারক হিসেবে কাজ করার জন্য প্রবেশ করুক। তাদের আত্মার প্রতি ভালোবাসা, তাদের জন্য শ্রমের বোঝা অনুভব করা উচিত এবং কীভাবে তাদের সত্যের পথে আনা যায়, তা নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত। তারা আমাদের প্রকাশনাগুলো বিতরণ করতে পারে, তাদের বাড়িতে সভা করতে পারে, তাদের প্রতিবেশীদের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং তাদের এই সভাগুলোতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এইভাবে তারা সৎকর্মের মাধ্যমে তাদের আলো ছড়াতে পারে।----Ibid,খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৪৫।

ঈশ্বর দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছেন যেন সেবার আত্মা সমগ্র মণ্ডলীকে অধিকার করে, আর প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাঁর জন্য কাজ করে। যখন ঈশ্বরের মণ্ডলীর সদস্যরা সুসমাচারের আদেশ পূর্ণ করে দেশে ও বিদেশে অভাবগ্রস্ত ক্ষেত্রগুলিতে তাদের নির্ধারিত কাজ করে, তখন শীঘ্রই সমগ্র জগৎ সতর্ক হবে এবং প্রভু যীশু পরাক্রম ও মহিমার সাথে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।----*The Acts of the Apostles,* পৃ. ১১১।

৫. বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরা

বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট

ক. যাদের ওপর সুসমাচারের ভার অর্পণ করা হয়েছে, তাদের সকলের কাছে—বিশেষ করে কর্মীদের কাছে—কী প্রত্যাশা করা হয়? ১ করিন্থীয় ৪:১, ২; প্রকাশিত বাক্য ২:১০।

সিয়োনের প্রাচীরের প্রহরীগণের জন্য এটি এক বিশেষ সুযোগ যে তাঁরা ঈশ্বরের এত নিকটবর্তী বাস করেন এবং তাঁর আত্মার প্রেরণায় এতটা সংবেদনশীল হন যে, তিনি তাঁদের মাধ্যমে পাপীদের তাদের বিপদের কথা জানাতে এবং তাদের নিরাপদ স্থানের দিকে নির্দেশ করতে পারেন। ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত এবং উৎসর্গের রক্ত দ্বারা সীলমোহরকৃত হয়ে, তাঁদের কাজ হলো পুরুষ ও নারীদের আসন্ন বিনাশ থেকে উদ্ধার করা। বিশ্বস্ততার সাথে তাঁদের কাজ হলো তাঁদের সহমানবদেরকে পাপের নিশ্চিত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং বিশ্বস্ততার সাথে মণ্ডলীর স্বার্থ রক্ষা করা।----*Gospel Workers,* পৃ. ১৫।

খ. দানিয়েল আজকের যুবকদের জন্য কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন? দানিয়েল ১:৮, ১৫।

প্রভু চান আমরা দানিয়েলের অভিজ্ঞতা থেকেও একটি শিক্ষা গ্রহণ করি। এমন অনেকেই আছেন যারা পরাক্রমশালী পুরুষ হতে পারতেন, যদি তারা এই বিশ্বস্ত হিব্রুর মতো বিজয়ী হওয়ার জন্য অনুগ্রহের জন্য এবং তাদের পরিশ্রমে শক্তি ও দক্ষতার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেন। দানিয়েল তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠদের এবং যুবকদের উভয়ের প্রতিই নিখুঁত সৌজন্য প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এমন পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন যাতে স্বর্গ তাঁর কথা শুনতে বা তাঁর কাজ দেখতে তাঁকে লজ্জিত না করে। যখন দানিয়েলকে রাজার ভোজের বিলাসবহুল খাবার গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তেজিত হননি, কিংবা নিজের ইচ্ছামতো খাওয়া-দাওয়ার কোনো সংকল্পও প্রকাশ করেননি। অবাধ্যতার একটি কথাও না বলে, তিনি বিষয়টি ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রভুর কাছে প্রজ্ঞা প্রার্থনা করলেন এবং আন্তরিক প্রার্থনা শেষে যখন তাঁরা বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত সাহস ও খ্রিষ্টীয় সৌজন্যের সাথে, দানিয়েল তাঁদের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার কাছে বিষয়টি পেশ করলেন এবং তাঁদের জন্য একটি সাধারণ আহারের অনুমতি চাইলেন। এই যুবকেরা অনুভব করেছিল যে তাদের ধর্মীয় নীতি বিপন্ন, এবং তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছিল, যাঁকে তারা ভালোবাসত ও সেবা করত।---- *Testimonies to Ministers*, পৃ. ২৬৩।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ২৮ আগস্ট

১. জগতের কোন অবস্থার কারণে ঈশ্বরকে এতে আলো সঞ্চার করতে হয়েছিল?
২. বিশ্বাসীদের জীবনে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা যাবে?
৩. আশীর্বাদ লাভ করলে তার প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত?
৪. এমন কয়েকটি উপায় বর্ণনা করুন, যার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকে অন্যের সেবা করতে পারি।
৫. দানিয়েলের বিশ্বস্ততা আমার জন্য কীভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক?

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ
৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ফিলিপাইনে বাইবেল মিশনারি প্রশিক্ষণ স্কুল

সারা বিশ্বে গিয়ে শিষ্য তৈরি করার মহৎ আদেশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। বাইবেল মিশনারি ট্রেনিং স্কুল হলো প্রভুর আঙিনার জন্য কর্মী প্রস্তুত ও সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এই স্কুলটি বিশ্বাসের এক আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে, যা সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের হৃদয় ও মনকে গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানের দুই বছরের মিশনারি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্নকারী অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে মিশনারি হয়েছেন, এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ফিলিপাইনের ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জে পরিত্রাণের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নেতা ও সেবক হিসেবে কাজ করছেন।

ফিলিপাইনের কুইজন প্রদেশের তিয়াওং-এর কাবাতাং-এ অবস্থিত বাইবেল মিশনারি ট্রেনিং স্কুল, ফিলিপাইন এবং সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ধর্মপ্রচারক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য একটি মজবুত বাইবেলীয় ভিত্তি প্রদানে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের থাকার, ইংরেজি শেখার এবং দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধর্মপ্রচারক, প্রচারকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশাসক হিসেবে প্রশিক্ষিত হওয়ার একটি স্থান প্রদান করেছে। এটি প্রশিক্ষণ সেমিনার, যুব সম্মেলন এবং বিভিন্ন কনফারেন্স আয়োজনের একটি কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে।

ফিলিপাইন জুড়ে সংস্কারের কাজ প্রসারিত হওয়ায়, এই স্থাপনাটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এখন জরুরিভাবে প্রয়োজন, যাতে এটি ভবিষ্যতেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে সেবা করে যেতে পারে। এই প্রয়োজনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, ঠিক এই প্রতিষ্ঠানেই একটি সাধারণ সম্মেলন অধিবেশন আয়োজনের পরিকল্পনাও চলছে। বিশ্বাসীদের এই সমাবেশের আয়োজন করা কত বড় আশীর্বাদ হবে, যেখানে সুসমাচার প্রচার ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের দর্শনগুলোই প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে!

আজ ফার্স্ট সাব্বাথ স্কুলের জন্য আপনার উদার দান এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ নির্মাণে সহায়ক হবে। দান করার সময়, আসুন আমরা

২ করিন্থীয় ৯:৭ পদের এই কথাগুলো স্মরণ করি, “প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তরে যেমন সংকল্প করে, সেইরূপেই দান করুক; অনিচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে নয়; কারণ ঈশ্বর সানন্দচিত্ত দাতাকে ভালোবাসেন।”

আপনার দান যেন এই বিদ্যালয়কে উন্নত করে, এর উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে এবং অনন্তকালীন সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রস্তুত কর্মী তৈরি করে। আসুন আমরা বিশ্বাস ও আনন্দের সাথে দান করি, এই জেনে যে আমাদের অবদান ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অনন্ত ফল বয়ে আনবে।

আপনাকে ধন্যবাদ, এবং আপনার দানের জন্য প্রভু আপনাকে প্রচুর আশীর্বাদ করুন!

ফিলিপাইনে আপনার ভাইয়েরা

বিশ্রামবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **পাঠ ১০**

ঈশ্বরের জ্ঞান

মুখস্ত পদ :“যিনি জ্ঞানী এবং এই সকল বিষয় লক্ষ্য করেন, তিনিই প্রভুর করুণা বুঝতে পারবেন” (গীতসংহিতা ১০৭:৪৩)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,* অধ্যায় ১০, পৃষ্ঠা ৮৫-৯১।

ঈশ্বর-সম্পর্কিত জ্ঞানের মধ্যেই সকল প্রকৃত জ্ঞান ও আসল বিকাশের উৎস নিহিত।---- *Christian Education,* পৃষ্ঠা ১৪।

১. ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন রবিবার, ৩০ আগস্ট

ক. এই জগতের কোন কোন বিষয়ের দ্বারা প্রভু মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চান? গীতসংহিতা ১৯:১-৬; হিতোপদেশ ২:১-৫।

নানা উপায়ে ঈশ্বর নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের একাত্ম করতে চান। প্রকৃতি অবিরাম আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কথা বলে। উন্মুক্ত হৃদয় ঈশ্বরের হাতের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত তাঁর প্রেম ও মহিমায় মুগ্ধ হবে। শ্রবণক্ষম কান প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে ঈশ্বরের বার্তা শুনতে ও বুঝতে পারে। সবুজ মাঠ, সুউচ্চ বৃক্ষ, কুঁড়ি ও ফুল, ভেসে চলা মেঘ, ঝরে পড়া বৃষ্টি, কলকল করে বয়ে চলা ঝর্ণা, আকাশের মহিমা—এসব আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলে এবং যিনি এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানায়।---- *Steps to Christ*, পৃ. ৮৫।

খ. যীশু তাঁর শ্রোতাদের মনে সত্যকে গেঁথে দেওয়ার জন্য কী ব্যবহার করেছিলেন? মথি ১৩:৩, ৩৪।

আমাদের ত্রাণকর্তা তাঁর মূল্যবান শিক্ষাগুলোকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। গাছপালা, পাখি, উপত্যকার ফুল, পাহাড়, হ্রদ এবং সুন্দর আকাশ; সেইসাথে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা—এই সবকিছুই সত্যের বাণীর সাথে যুক্ত ছিল, যাতে মানুষের কর্মব্যস্ত জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর শিক্ষাগুলো প্রায়শই স্মরণ করা যায়।

ঈশ্বর চান যেন তাঁর সন্তানরা তাঁর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করে এবং সেই সরল, শান্ত সৌন্দর্যে আনন্দিত হয়, যা দিয়ে তিনি আমাদের এই পার্থিব আবাসকে সজ্জিত করেছেন। তদনুসারে।

২. ঈশ্বরের সৃষ্ট কাজ

সোমবার, ৩১ আগস্ট

ক. প্রকৃতি থেকে—যেমন ফুল, পাখি ও তারা থেকে—কী শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে? রোমীয় ১:২০; প্রেরিত ১৪:১৭।

বিজ্ঞানের অধ্যয়নের মাধ্যমে... আমাদের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। সকল প্রকৃত বিজ্ঞানই এই জড় জগতে ঈশ্বরের হস্তাক্ষরের এক ব্যাখ্যা মাত্র। বিজ্ঞান তার গবেষণার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও শক্তির কেবল নতুন নতুন প্রমাণই তুলে ধরে। সঠিকভাবে অনুধাবন করা গেলে, প্রকৃতির গ্রন্থ এবং লিখিত

বাণী উভয়ই ঈশ্বরের সেইসব প্রজ্ঞাময় ও কল্যাণকর নিয়মাবলীর কিছু অংশ শিক্ষা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি কাজ করেন।---- *Patriarchs and Prophets,* পৃষ্ঠা ৫৯৯।

আমরা যদি কান পাতি, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুসমূহ আমাদের আনুগত্য ও আস্থার অমূল্য শিক্ষা দেবে। মহাকাশে যুগ যুগ ধরে লক্ষ্যহীনভাবে নিজ নির্ধারিত পথে চলা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্যন্ত, প্রকৃতির সকল বস্তু স্রষ্টার ইচ্ছাই পালন করে। আর ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সবকিছুর যত্ন নেন এবং সবকিছুকে টিকিয়ে রাখেন। ----*Steps to Christ,*পৃষ্ঠা ৮৫, ৮৬।

খ. যখন আমরা নির্মল প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শান্তির বিষয়ে চিন্তা করি, তখন প্রতিজ্ঞাত নতুন পৃথিবীর বিষয়ে কী স্মরণ করা উচিত? ১ করিন্থীয় ২:৯; প্রকাশিত বাক্য ২১:১।

আপনার কল্পনাকে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের আবাসস্থলের ছবি আঁকতে দিন, এবং মনে রাখবেন যে তা আপনার উজ্জ্বলতম কল্পনার চেয়েও অধিক মহিমান্বিত হবে। প্রকৃতিতে ঈশ্বরের নানা প্রকার দানে আমরা তাঁর মহিমার এক ক্ষীণতম ঝলক মাত্র দেখতে পাই।---- Ibid, পৃ. ৮৬, ৮৭।

ঈশ্বরের মণ্ডলীকে যিহোবার অনন্তকালীন উদ্দেশ্যের বিষয়ে প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর লোকদের বর্তমানের দুঃখভোগের ঊর্ধ্বে ভবিষ্যতের বিজয়ের দিকে তাকানোর অনুমতি দেওয□□ হয়েছে, যখন যুদ্ধ শেষ হলে, মুক্তিপ্রাপ্তরা প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকারী হবে। ভবিষ্যতের গৌরবের এই দর্শনগুলো, যা ঈশ্বরের হাতে চিত্রিত হয়েছে, তা আজ তাঁর মণ্ডলীর কাছে প্রিয় হওয়া উচিত। ----*Patriarchs and Prophets*পৃ. ৭২২।

বাইবেলে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের উত্তরাধিকারকে ‘একটি দেশ’ বলা হয়েছে। ইব্রীয় ১১:১৪-১৬। সেখানে স্বর্গীয় মেষপালক তাঁর পালকে জীবন্ত জলের ঝর্ণার কাছে নিয়ে যান। জীবনবৃক্ষ প্রতি মাসে ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পাতা জাতিসমূহের সেবার জন্য। সেখানে রয়েছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চিরপ্রবহমান স্রোতধারা, এবং তার পাশে দোদুল্যমান বৃক্ষরাজি প্রভুর দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তদের জন্য প্রস্তুত পথের উপর তাদের ছায়া ফেলে। সেখানে বিস্তৃত সমভূমি সৌন্দর্যের পাহাড়ে পরিণত হয়, এবং ঈশ্বরের পর্বতমালা তাদের সুউচ্চ চূড়া তুলে ধরে। সেই শান্ত সমভূমিতে, সেই জীবন্ত স্রোতধারার পাশ□, ঈশ্বরের লোকেরা, যারা এতকাল

তীর্থযাত্রী ও যাযাবর ছিল, তারা একটি আবাস খুঁজে পাবে।---- *The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৬৭৫।

৩. ঈশ্বরের সাক্ষ্য মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর

ক. হতাশা ও প্রলোভনের সময়ে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য ভাববাদীদের কাছ থেকে কোন মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে? যাকোব ৫:১৭; রোমীয় ৮:২৮; ১ যোহন ৫:১৪।

আমাদের পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতায়, আমাদের চারপাশে প্রতিদিন ঘটে চলা পরিবর্তনগুলোর মধ্যে আমরা মূল্যবান শিক্ষা খুঁজে পেতে পারি, যদি আমাদের হৃদয় তা অনুধাবন করার জন্য উন্মুক্ত থাকে। ... [কুলপতি ও ভাববাদীরা] ছিলেন 'আমাদের মতোই কামনা-বাসনার অধীন' মানুষ। যাকোব ৫:১৭। আমরা দেখি, কীভাবে তাঁরা আমাদের মতোই হতাশার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করেছেন, কীভাবে আমাদের মতোই প্রলোভনের শিকার হয়েছেন, এবং তবুও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুনরায় সাহস সঞ্চয় করে জয়ী হয়েছেন; আর তা দেখে, আমরাও ধার্মিকতার জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হই।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৮৭, ৮৮।

খ. ঈশ্বর যদি প্রকৃতির সবকিছুর জোগান দেন, তবে তাঁর সন্তানদের জন্য তিনি আরও কত বেশি দেবেন? গীতসংহিতা ১০৭:৪৩; ১৪৫:১৫, ১৬।

প্রকৃতি ও প্রত্যাদেশ উভয়ই ঈশ্বরের ভালোবাসার সাক্ষ্য দেয়। স্বর্গে আমাদের পিতা হলেন জীবন, প্রজ্ঞা ও আনন্দের উৎস। প্রকৃতির বিস্ময়কর ও সুন্দর জিনিসগুলোর দিকে তাকান। শুধু মানুষেরই নয়, বরং সকল জীবন্ত প্রাণীর প্রয়োজন ও সুখের সাথে তাদের আশ্চর্যজনক অভিযোজনের কথা ভাবুন। রোদ ও বৃষ্টি, যা পৃথিবীকে আনন্দিত ও সতেজ করে, পাহাড়, সমুদ্র ও সমভূমি—এই সবই আমাদের কাছে সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার কথা বলে।---- Ibid, পৃষ্ঠা ৯।

গ. ঈশ্বরের যত্নের প্রতিজ্ঞা আমাদের কিসের উপর মনোনিবেশ করতে পরিচালিত করবে? মথি ৬:৩০-৩৪।

যখন আমরা আমাদের করণীয় বিষয়াদির ব্যবস্থাপনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিই এবং সফলতার জন্য নিজেদের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করি, তখন আমরা এমন এক বোঝা কাঁধে তুলে নিই যা ঈশ্বর আমাদের দেননি এবং তাঁর সাহায্য ছাড়াই তা বহন করার চেষ্টা করি। আমরা ঈশ্বরের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিই এবং এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে তাঁর স্থানে স্থাপন করি। আমাদের মধ্যে উদ্বেগ থাকতেই পারে এবং আমরা বিপদ ও ক্ষতির আশঙ্কা করতে পারি, কারণ তা আমাদের উপর অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের মঙ্গল চান, তখন আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করে দেব। আমরা ঈশ্বরের উপর ঠিক সেভাবেই আস্থা রাখব, যেভাবে একটি শিশু তার স্নেহময় পিতামাতার উপর আস্থা রাখে। তখন আমাদের দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, কারণ আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। ---- *Thoughts from the Mount of Blessing ,* পৃষ্ঠা ১০০, ১০১।

৪. ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ

বুধ, ২ সেপ্টেম্বর

ক. মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ খ্রীষ্ট কোথায় রেখেছেন? যোহন ৫:৩৯; যিশাইয় ৩৪:১৬।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন। এখানে আমরা আরও সুস্পষ্টভাবে তাঁর চরিত্র, মানুষের সাথে তাঁর আচরণ এবং পরিত্রাণের মহান কার্যের প্রকাশ দেখতে পাই। ---- *Steps to Christ,* পৃ. ৮৭।

খ. যারা ঈশ্বরের শক্তি ও সামর্থ্যে বৃদ্ধি পেতে চান, তাদের সকলের প্রতিদিন কী করা উচিত? যোহন ৬:৫৩, ৬৩; কলসীয় ৩:১, ২।

পরিত্রাণের বিষয়টি এমন এক বিষয় যা স্বর্গদূতেরাও গভীরভাবে জানতে চান; অনন্তকালের অবিরাম যুগ ধরে এটিই হবে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের জ্ঞান ও সঙ্গীত। এটি কি এখনই গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নের যোগ্য নয়? যীশুর অসীম করুণা ও ভালোবাসা, আমাদের পক্ষে করা তাঁর আত্মত্যাগ, গভীরতম ও গম্ভীর মননের দাবি রাখে। আমাদের প্রিয় মুক্তিদাতা ও মধ্যস্থতাকারীর চরিত্রের উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। যিনি তাঁর প্রজাদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করতে এসেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ধ্যান করা উচিত। ---- Ibid, পৃ. ৮৮, ৮৯।

গ. আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ে গ্রহণ করব? মথি ৪:৪; ২ তীমথিয় ২:১৫।

যার বাইবেলের শিক্ষা উপলব্ধি করার মানসিকতা আছে, তিনি এর একটি অংশ পড়লেও তা থেকে কোনো না কোনো উপকারী চিন্তা লাভ না করে পারেন না। কিন্তু বাইবেলের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা মাঝে মাঝে বা বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায় না। এর মহান সত্য ব্যবস্থা এমনভাবে উপস্থাপিত নয় যে তাড়াহুড়োকারী বা অসতর্ক পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবে। এর অনেক গুপ্তধন পৃষ্ঠের অনেক গভীরে নিহিত থাকে, এবং তা কেবল অধ্যবসায়ী গবেষণা ও নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। যে সত্যগুলো মিলে এই মহান সমগ্রটি গঠিত, তা অবশ্যই অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হবে, 'এখান থেকে অল্প, ওখান থেকে অল্প।' যিশাইয় ২৮:১০।

এইভাবে অনুসন্ধান করে একত্রিত করলে দেখা যাবে যে, এগুলি একে অপরের সাথে নিখুঁতভাবে খাপ খায়। প্রতিটি সুসমাচার অন্যগুলির পরিপূরক, প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্যটির ব্যাখ্যা, প্রতিটি সত্য অন্য কোনো সত্যের বিকাশ। সুসমাচারের মাধ্যমে ইহুদি ব্যবস্থার প্রতীকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি নীতির নিজস্ব স্থান রয়েছে, প্রতিটি ঘটনার নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে। এবং এর সম্পূর্ণ কাঠামো, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে, এর রচয়িতার সাক্ষ্য বহন করে। এমন কাঠামো অসীম সত্তা ছাড়া অন্য কোনো মন কল্পনা বা নির্মাণ করতে পারত না।---- Christian Educationপৃষ্ঠা ১২৩, ১২৪।

৫. বাইবেল অধ্যয়ন

বৃহস্পতি, ৩ সেপ্টেম্বর

ক. যিরমিয়ের সেই সংকটময় সময়ে কী তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দিয়েছিল? যিরমিয় ১৫:১৬।

ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের চেয়ে বুদ্ধিকে শক্তিশালী করার জন্য আর কিছুই নেই। বাইবেলের ব্যাপক ও মহৎ সত্যগুলোর মতো অন্য কোনো গ্রন্থ চিন্তাকে উন্নত করতে বা ক্ষমতাকে সজীব করতে এত শক্তিশালী নয়। ঈশ্বরের বাক্য যদি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করা হতো, তবে মানুষের মনে এমন প্রশস্ত□, চরিত্রে এমন মহত্ব এবং সংকল্পে এমন স্থিরতা আসত যা আজকাল খুব কমই দেখা যায়।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৯০।

যিনি গভীর ও প্রার্থনাপূর্ণ মনোযোগের সাথে শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি স্বচ্ছ উপলব্ধি ও সঠিক বিচারবুদ্ধি লাভ করবেন, যেন ঈশ্বরের দিকে ফিরে তিনি বুদ্ধিমত্তার এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছেন। ----*Mind, Character, and Personality ,*খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫।

খ. কীভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত এবং এই ধরনের বাইবেল অধ্যয়নের আগে কী করা আবশ্যক? গীতসংহিতা ১১৯:৯, ১১, ১৬।

ঈশ্বরের সত্য, সোনার মতো, সবসময় সহজলভ্য থাকে না; তা কেবল গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। ----*Gospel Workers,* পৃ. ৭৬।

যেমন খনি শ্রমিক পৃথিবীর পৃষ্ঠের নীচে লুকানো মূল্যবান ধাতুর শিরা আবিষ্কার করে, তেমনি যিনি অধ্যবসায়ের সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে গুপ্তধনের মতো অনুসন্ধান করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য খুঁজে পাবেন, যা অসতর্ক অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টি থেকে লুকানো থাকে। হৃদয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা হলে, অনুপ্রেরণার বাণী জীবনের ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত ধারার মতো হবে।

প্রার্থনা ছাড়া বাইবেল অধ্যয়ন করা উচিত নয়। এর পাতা খোলার আগে আমাদের পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা উচিত, এবং তা দান করা হবে। ... যারা নম্র হৃদয়ে ঐশ্বরিক পথনির্দেশনা অন্বেষণ করে, জ্যোতির্ময় জগতের স্বর্গদূতেরা তাদের সঙ্গে থাকবেন।---- *Steps to Christ,*পৃ. ৯১।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর

১. মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের ত্রাণকর্তা কোন শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন?
২. সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর কী ব্যবস্থা করেছেন—এমনকি তাদের কাছেও, যাদের কাছে তাঁর বাক্য পৌঁছানোর কোনো সুযোগ নেই?
৩. ঈশ্বরের বিধান থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে?
৪. ঈশ্বরের বাণী হিসেবে বাইবেলের প্রতি আমাদের কেমন মনোভাব থাকা উচিত, তা বর্ণনা করুন।
৫. ধর্মগ্রন্থের আলোকে যিরমিয়ের কোন অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করা উচিত?

বিশ্রামবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **পাঠ ১১**

প্রার্থনার বিশেষ অধিকার

মুখস্ত পদ :"যখন তুমি প্রার্থনা করতে যাবে, তখন নিজের নির্জন কক্ষে প্রবেশ করো এবং তোমার দরজা বন্ধ করে গোপনে থাকা তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা করো; আর তোমার সেই পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন" (মথি ৬:৬)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,* অধ্যায় ১১, পৃষ্ঠা ৯৩-১০৪।

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে বন্ধুর মতো করে হৃদয় উন্মুক্ত করা। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কী তা ঈশ্বরকে জানানোর জন্য এটি অপরিহার্য, বরং এটি আমাদের তাঁকে গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে। প্রার্থনা ঈশ্বরকে আমাদের কাছে নামিয়ে আনে না, বরং আমাদেরকেই তাঁর কাছে নিয়ে যায়।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ৯৩।

১. মহান আবেদনকারী

রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর

ক. মনুষ্যপুত্র হিসেবে যীশুর কাছে কী প্রয়োজনীয় ছিল? লূক ৫:১৬; মার্ক ৬:৪৬।

দেখো, ঈশ্বরের পুত্র তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনায় নত হয়েছেন! যদিও তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি প্রার্থনার দ্বারা তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন এবং স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মন্দকে প্রতিরোধ করার ও মানুষের প্রয়োজন মেটানোর শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চয় করেন। আমাদের জাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে, তিনি তাদের প্রয়োজন জানেন, যারা দুর্বলতায় পরিবেষ্টিত হয়ে এবং পাপ ও প্রলোভনের জগতে বাস করেও তাঁর সেবা করতে চায়। তিনি জানেন যে, তিনি যাদের দূত হিসেবে পাঠাতে উপযুক্ত মনে করেন, তারা দুর্বল ও ভ্রান্ত মানুষ; কিন্তু যারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে তাঁর সেবায় উৎসর্গ করে, তাদের সকলকে তিনি ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর নিজের উদাহরণই এই আশ্বাস দেয় যে, বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক ও অবিচল প্রার্থনা—যে বিশ্বাস ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং তাঁর কাজে নিঃশর্ত উৎসর্গের দিকে পরিচালিত করে—তা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মানুষকে পবিত্র আত্মার সাহায্য এনে দিতে সক্ষম হবে।---- *Gospel Workers*, পৃষ্ঠা ৫১১।

খ. খ্রিস্টের প্রার্থনার অভ্যাস কীভাবে আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত? মার্ক ১:৩৫; লূক ৬:১২।

স্বয়ং যীশু, যখন মানুষের মধ্যে বাস করতেন, তখন প্রায়শই প্রার্থনায় মগ্ন থাকতেন।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৯৩।

২. খ্রিস্টের প্রার্থনা

সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর

ক. যীশু তাঁর শিষ্যদের কীভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন? লূক ১১:১-৪।

যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরে এবং তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তাঁর উপর অর্পণ করে। আর তাদের প্রার্থনা যে শোনা হবে, এই বিষয়ে তিনি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা আমাদের জন্যও আশ্বাসস্বরূপ। . . .

তিনি আমাদের দুর্বলতার ভাই, 'আমাদের মতোই সর্ববিষয়ে পরীক্ষিত;' কিন্তু নিষ্পাপ হওয়ায় তাঁর স্বভাব মন্দ থেকে দূরে থাকত; তিনি পাপের জগতে আত্মার সংগ্রাম ও যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তাঁর মানবতা প্রার্থনাকে একটি প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ অধিকার করে তুলেছিল। তিনি তাঁর পিতার সান্নিধ্যে সান্ত্বনা ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। আর যদি মানুষের ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের পুত্র, প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করে থাকেন, তবে দুর্বল, পাপী মরণশীলদের আন্তরিক, নিরন্তর প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আরও কত বেশি অনুভব করা উচিত।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৯৩, ৯৪।

খ. বাইবেল কীভাবে খ্রীষ্টের ভক্তিকে বর্ণনা করে এবং এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? যিশাইয় ৫০:৪; ইব্রীয় ২:১০; ৫:৭-৯।

যখন তিনি মানবসত্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে শক্তির প্রয়োজন অনুভব করতেন। তাঁর প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তিনি পর্বতের নির্জনতায় তাঁর পিতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ভালোবাসতেন। এই অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র, মানবাত্মা দিনের কর্তব্য ও পরীক্ষার জন্য শক্তি লাভ করত। আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদের প্রয়োজন ও দুর্বলতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেন, কারণ তিনি একজন প্রার্থনাকারী, একজন নৈশকালীন আবেদনকারী হয়েছিলেন, যিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে নতুন শক্তির যোগান চাইতেন, যেন তিনি শক্তি ও উদ্যম নিয়ে, কর্তব্য ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের আদর্শ।---- *Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০১, ২০২।

আমি দেখলাম যে, যুবকদের মধ্যে প্রতি কুড়ি জনের মধ্যে একজনও জানে না যে পরীক্ষামূলক ধর্ম কী। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, অথচ খ্রীষ্টের সেবক বলে দাবি করে; কিন্তু তাদের উপর যে মোহ রয়েছে তা যদি ভাঙা না হয়, তবে

তারা শীঘ্রই উপলব্ধি করবে যে পাপীর ভাগ্যই তাদের প্রাপ্য। আর সত্যের জন্য আত্মত্যাগ বা ত্যাগের কথা বলতে গেলে, তারা এর ঊর্ধ্বে আরও সহজ একটি পথ খুঁজে নিয়েছে। ঈশ্বরের ক্ষমাশীল অনুগ্রহের জন্য এবং শয়তানের প্রলোভন প্রতিরোধ করার শক্তির জন্য অশ্রুসিক্ত নয়নে ও আকুল আর্তনাদে তাঁর কাছে আকুল আবেদন করার বিষয়টিকে তারা এতটা আকুল ও উদ্যোগী হওয়ার অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে; তারা তা ছাড়াই ভালোভাবে চলতে পারে। মহিমার রাজা খ্রীষ্ট প্রায়শই একাকী পর্বত ও মরুপ্রান্তরে যেতেন তাঁর পিতার কাছে আত্মার আকুতি নিবেদন করতে; কিন্তু পাপী মানুষ, যার মধ্যে কোনো শক্তি নেই, সে মনে করে যে এত প্রার্থনা ছাড়াই সে বাঁচতে পারে। ----Ibid, খণ্ড ১, পৃ. ৫০৪, ৫০৫।

৩. প্রার্থনার বিশেষ অধিকার

মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর

ক. মানুষের প্রয়োজনের বিষয়ে তাঁর পিতার মনোভাব যীশু কীভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? মথি ৬:৬; ৭:৭-১১।

আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁর আশীর্বাদের পূর্ণতা আমাদের উপর বর্ষণ করার জন্য অপেক্ষা করেন। অসীম ভালোবাসার উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে পান করা আমাদের সৌভাগ্য। কী আশ্চর্য যে আমরা এত কম প্রার্থনা করি! ঈশ্বর তাঁর সবচেয়ে দীন সন্তানদের আন্তরিক প্রার্থনা শুনতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক, অথচ ঈশ্বরের কাছে আমাদের অভাব-অনটন জানাতে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক সুস্পষ্ট অনিচ্ছা দেখা যায়। . . .

ঈশ্বর এতটাই জ্ঞানী যে তিনি ভুল করতে পারেন না, এবং যারা সরল জীবনযাপন করে, তাদের কাছ থেকে কোনো ভালো জিনিস তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন না। তাই, আপনার প্রার্থনার তাৎক্ষণিক উত্তর না পেলেও, তাঁর উপর আস্থা রাখতে ভয় পেয়ো না। তাঁর এই অকাট্য প্রতিজ্ঞার উপর ভরসা রাখো, 'চাও, এবং তোমাদের দেওয়া হবে।'---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ৯৪, ৯৬.

খ. কী কারণে আমাদের প্রার্থনা প্রভুর কাছে পৌঁছায় না? গীতসংহিতা ৬৬:১৮; হিতোপদেশ ২৮:১৩।

আমাদের মন হয়তো ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে; আমরা হয়তো তাঁর কাজ, তাঁর করুণা, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ধ্যান করতে পারি; কিন্তু পূর্ণ অর্থে এটি তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময় নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে হলে, আমাদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে তাঁকে বলার মতো কিছু থাকতে হবে। . . .

স্বর্গদূতেরা সেই অসহায় মানুষদের কথা কী-ই বা ভাবতে পারেন, যারা প্রলোভনের অধীন, যখন ঈশ্বরের অসীম প্রেমময় হৃদয় তাদের জন্য আকুল হয়ে থাকে, তাদের চাওয়া বা চিন্তার চেয়েও বেশি কিছু দিতে প্রস্তুত, অথচ তারা কত কম প্রার্থনা করে এবং তাদের বিশ্বাসও কত সামান্য? স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের সামনে নত হতে ভালোবাসেন, তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্যকে তারা তাদের পরম আনন্দ বলে মনে করেন; অথচ পৃথিবীর সন্তানেরা, যাদের একমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া সাহায্যের এত বেশি প্রয়োজন, তারা তাঁর আত্মার আলো এবং তাঁর সান্নিধ্যের সঙ্গ ছাড়াই চলতে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়।

যারা প্রার্থনা করতে অবহেলা করে, শয়তানের অন্ধকার তাদের ঘিরে ফেলে। শত্রুর ফিসফিস করে বলা প্রলোভন তাদের পাপের দিকে প্রলুব্ধ করে; আর এর সবকিছুর কারণ হলো, প্রার্থনার ঐশ্বরিক বিধানে ঈশ্বর তাদের যে বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন, তারা তার সদ্ব্যবহার করে না। . . .

যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে অধর্মকে স্থান দিই, যদি আমরা কোনো জ্ঞাত পাপকে আঁকড়ে ধরি, তবে প্রভু আমাদের কথা শুনবেন না; কিন্তু অনুতপ্ত, লজ্জিত আত্মার প্রার্থনা সর্বদা গৃহীত হয়। যখন সমস্ত জ্ঞাত অন্যায়ের প্রতিকার করা হয়, তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন। আমাদের নিজেদের যোগ্যতা কখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র করবে না; যীশুর যোগ্যতাই আমাদের রক্ষা করবে, তাঁর রক্তই আমাদের শুচি করবে; তবুও, গ্রহণযোগ্যতার শর্তগুলো পূরণের জন্য আমাদের একটি কাজ করতে হবে। ----Ibid, পৃ. ৯৩–৯৫.

৪. বিজয়ী প্রার্থনা

বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর

ক. দুর্বল ও নিষ্ফল প্রার্থনার বিপরীতে সফল প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কী কী? ইব্রীয় ১১:৬; মার্ক ১১:২৪।

যখন আমরা চাওয়ার সাথে সাথেই ঠিক যা চেয়েছি তা পাই না, তখনও আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং তিনি তার উত্তর দেবেন। আমরা এতটাই ভুল করি এবং আমাদের দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে যে, আমরা মাঝে মাঝে এমন জিনিস চেয়ে বসি যা আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে না, এবং আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁর ভালোবাসায় আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন এমন কিছু দিয়ে যা আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্য হবে—এমন কিছু যা আমরা নিজেরাও কামনা করতাম, যদি ঐশ্বরিকভাবে আলোকিত দৃষ্টি দিয়ে আমরা সবকিছুকে তার আসল রূপে দেখতে পেতাম। যখন মনে হয় আমাদের প্রার্থনার উত্তর মিলছে না, তখনও আমাদের প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরতে হবে; কারণ উত্তর দেওয়ার সময় অবশ্যই আসবে, এবং আমরা সেই আশীর্বাদ লাভ করব যা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ---- *Steps to Christ*, পৃ. ৯৬।

খ. প্রভুর কাছে প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে কোন আত্মা থাকা আবশ্যক? মথি ৬:১২; মার্ক ১১:২৫, ২৬।

যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে করুণা ও আশীর্বাদ চাইতে আসি, তখন আমাদের নিজেদের হৃদয়ে ভালোবাসা ও ক্ষমার মনোভাব থাকা উচিত। আমরা কীভাবে প্রার্থনা করতে পারি, 'আমাদের ঋণ ক্ষমা করুন,'যেমন 'আমরা আমাদের ঋণগ্রস্তদের ক্ষমা করি,' অথচ এক অমার্জনীয় মনোভাবকে প্রশ্রয় দিই? মথি ৬:১২। আমরা যদি আশা করি যে আমাদের নিজেদের প্রার্থনা মঞ্জুর হবে, তবে আমাদের অবশ্যই অন্যদেরকে ঠিক সেইভাবে এবং সেই পরিমাণে ক্ষমা করতে হবে, যেভাবে এবং যে পরিমাণে আমরা নিজেরা ক্ষমা পাওয়ার আশা করি।"---- Ibid, পৃ. ৯৭। [লেখকের ইটালিস।]

গ. বৃষ্টির জন্য এলিয়র প্রার্থনা থেকে আমরা কী শিখতে পারি? ১ রাজাবলি ১৮:৪১-৪৫।

এলিয় যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন ভৃত্যটি পাহারা দিচ্ছিল। ছয়বার সে পাহারা দিয়ে ফিরে এসে বলল, "কিছুই নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টির কোনো চিহ্নও নেই।" কিন্তু সেই ভাববাদী হতাশ হয়ে হাল ছাড়লেন না। তিনি ঈশ্বরের সম্মান রক্ষায়

কোথায় ব্যর্থ হয়েছেন তা দেখার জন্য নিজের জীবন পর্যালোচনা করতে থাকলেন, নিজের পাপ স্বীকার করলেন এবং ঈশ্বরের সামনে নিজের আত্মাকে পীড়িত করতে থাকলেন, আর অপেক্ষা করতে লাগলেন যে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে কি না। তিনি যখন নিজের অন্তর অনুসন্ধান করছিলেন, তখন তাঁর নিজের চোখে এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, নিজেক? ক্রমশ তুচ্ছ বলে মনে হতে লাগল। তাঁর মনে হলো যে তিনি কিছুই নন, এবং ঈশ্বরই সবকিছু; এবং যখন তিনি নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছালেন, এবং ত্রাণকর্তাকে তাঁর একমাত্র শক্তি ও ধার্মিকতা হিসেবে আঁকড়ে ধরলেন, তখন উত্তর এলো।---- *The SDA Bible Commentary*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৩৫।

৫. প্রার্থনায় অধ্যবসায়

বৃহস্পতি, ১০ সেপ্টেম্বর

ক. প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রেরিতেরা কী গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন? ১ পিতর ৪:৭; ফিলিপীয় ৪:৬।

প্রার্থনায় অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে; কোনো কিছুই যেন আপনাকে বাধা না দেয়। যীশু এবং আপনার নিজের আত্মার মধ্যেকার সংযোগ উন্মুক্ত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। যেখানে সাধারণত প্রার্থনা করা হয়, সেখানে যাওয়ার প্রতিটি সুযোগ সন্ধান করুন। যারা সত্যিই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ খুঁজছেন, তাদের প্রার্থনা সভায় দেখা যাবে; তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে বিশ্বস্ত এবং সম্ভাব্য সকল সুফল লাভের জন্য আন্তরিক ও আগ্রহী থাকবেন। তারা নিজেদের এমন স্থানে রাখার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, যেখান থেকে তারা স্বর্গীয় আলোর রশ্মি লাভ করতে পারেন।---- *Steps to Christ*, পৃ. ৯৮।

খ. যেকোনো পিতামাতার মতোই, প্রভু তাঁর সন্তানদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন? লূক ১১:১০, ১৩; যোহন ১৪:১৩, ১৪।

'আমার নামে,'—খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টের নামে তাঁর অনুগামীরা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবে। তাদের জন্য করা বলিদানের মূল্যের কারণে, তারা প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান। খ্রিস্টের আরোপিত

ধার্মিকতার কারণে তারা মূল্যবান বলে গণ্য হয়। খ্রিস্টের খাতিরে প্রভু তাদের ক্ষমা করেন যারা তাঁকে ভয় করে। তিনি তাদের মধ্যে পাপীর নীচতা দেখেন না। তিনি তাদের মধ্যে তাঁর পুত্রের সাদৃশ্যকে স্বীকৃতি দেন, যাঁর উপর তারা বিশ্বাস করে। ----*The Desire of Ages,* পৃ. ৬৬৭।

ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানানোর জন্য কোনো সময় বা স্থান অনুচিত নয়। আন্তরিক প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে আমাদের হৃদয়কে ঊর্ধ্বে তুলতে কোনো কিছুই বাধা দিতে পারে না। রাস্তার ভিড়ে, কোনো ব্যবসায়িক কাজের মাঝেও আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতে পারি এবং ঐশ্বরিক পথনির্দেশের জন্য মিনতি করতে পারি, যেমনটি নহিমিয় রাজা আরতাক্সার্কসের কাছে তাঁর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একটি নিভৃত স্থান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। Steps to Christ,পৃষ্ঠা ৯৯।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর

১. সকল বিশ্বাসীর কাছে প্রার্থনায় অবিচলতার কী দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে?
২. কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিদিন সকালে প্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরে?
৩. সফল প্রার্থনার পূর্বশর্ত কী?
৪. উত্তরের অপেক্ষায় থেকেও কেন প্রার্থনা করে যেতে হবে?
৫. যিশুর নামে প্রার্থনা করার অর্থ কী, তা বর্ণনা করুন।

বিশ্রামবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **পাঠ ১২**

সন্দেহ হলে কী করবেন

মুখস্ত পদ :সে যেন অবিচল থেকে বিশ্বাসে প্রার্থনা করে। কারণ যে দ্বিধা করে, সে বাতাসের দ্বারা চালিত ও বিক্ষিপ্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো (যাকোব ১:৬)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,*অধ্যায় ১২,পৃষ্ঠা ১০৫–১১৩।

ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ না দিয়ে কখনো আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন না।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ১০৫।

১. সন্দেহ কী? রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর

ক. বিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়ার প্রলোভনে পড়লে আমাদের কী মনে রাখা উচিত? যাকোব ১:৫-৭।

[ত্রাণকর্তার] প্রতিজ্ঞা কেবল তাদের জন্যই, যারা সম্পূর্ণরূপে প্রভুকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। ঈশ্বর কারও ইচ্ছাকে জোর করেন না; তাই তিনি তাদের পরিচালনা করতে পারেন না, যারা শিক্ষা গ্রহণে অত্যন্ত অহংকারী এবং নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে বদ্ধপরিকর। দ্বি-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি—যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের দাবি করে নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে চায়—তার বিষয়ে লেখা আছে, 'সেই ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, সে প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবে।' যাকোব ১:৭। *Patriarchs and Prophets,*পৃষ্ঠা ৩৮৪।

খ. সন্দেহ দূর করার জন্য প্রভু কী দিয়েছেন? গীতসংহিতা ১১৯:১০৫; ইব্রীয় ১১:১, ৩, ৬।

আমাদের বিশ্বাস অবশ্যই প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, প্রদর্শনের উপর নয়। যারা সন্দেহ করতে চায়, তারা সুযোগ পাবে; অপরপক্ষে যারা সত্যিই সত্য জানতে চায়, তারা তাদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রচুর প্রমাণ খুঁজে পাবে।---- *Steps to Christ,* পৃষ্ঠা ১০৫।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যে এর ঐশ্বরিক চরিত্রের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের পরিত্রাণ সম্পর্কিত মহান সত্যগুলো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পবিত্র আত্মার সাহায্যে—যাঁকে আন্তরিকতার সাথে অন্বেষণকারীদের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে—প্রত্যেক মানুষ এই সত্যগুলো নিজে থেকে বুঝতে পারে। ঈশ্বর

মানুষকে তাদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি দান করেছেন। ---- *The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৫২৬, ৫২৭।

২. ঐশ্বরিক রহস্য

সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর

ক. যেসব রহস্য ঈশ্বর ব্যাখ্যা করেননি, সেগুলোর সঙ্গে আমাদের কেমন সম্পর্ক রাখা উচিত? দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯; ইয়োব ৩৮:৪-১১।

ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর ঐশ্বরিক রচয়িতার চরিত্রের মতোই, এমন সব রহস্য উপস্থাপন করে যা সসীম সত্তাদের পক্ষে কখনোই সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। জগতে পাপের প্রবেশ, খ্রীষ্টের অবতারণা, পুনর্জন্ম, পুনরুত্থান এবং বাইবেলে উপস্থাপিত আরও অনেক বিষয় এমন গভীর রহস্য যা মানব মনের পক্ষে ব্যাখ্যা করা, এমনকি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানের রহস্য আমরা বুঝতে পারি না বলেই তাঁর বাক্য নিয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ আমাদের নেই। ---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১০৬।

ঈশ্বর মানুষকে তাদের অবিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য করেন না। তাদের সামনে রয়েছে আলো ও অন্ধকার, সত্য ও ভ্রান্তি। কোনটি তারা গ্রহণ করবে, সেই সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে। মানুষের মন ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়ে সমৃদ্ধ। ঈশ্বর চান যেন মানুষ আবেগবশে নয়, বরং প্রমাণের ভারে সিদ্ধান্ত নেয় এবং সতর্কতার সাথে ধর্মগ্রন্থের সাথে ধর্মগ্রন্থের তুলনা করে। ইহুদিরা যদি তাদের কুসংস্কার ত্যাগ করে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথ যিশুর জীবনের ঘটনাগুলোর তুলনা করত, তবে তারা সেই দীনহীন গালীলীয় ব্যক্তির জীবন ও পরিচর্যায় ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার পরিপূর্ণতার মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য দেখতে পেত।

আজও অনেকে ঠিক সেইভাবেই প্রতারিত হচ্ছে, যেভাবে ইহুদিরা হয়েছিল। ধর্মীয় শিক্ষকেরা তাদের নিজস্ব বোধ ও ঐতিহ্যের আলোকে বাইবেল পাঠ করেন;

এবং সাধারণ মানুষ নিজেরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করে না, এবং কোনটি সত্য তা নিজেরা বিচার করে না; বরং তারা তাদের বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করে এবং নিজেদের আত্মাকে তাদের নেতাদের হাতে সঁপে দেয়। ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার ও শিক্ষা হলো আলো ছড়ানোর জন্য তাঁর নির্ধারিত অন্যতম একটি মাধ্যম; কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষাকে শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে হবে।---- *The Desire of Ages*, পৃষ্ঠা ৪৫৮, ৪৫৯।

খ. বাইবেলে কীভাবে স্বীকার করা হয় যে, কিছু বিষয় বোঝা কঠিন? ২ পিতর ৩:১৬।

সংশয়বাদীরা বাইবেলের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ধর্মগ্রন্থের দুর্বোধ্যতাগুলো তুলে ধরেছেন; কিন্তু তা তো নয়ই, বরং এগুলো এর ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার এক জোরালো প্রমাণ। যদি এতে ঈশ্বর সম্পর্কে এমন কোনো বিবরণ না থাকত যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না; যদি তাঁর মহত্ব ও মহিমা সসীম মন দ্বারা উপলব্ধি করা যেত, তাহলে বাইবেল ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের অকাট্য স্বীকৃতি বহন করত না। এতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুগুলোর মহিমা ও রহস্যই এটিকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করা উচিত।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১০৭।

৩. অবিশ্বাসী হৃদয়ের বিপদ

মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর

ক. এই শেষ দিনগুলিতে বিশ্বাসীদের জন্য বিশেষ বিপদ কী? ইব্রীয় ৩:১২; ২ তীমথিয় ৪:৩, ৪।

যখন ঈশ্বর মানুষের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী পাঠান যা স্বর্গের মধ্যভাগে উড়ন্ত পবিত্র স্বর্গদূতদের দ্বারা ঘোষিত বলে বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি চান যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সেই বার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। পশু ও তার প্রতিমার উপাসনার বিরুদ্ধে ঘোষিত ভয়ংকর বিচারসমূহ (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১১) সকলকে ভাববাণীসমূহ অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন করতে পরিচালিত করবে, যেন তারা জানতে পারে পশুর চিহ্ন কী এবং কীভাবে তারা

তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সত্য শোনা থেকে তাদের কান ফিরিয়ে নেয় এবং কল্পকাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রেরিত পৌল শেষ দিনের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করেছিলেন: 'এমন এক সময় আসবে যখন তারা সুস্থ মতবাদ সহ্য করবে না।' ২ তীমথিয় ৪:৩। সেই সময় পুরোপুরি এসে গেছে। সাধারণ মানুষ বাইবেলের সত্য চায় না, কারণ তা পাপী, জাগতিক হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে; এবং শয়তান সেইসব ছলনা সরবরাহ করে যা তারা ভালোবাসে। ---- *The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৫৯৪, ৫৯৫।

খ. শেষকালে দুই শ্রেণীর মনোভাব সম্বন্ধে কী ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? দানিয়েল ১২:১০; প্রকাশিত বাক্য ২২:১১।

ঈশ্বর পৃথিবীতে এমন এক জাতি চান, যারা বাইবেলকে, এবং কেবল বাইবেলকেই, সকল মতবাদের মানদণ্ড এবং সকল সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে বজায় রাখবে। পণ্ডিতদের মতামত, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, মণ্ডলীর পরিষদের ধর্মমত বা সিদ্ধান্ত—সেগুলো তাদের প্রতিনিধিত্বকারী মণ্ডলীগুলোর মতোই অসংখ্য ও পরস্পরবিরোধী হোক, বা সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর—এগুলোর একটিও বা সবগুলো কোনোটিকেই ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। কোনো মতবাদ বা অনুশাসন গ্রহণ করার আগে, তার সমর্থনে আমাদের একটি সুস্পষ্ট 'প্রভু এই কথা বলেছেন' দাবি করা উচিত। ----Ibid, পৃ. ৫৯৫।

যিনি ধার্মিকতার সূর্যের সাথে জীবন্ত সংযোগে আছেন, তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাক্যের উপর সর্বদা নতুন আলো প্রকাশিত হবে। কেউ যেন এই সিদ্ধান্তে না আসে যে, প্রকাশিত হওয়ার মতো আর কোনো সত্য নেই। সত্যের জন্য অধ্যবসায়ী ও প্রার্থনাশীল অন্বেষণকারী ঈশ্বরের বাক্য থেক উদ্ভাসিত হতে থাকা আলোর মূল্যবান রশ্মি খুঁজে পাবে। এখনও অনেক রত্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেগুলোকে একত্রিত করে ঈশ্বরের অবশিষ্ট লোকদের সম্পদে পরিণত করতে হবে। কিন্তু আলো কেবল মণ্ডলীকে শক্তি জোগানোর জন্য দেওয়া হয় না, বরং যারা অন্ধকারে আছে তাদের উপর বর্ষিত হওয়ার জন্য দেওয়া হয়। ---- *Counsels on Sabbath School Work*, পৃষ্ঠা ৩৪।

৪. সন্দেহের আসল কারণ

বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর

ক. আমরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি? ২ করিন্থীয় ১৩:৫; তীত ৩:৯-১১।

যদিও ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন, তবুও তিনি অবিশ্বাসের সমস্ত অজুহাত কখনও দূর করবেন না। যারা তাদের সন্দেহকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য অজুহাত খোঁজে, তারা তা পাবেই। আর যারা সমস্ত আপত্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং সন্দেহের আর কোনো সুযোগ না থাকা পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ ও পালন করতে অস্বীকার করে, তারা কখনও আলোর পথে আসবে না।---- *The Great Controversy ,*পৃ. ৫২৭।

খ. নম্রদের উপর কী আশীর্বাদ আসবে? যাকোব ৪:৬, ১০; ১ পিতর ৫:৬, ৭।

'আমার সমস্ত অভাব পূরণ হয়েছে, আমার আত্মার ক্ষুধা নিবারণ হয়েছে; এবং এখন বাইবেল আমার কাছে যীশু খ্রিস্টের প্রত্যাদেশ। আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন আমি কেন যীশুকে বিশ্বাস করি? কারণ তিনি আমার কাছে এক ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তা। আমি কেন বাইবেল বিশ্বাস করি? কারণ আমি একে আমার আত্মার কাছে ঈশ্বরের বাণী বলে পেয়েছি।' আমাদের নিজেদের মধ্যেই এই সাক্ষ্য থাকতে পারে যে বাইবেল সত্য, যে খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র। আমরা জানি যে আমরা চতুরভাবে উদ্ভাবিত কোনো কল্পকাহিনী অনুসরণ করছি না।---- *Steps to Christ,* পৃ. ১১২।

গ. প্রেরিত পৌল বর্তমানে ও ভবিষ্যতে একজন বিশ্বাসীর অভিজ্ঞতাকে কীভাবে বর্ণনা করেন? ১ করিন্থীয় ১৩:১২।

এই জীবনে আমরা কেবল পরিত্রাণের বিস্ময়কর বিষয়টি বুঝতে শুরু করতে পারি। আমাদের সীমিত বোধশক্তি দিয়ে আমরা ক্রুশে মিলিত হওয়া লজ্জা ও গৌরব, জীবন ও মৃত্যু, ন্যায়বিচার ও করুণা—এই সবকিছু অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করতে পারি; তবুও আমাদের মানসিক শক্তির

সর্বোচ্চ প্রসার ঘটিয়েও আমরা এর পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। মুক্তিদায়ী প্রেমের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, গভীরতা ও উচ্চতা কেবল অস্পষ্টভাবেই অনুধাবন করা যায়। পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে না, এমনকি যখন মুক্তিপ্রাপ্তরা যেভাবে তাদের দেখা হয় সেভাবে দেখবে এবং যেভাবে তাদের জানা হয় সেভাবে জানবে; কিন্তু অনন্তকাল ধরে বিস্মিত ও আনন্দিত মনের কাছে ক্রমাগত নতুন সত্য উন্মোচিত হতে থাকবে।---- *The Great Controversy*, পৃ. ৬৫১।

বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পরকালের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি এবং ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞা উপলব্ধি করতে পারি, যা আমাদের বুদ্ধির বিকাশ, মানবিক ক্ষমতার ঐশ্বরিক ক্ষমতার সাথে মিলন এবং আত্মার প্রতিটি শক্তির আলোর উৎসের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। আমরা আনন্দ করতে পারি যে, ঈশ্বরের বিধানে যা কিছু আমাদের ধাঁধায় ফেলেছিল, তা তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে, দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে; এবং যেখানে আমাদের সীমিত মন কেবল বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল, সেখানে আমরা সবচেয়ে নিখুঁত ও সুন্দর সামঞ্জস্য দেখতে পাব। [১ করিন্থীয় ১৩:১২ উদ্ধৃত।]---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১১২, ১১৩।

৫. ঈশ্বরের তাঁর জনগণের প্রতি উদ্দেশ্য বৃহস্পতি, ১৭ সেপ্টেম্বর

ক. অন্তিমকাল নিকটবর্তী হওয়ায় প্রভু কোন অসাধারণ উপায়ে তাঁর বাক্য উন্মোচন করছেন? প্রকাশিত বাক্য ১০:২, ৬, ৭।

যে পুস্তকটি মোহর করা ছিল, তা প্রকাশিত বাক্য পুস্তক ছিল না, বরং দানিয়েলের ভাববাণীর সেই অংশ ছিল যা শেষ দিনগুলির বিষয়ে সম্পর্কিত ছিল। . . . [দানিয়েল ১২:৪ উদ্ধৃত।] যখন পুস্তকটি খোলা হলো, তখন এই ঘোষণা করা হলো, "সময় আর থাকবে না।" (প্রকাশিত বাক্য ১০:৬ দেখুন।) দানিয়েলের পুস্তকটি এখন উন্মোচিত হয়েছে, এবং যোহনের কাছে খ্রীষ্টের করা প্রত্যাদেশ পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর কাছে আসবে। জ্ঞানের বৃদ্ধির দ্বারা একটি জাতিকে শেষ দিনগুলিতে স্থির থাকার জন্য প্রস্তুত করা হবে।----*Selected Messages* ২ দেখুন, পৃ. ১০৫।

অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি একটি মোহর করা বই, এবং তারা এর রহস্যসমূহে সময় ও অধ্যয়ন ব্যয় করবেন না। তারা বলেন যে, তাদের পরিত্রাণের মহিমার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে, এবং পাতমস দ্বীপে যোহনের কাছে প্রকাশিত রহস্যসমূহ এগুলোর চেয়ে কম বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু ঈশ্বর এই গ্রন্থটিকে সেভাবে দেখেন না। . . .

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থটি জগতের কাছে উন্মোচন করে দেয় যা অতীতে ছিল, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে ঘটবে; এটি আমাদের শিক্ষার জন্য, যাদের উপর জগতের শেষকাল এসে পড়েছে। এটি গভীর শ্রদ্ধার সাথে অধ্যয়ন করা উচিত। . . .

প্রভু স্বয়ং তাঁর দাস যোহনের কাছে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের রহস্যসমূহ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি চান যেন তা সকলের অধ্যয়নের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এই পুস্তকে এমন সব দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে যা এখন অতীত, এবং কিছু চিরন্তন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা আমাদের চারপাশে ঘটছে; এর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করবে মহাকালের সমাপ্তি পর্যন্ত, যখন অন্ধকারের শক্তি এবং স্বর্গের রাজপুত্রের মধ্যে শেষ মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। *The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]* খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯৫৪।

খ. শাস্ত্র অধ্যয়নের বিষয়ে বিশ্বাসীদের কী করণীয়? ২ তীমথিয় ২:১৫; যোহন ৭:১৭।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর

১. সত্য কী তা বোঝার জন্য আমাদের কী মনোভাব থাকা প্রয়োজন?
২. ধর্মগ্রন্থের সব অংশ কেন সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয়, তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. কেন অনেকে বাইবেলের সত্য গ্রহণ করতে চায় না?
৪. যারা সত্যিই সন্দেহ করতে চায়, তারা সবসময় কী খুঁজে পাবে?
৫. সত্যকে অনুধাবন করার ইচ্ছা কেন প্রয়োজন?

বিশ্রামবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **পাঠ ১৩**

প্রভুতে আনন্দ

মুখস্ত পদ :আনন্দ কর, কারণ তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের অংশীদার; যেন তাঁর মহিমা প্রকাশিত হলে তোমরাও অত্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হতে পারো (১ পিতর ৪:১৩)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Steps to Christ,*অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১১৫-১২৬।

প্রভু চান তাঁর সকল পুত্র-কন্যা সুখী, শান্ত ও বাধ্য থাকুক। ----*Steps to Christ* পৃ. ১২৪।

১. আলোকবাহক রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর

ক. এই জগতে তাঁর শিষ্যদের কী দায়িত্ব আছে বলে যিশু বলেছিলেন? মথি ৫:১৩-১৬।

খ্রীষ্টানদের স্বর্গের পথে আলোকবাহক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের উপর যে আলো বর্ষিত হয়, তা তাদের জগতের কাছে প্রতিফলিত করতে হবে। তাদের জীবন ও চরিত্র এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের মাধ্যমে অন্যরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সেবা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। *খ্রিস্টের পথে পদক্ষেপ,*পৃ. ১১৫।

খ. বিশ্বাসীরা সকল মানুষের কাছে কেমন হবেন? যোহন ১৭:১৮, ২৩; ২ করিন্থীয় ৫:২০।

তাঁর প্রত্যেক সন্তানের মাধ্যমে যীশু জগতের কাছে একটি চিঠি পাঠান। আপনি যদি খ্রীষ্টের অনুসারী হন, তবে তিনি আপনার মধ্যে দিয়ে আপনার পরিবার,

গ্রাম, বা আপনি যেখানে বাস করেন সেই রাস্তার কাছে একটি চিঠি পাঠান। আপনার মধ্যে বাস করে যীশু তাদের হৃদয়ের সাথে কথা বলতে চান, যারা তাঁর সাথে পরিচিত নয়। হয়তো তারা বাইবেল পড়ে না, অথবা এর পাতায় তাদের উদ্দেশ্যে বলা বাণী শোনে না; তারা ঈশ্বরের কাজের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসা দেখতে পায় না। কিন্তু আপনি যদি যীশুর একজন প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তবে হতে পারে যে আপনার মাধ্যমে তারা তাঁর মঙ্গলময়তার কিছুটা বুঝতে পারবে এবং তাঁকে ভালোবাসতে ও তাঁর সেবা করতে জয়ী হবে। তদনুসারে।

গ. এই উদ্দেশ্যটি কেবল কীভাবে পূর্ণ করা সম্ভব? ২ করিন্থীয় ৩:২-৫।

২. ঈশ্বরের দয়া

সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর

ক. তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ কী? যোহন ৩:১৬; রোমীয় ৫:৬-১০।

যখন আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহ করি এবং তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলোর ওপর আস্থা রাখি না, তখন আমরা তাঁকে অসম্মান করি এবং তাঁর পবিত্র আত্মাকে ব্যথিত করি। একজন মায়ের কেমন লাগবে যদি তাঁর সন্তানেরা ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, যেন তিনি তাদের ভালো চান না, অথচ তাঁর সারা জীবনের প্রচেষ্টাই ছিল তাদের মঙ্গল করা এবং তাদের সান্ত্বনা দেওয়া? ধরুন, তারা তাঁর ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহ করল; এতে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাবে। কোনো বাবা-মায়েরই বা কেমন লাগবে যদি তাঁর সন্তানেরা তাদের সাথে এমন আচরণ করে? আর আমাদের স্বর্গীয় পিতাই বা আমাদের কীভাবে দেখেন, যখন আমরা তাঁর ভালোবাসার ওপর আস্থা রাখি না, যে ভালোবাসা তাঁকে তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করতে পরিচালিত করেছে, যেন আমরা জীবন লাভ করতে পারি? প্রেরিত লিখেছেন, ‘যিনি নিজ পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দেননি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে আমাদের সবকিছুও বিনামূল্যে দেবেন না?’ রোমীয় ৮:৩২। তবুও কতজন, কথায় না হলেও, তাদের কাজের দ্বারা বলছে, ‘প্রভু আমার জন্য এটা চান না। হয়তো তিনি অন্যদের ভালোবাসেন, কিন্তু আমাকে ভালোবাসেন না।’ ----Steps to Christ, পৃষ্ঠা ১১৮, ১১৯।

খ. কী প্রমাণ করে যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সবকিছু দিতে চান? রোমীয় ৮:৩২।

তোমরা যারা নিজেদের সবচেয়ে অযোগ্য মনে করো, ঈশ্বরের কাছে নিজেদের বিষয় সঁপে দিতে ভয় পেয়ো না। যখন তিনি জগতের পাপের জন্য খ্রীষ্টে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, তখন তিনি প্রত্যেক প্রাণের ভার গ্রহণ করলেন। 'যিনি নিজ পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দেননি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে আমাদের সবকিছুও বিনামূল্যে দেবেন না?' রোমীয় ৮:৩২। আমাদের উৎসাহ ও শক্তির জন্য দেওয়া এই অনুগ্রহের বাক্য কি তিনি পূর্ণ করবেন না?

শয়তানের আধিপত্য থেকে তাঁর উত্তরাধিকারকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা খ্রীষ্টের আর কিছুই নেই। ---- *Christ's Object Lessons,* পৃষ্ঠা ১৭৪।

গ. এই ভালোবাসা আমাদের অন্তরে কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে? ১ যোহন ৪:৯-১২।

যেসব খ্রিষ্টীয় কর্মী তাদের প্রচেষ্টায় সফল হন, তাদের অবশ্যই খ্রিষ্টকে জানতে হবে; এবং তাঁকে জানার জন্য, তাদের অবশ্যই তাঁর প্রেমকে জানতে হবে। স্বর্গে কর্মী হিসেবে তাদের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, খ্রিষ্ট যেভাবে ভালোবাসতেন সেভাবে ভালোবাসতে এবং তিনি যেভাবে কাজ করতেন সেভাবে কাজ করার সামর্থ্যের দ্বারা।

প্রেরিত লিখেছেন, 'আমরা যেন শুধু কথায় নয়, বরং কাজে ও সত্যে প্রেম করি।' খ্রিষ্টীয় চরিত্রের পূর্ণতা তখনই অর্জিত হয়, যখন অন্যদের সাহায্য ও আশীর্বাদ করার প্রেরণা ক্রমাগত ভেতর থেকে উৎসারিত হয়। বিশ্বাসীর আত্মাকে ঘিরে থাকা এই প্রেমের আবহই তাকে জীবনের জন্য জীবনের সুবাসে পরিণত করে এবং ঈশ্বরকে তার কাজে আশীর্বাদ করতে সক্ষম করে তোলে। ---- *The Acts of the Apostles,* পৃ. ৫৫১।

৩. খ্রিস্টের পরীক্ষা

মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর

ক. মানুষের পরিত্রাণের কাজে খ্রীষ্টের জীবনের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? যিশাইয় ৫৩:১০, ৭।

[খ্রিস্টের] জীবন ছিল নিরন্তর আত্মত্যাগের এক জীবন। এই পৃথিবীতে তাঁর কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, কেবল পথিক হিসেবে বন্ধুদের দয়ায় তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন আমাদের হয়ে দরিদ্রতমদের জীবন যাপন করতে, এবং অভাবী ও দুঃখী মানুষদের মাঝে বিচরণ করতে ও কাজ করতে। স্বীকৃতি ও সম্মান ছাড়াই, তিনি সেইসব মানুষের মাঝে অবাধে বিচরণ করতেন, যাদের জন্য তিনি এত কিছু করেছিলেন। ---- *Gospel Workers*, পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩।

[ঈশ্বরের পুত্রের] অশ্রু তাঁর নিজের জন্য ছিল না, যদিও তিনি ভালো করেই জানতেন তাঁর চরণ কোনদিকে ধাবিত হচ্ছে। তাঁর সামনে ছিল গেৎশিমানি, তাঁর আসন্ন যন্ত্রণার স্থান। দৃষ্টির সীমানায় ছিল সেই মেষদ্বারটিও, যেখান দিয়ে যুগ যুগ ধরে বলিদানের জন্য পশুদের নিয়ে যাওয়া হতো, এবং যা তাঁর জন্য খুলে যাওয়ার কথা ছিল যখন তাঁকে 'বধের জন্য মেষশাবকের ন্যায় আনা হবে।' যিশাইয় ৫৩:৭। খুব দূরে ছিল না কালভারি, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থান। যে পথে খ্রীষ্ট শীঘ্রই পা রাখতে চলেছিলেন, সেই পথে নেমে আসবে ঘোর অন্ধকারের বিভীষিকা, যখন তিনি পাপের জন্য তাঁর আত্মাকে উৎসর্গ করবেন। তবুও, এই আনন্দের মুহূর্তে এই দৃশ্যগুলোর চিন্তা তাঁর উপর ছায়া ফেলেনি। তাঁর নিজের অতিমানবীয় যন্ত্রণার কোনো আশঙ্কাই সেই নিঃস্বার্থ আত্মাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি কেঁদেছিলেন যিরূশালেমের অভিশপ্ত হাজার হাজার মানুষের জন্য—কারণ যাদের তিনি আশীর্বাদ করতে ও রক্ষা করতে এসেছিলেন, তাদের অন্ধত্ব ও অনুতাপহীনতার জন্য। ---- *The Great Controversy*, পৃ. ১৮।

খ. তাঁর দুঃখভোগ ও পরীক্ষার সময়ে, কিসে যীশুকে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার সাহস জুগিয়েছিল? যিশাইয় ৫৩:১১; ইব্রীয় ১২:২।

অন্ধকার শক্তির সঙ্গে ত্রাণকর্তার সংগ্রামের ফল হলো মুক্তিপ্রাপ্তদের জন্য আনন্দ, যা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রতিধ্বনিত করে। আর আত্মার মূল্য এমনই

যে, প্রদত্ত মূল্যে পিতা সন্তুষ্ট হন; এবং খ্রীষ্ট নিজেও তাঁর মহান বলিদানের ফল দেখে সন্তুষ্ট হন। ----Ibid, পৃ. ৬৫২।

প্রায়শই বলা হয় যে যীশু কাঁদতেন, কিন্তু তাঁকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি। আমাদের ত্রাণকর্তা সত্যিই একজন দুঃখী মানুষ ছিলেন এবং শোকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি মানুষের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের প্রতি তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু যদিও তাঁর জীবন ছিল আত্মত্যাগী এবং যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন, তাঁর আত্মা কখনো ভেঙে পড়েনি। তাঁর মুখে শোক বা অনুশোচনার কোনো ছাপ ছিল না, বরং সর্বদা ছিল এক শান্তিপূর্ণ প্রশান্তি। তাঁর হৃদয় ছিল জীবনের উৎস, এবং তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই বিশ্রাম ও শান্তি, আনন্দ ও উল্লাস বয়ে নিয়ে যেতেন।---- *Steps to Christ*, পৃ. ১২০।

৪. পরীক্ষার মাঝে আনন্দ করুন

বুধ, ২৩ সেপ্টেম্বর

ক. যখন বিশ্বাসী প্রলোভনের সম্মুখীন হন, তখন এই আত্মিক যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে? ইফিষীয় ৬:১১-১৮।

সকলের জীবনেই পরীক্ষা আসে; অসহনীয় দুঃখ, কঠিন প্রলোভন। নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা অন্যকে বলবেন না, বরং প্রার্থনার মাধ্যমে সবকিছু ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যান। সন্দেহ বা হতাশার একটি কথাও উচ্চারণ না করার নিয়ম মেনে চলুন। আশা ও পবিত্র উৎসাহব্যঞ্জক কথার মাধ্যমে আপনি অন্যদের জীবনকে উজ্জ্বল করতে এবং তাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে অনেক কিছু করতে পারেন।---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১১৯, ১২০।

খ. প্রলোভিত ও পরীক্ষিত হলে অনেকে কেন বিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে দ্বিধা করে? তাদের কী করা উচিত? মথি ১৪:২৮-৩১; যাকোব ১:২।

এমন অনেক সাহসী আত্মা আছেন যারা প্রলোভনের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে পীড়িত, এবং আত্ম ও অশুভ শক্তির সাথে সংগ্রামে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হন। এমন ব্যক্তিকে তার কঠিন সংগ্রামে নিরুৎসাহিত করবেন না। তাকে সাহসী ও

আশাবাদী কথায় উৎসাহিত করুন, যা তাকে তার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। এভাবেই আপনার মধ্য থেকে খ্রীষ্টের আলো উদ্ভাসিত হতে পারে। 'আমাদের মধ্যে কেউই নিজের জন্য বাঁচে না।' রোমীয় ১৪:৭। আমাদের অচেতন প্রভাবে অন্যরা উৎসাহিত ও শক্তিশালী হতে পারে, অথবা তারা নিরুৎসাহিত হয়ে খ্রীষ্ট ও সত্য থেকে বিমুখ হতে পারে।

যিশুর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে যে, তিনি উষ্ণতা ও সৌম্যভাব থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তিনি ছিলেন কঠোর, নির্মম এবং আনন্দহীন। অনেক ক্ষেত্রে এই হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সমগ্র ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকেই প্রভাবিত করে। ---- Ibid, পৃ. ১২০।

গ. পরীক্ষার মাঝেও ধার্মিকের পথ কীভাবে উজ্জ্বল হয়? হিতোপদেশ ৪:১৮; ফিলিপীয় ৪:৪।

পথ হয়তো বন্ধুর এবং আরোহণ খাড়া হতে পারে; ডানে ও বামে বিপদ থাকতে পারে; আমাদের যাত্রাপথে হয়তো কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে হতে পারে; ক্লান্ত অবস্থায়, বিশ্রামের জন্য আকুল হলেও, আমাদের হয়তো পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে; অবসন্ন হলেও, আমাদের হয়তো লড়াই করতে হবে; হতাশ হলেও, আমাদের অবশ্যই আশা রাখতে হবে; কিন্তু খ্রীষ্টকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পেলে, অবশেষে আমরা কাঙ্ক্ষিত বন্দরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হব না। স্বয়ং খ্রীষ্ট আমাদের আগে এই বন্ধুর পথ মাড়িয়েছেন এবং আমাদের চলার পথ মসৃণ করে দিয়েছেন।

আর অনন্ত জীবনের দিকে ধাবমান সেই খাড়া পথের পুরোটা জুড়েই রয়েছে আনন্দের ঝর্ণাধারা, যা ক্লান্তদের সতেজ করে তোলে। ---- *Thoughts from the Mount of Blessing*, পৃষ্ঠা ১৪০।

৫. আমাদের পুরস্কার ও আনন্দ

বৃহস্পতি, ২৪ সেপ্টেম্বর

ক. যীশুর কোন প্রতিজ্ঞা আমাদের আনন্দ ও আমাদের স্বর্গীয় পিতার প্রশংসা করার কারণ হওয়া উচিত? যিশাইয় ৪১:১০; লূক ১২:৩২; ১ পিতর ৪:১৩।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এটা নয় যে, তাঁর লোকেরা দুশ্চিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত হোক। কিন্তু আমাদের প্রভু আমাদের প্রতারণা করেন না। তিনি আমাদের বলেন না, 'ভয় পেয়ো না; তোমাদের পথে কোনো বিপদ নেই।' তিনি জানেন যে পরীক্ষা ও বিপদ আছে, এবং তিনি আমাদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথা বলেন। তিনি তাঁর লোকদের পাপ ও মন্দের জগৎ থেকে তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেন না, বরং তিনি তাদের এক চিরস্থায়ী আশ্রয়ের দিকে নির্দেশ করেন। ---- *Steps to Christ*, পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩।

খ. যীশুর দেওয়া শান্তি ও আনন্দের আরও কিছু চমৎকার প্রতিজ্ঞার নাম বলুন। যোহন ১৪:১-৩, ২৭; ১৫:১১; ১৬:২০।

আসন্ন সংগ্রামে আমরা নতুন নতুন জটিলতার সম্মুখীন হব, কিন্তু যা অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, 'এ পর্যন্ত প্রভু আমাদের সাহায্য করেছেন।' 'তোমার দিন যেমন, তোমার শক্তিও তেমন হবে।' দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৫। এই পরীক্ষা সহ্য করার জন্য আমাদের যে শক্তি দেওয়া হবে, তার চেয়ে বেশি হবে না। অতএব, যেখানেই আমাদের কাজ পাই, সেখানেই তা শুরু করি, এই বিশ্বাস রেখে যে, যা-ই ঘটুক না কেন, সেই পরীক্ষার অনুপাতে শক্তি দেওয়া হবে।

আর তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সন্তানদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হবে, এবং মহিমার রাজার মুখ থেকে তাদের কানে এই আশীর্বাদ ধ্বনিত হবে উৎকৃষ্টতম সঙ্গীতের মতো, 'এসো, আমার পিতার আশীর্বাদপ্রাপ্তগণ, জগৎ পত্তনকাল থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুতকৃত রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করো।' মথি ২৫:৩৪। . . .

তার সম্ভাব্য মহিমান্বিত উত্তরাধিকারের কথা বিবেচনা করে, 'মানুষ তার প্রাণের বিনিময়ে কী দেবে?' মথি ১৬:২৬। ... পাপ থেকে মুক্ত ও শুচি হওয়া আত্মা, তার সমস্ত মহৎ শক্তি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করলে, তা অতুলনীয় মূল্যবান; এবং একটি মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মার জন্য স্বর্গে ঈশ্বর ও পবিত্র স্বর্গদূতদের সামনে আনন্দ হয়, যে আনন্দ পবিত্র বিজয়ের গানে প্রকাশিত হয়। ঐ একই, পৃষ্ঠা ১২৫, ১২৬।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর

১. কীভাবে সকলের কাছে—এমনকি যারা বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের কাছেও—সত্যের বার্তা পৌঁছাবে?
২. প্রভু কীভাবে মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা প্রকাশ করেন?
৩. দুঃখভোগ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সময় যীশু র আশ্বাসের উৎস কী ছিল?
৪. পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমাদের কোন বিধানটি স্মরণ রাখা উচিত?
৫. দৈনন্দিন জীবনে একজন বিশ্বাসীর মনে কী থাকা উচিত?

প্রথম
বিশ্রামবার
নৈবেদ্য

শনিবার, ৫ জুলাই, ২০২৬
গির্জার সম্প্রসারণ
ভারতের চেন্নাইতে
আসুন, ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের এই শহরে গির্জাটির নির্মাণকাজ শেষ করতে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সমর্থন জানাই! (পৃষ্ঠা ৪ দেখুন)।

শনিবার, ১ আগস্ট, ২০২৬
সাধারণ সম্মেলন
শিক্ষা বিভাগ
আমাদেরকে শিক্ষা দিতে, শিক্ষা দিতে এবং শিক্ষা দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে, এবং এই কাজটি কার্যকরভাবে করার জন্য তহবিল প্রয়োজন। (পৃষ্ঠা ২৫ দেখুন।)

শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ফিলিপাইনে বাইবেল মিশনারি প্রশিক্ষণ স্কুল
আসুন, আমরা এই বিদ্যালয়টিকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী করি। (পৃষ্ঠা ৫১ দেখুন)।